ধৃতং প্রেম্না

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

অষ্টাত্রিংশতম খণ্ড

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

অষ্টাত্রিংশতম খণ্ড

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২৬ বাংলা

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, বারাণসী—১০

মূল্য ঃ পঁয়ষট্টি টাকা

(মাশুল স্বতন্ত্র)

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

মুদ্রণ-সংখ্যা ১,০০০ (এক হাজার) [2019]

প্রিণ্টার ঃ—

অযাচক আশ্রম প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০.

প্রকাশক—অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০,
দূরভাষ ঃ (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

ISBN—978-93-82043-42-3

ঃ পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, স্বামী স্বরূপানন্দ সরণী, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫/০৫১৬

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ ঃ (০৩৮১)২৩২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ ঃ (০৩৮৪২) ২২০২১২

অযাচক আশ্রম
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কাহিলিপাড়া কলোনী,
গৌহাটি-৭৮১০১৮, আসাম ● দূরভাষ-(০৩৬১) ২৪৭৩৩২০

দি মাল্টিভারসিটি
পোঃ—পুপুন্‌কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড ঃ ৮২৭০১৩
ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

ALL RIGHTS RESERVED

অষ্টাত্রিংশতম খণ্ডের নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সমসাময়িক পত্রাবলি, যাহা ১৩৬৫ সাল হইতে ১৩৮৫ সালের "প্রতিধ্বনি"তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই সঙ্গে সঙ্গে পৃথক্ পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা তাঁহার অষ্টাত্রিংশতম খণ্ড। কাজের প্রয়োজনে একই পত্রের বহু অনুলিপি করিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্য এই সকল পত্র "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশের পর দেখা গেল যে,—

(ক) সাময়িক পত্রের সাময়িক প্রচারের ব্যবস্থাটুকু ছাড়াও পুস্তকের মধ্য দিয়া পত্রগুলির স্থায়ী প্রচারের একটা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন,

এবং

(খ) সমসমকালে "প্রতিধ্বনি"র যাঁহারা গ্রাহক হইতে পারেন নাই, ইচ্ছা করিলে সেই জনসাধারণ যাহাতে পাঠের জন্য পত্রগুলি ভবিষ্যতে হাতের কাছে পাইতে পারেন, তজ্জন্য—পত্রগুলি পৃথক্ পৃথক্ পুস্তকাকারে প্রকাশ আবশ্যক। সেই কারণেই "ধৃতং প্রেম্না" পৃথক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। প্রথম খণ্ড হইতে সপ্তত্রিংশতম খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশের দ্বারা আমরা সুস্পষ্ট অনুভব করিতেছি যে, অখণ্ড-সংহিতার ন্যায় এই গ্রন্থের যথেষ্ট সমাদর আছে। কেহ কেহ পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন,—

"ধৃতং প্রেম্না"র পত্রগুলি পাঠ করিয়া আমরা বহু সমস্যার সমাধান পাইয়া অশেষরূপে উপকৃত বোধ করিতেছি।"

কেহ কেহ লিখিয়াছেন,—

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

"যদিও আমি পত্রলেখক অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সহিত চাক্ষুষ-ভাবে বা পত্রযোগে পরিচিত নহি, তথাপি, এই সকল পত্রের অনেকগুলিই পাঠ করিয়া আমার মনে হইয়াছে যে, ঠিক আমাকে লক্ষ্য করিয়াই এই সকল মূল্যবান্ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।"

কেহ কেহ লিখিয়াছেন,—

"যদিও পত্রগুলি অন্য কোনও ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া লিখিত ও প্রেরিত হইয়াছে, তথাপি আমি ইহার ভিতর হইতে আমার জীবনের অতীব জটিল সমস্যা-সমূহের সমাধান পাইয়া বিস্ময়ে রুদ্ধবাক্ হইয়াছি যে, এই ভাবেই শ্রীভগবান্ দিব্যপুরুষদের দ্বারা আপামর জনসাধারণকে উপকার বিতরণ করিয়া থাকেন।"

কেহ কেহ লিখিয়াছেন,—

"শত বক্তৃতা শ্রবণে যাহা হইতে পারিত না, "ধৃতং প্রেম্না" পত্রগুলি পাঠ করিয়া সেই উপকার মানুষের হইয়াছে বলিয়া আমি আমার নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই উক্তি করিতে পারি।"

শ্রীশ্রীবাবামণি (অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব) পত্রোত্তরে তাঁহাদের জানাইয়াছেন,—

"অকপট জীবহিতৈষণা নিয়া একটী মাত্র ব্যক্তিকে যে পত্র লিখিয়াছি, অনুরূপ সমস্যায় আকুল অপর ব্যক্তির সেই পত্র হইতে প্রেরণা ও উদ্দীপনা সংগ্রহ অস্বাভাবিক নহে। কাহারও নিকট লিখিত আমার কোনও পত্রের অনুলিপি পাঠ করিয়া যদি তোমাদের কাহারও নিজের কোনও লাভ হইয়া থাকে, তবে তজ্জন্য তোমরা আমাকে

ধন্যবাদ জানাইও না, প্রশংসা জানাও তাঁহাকে, যিনি আমার হাতে লেখনীটী দিয়া নিজে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন মসী-মুখে সংশয়াপহারী রূপে।"

"ধৃতং প্রেম্না"র প্রথম খণ্ডটী প্রকাশের কালে আমাদের মনে কিন্তু অনিশ্চয়তা ছিল। একটীর পর একটী করিয়া খণ্ড যেমন যেমন প্রকাশিত হইতে লাগিল, তেমন তেমন পাঠক-পাঠিকাদের অভিনন্দনের মধ্য দিয়া আগ্রহ ও উল্লাস পরিলক্ষিত হইল। তাই, আজ আনন্দ-ভরা প্রাণ নিয়া "ধৃতং প্রেম্না" অষ্টাত্রিংশতম খণ্ড প্রকাশে উদ্যোগী হইলাম। নিবেদনমিতি পৌষ, ১৩৮৬ বাংলা।

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী–২২১০০১

নিবেদক—
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
স্নেহময় ব্রহ্মচারী

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

ধৃতং-প্রেম্না অষ্টাত্রিংশতম খণ্ডের এই দ্বিতীয় সংস্করণ ইহার প্রথম সংস্করণের হুবহু পুনর্মুদ্রণ। ইতি—

প্রকাশক

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

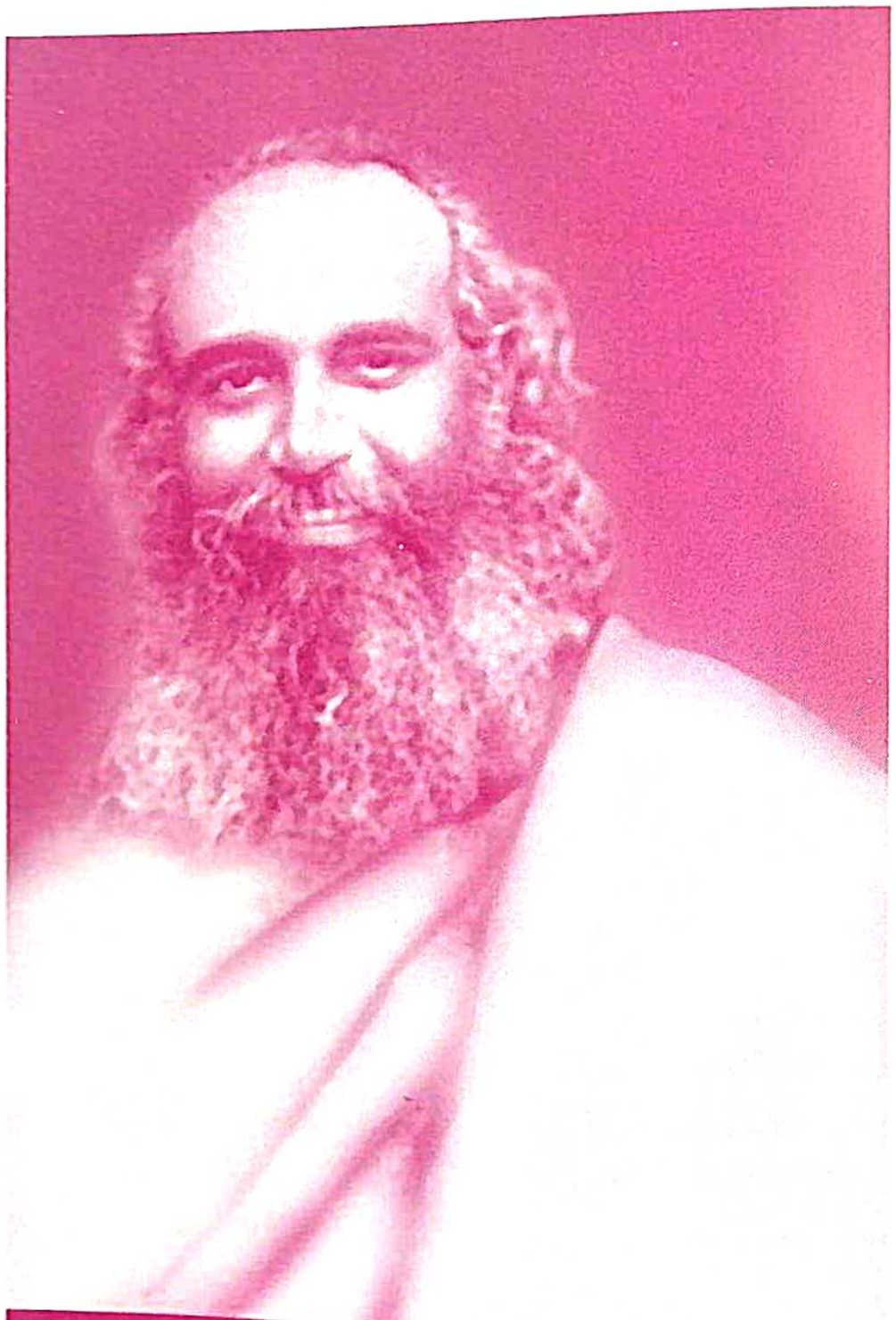

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

(অষ্টাত্রিংশতম খণ্ড)

(১)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৮ই পৌষ, রবিবার, ১৩৮৫
(২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পত্র পাঠ করিবার এবং জবাব দিবার স্বাস্থ্য আমার নাই, এইজন্য পত্র পাও নাই। এইজন্য দুঃখিত হওয়া ভুল। কিছুকাল পরে হয়ত আমার আর একখানা পত্রও প্রেরণ করিবার সুযোগ থাকিবে না। তোমরা পত্র লিখিয়া উত্তর না পাইলে ব্যাকুল হইও না। অনুরূপ প্রশ্ন তোমার পূর্ব্বে অনেকে করিয়াছে এবং উত্তর পাইয়াছে। তাহারা কি উত্তর পাইয়াছে, তাহা ছাপার হরফে পড় না কেন? আমি ত' আজ কাল তেমন পত্র প্রতিধ্বনিতে ছাপিয়া দেই, যাহা বহুজনের হিতে লাগিতে পারে। অতীতে যে লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি পত্র লিখিয়াছি,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তাহার হাজার খানার মধ্যে দুই একখানার বেশী নকল রাখিবার আমার সাধ্য বা সুযোগ হয় নাই।

দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ কর। জিদ্ করিয়া মনকে শান্ত রাখ। মনের জোর দিয়া মনকে কাবু কর। মন শত অবাধ্য হইলেও দুই একবার তোমার কথা শুনিবেই। কারণ, ইহা তোমার মন। আমার মনও ইচ্ছা করিলে অনেক দূরে থাকিয়াই তোমার মনকে শান্ত করিতে পারে, কিন্তু নিজের মন দিয়া নিজের মনকে শান্ত করা সহজতর উপায়। যখন নিজের মনের সহায়তায় নিজের মনকে কাবু করিতে না পারিবে, তখন আমার মনটি তোমার জন্য রহিয়াছে। আমার চিরশান্ত অবস্থার শাশ্বত-আনন্দোদ্ভাসিত মনটির কথা চিন্তা করিও এবং তাহার মধ্যে তোমার মনটিকে ডুবাইয়া দিও এবং ঈশ্বরাভিপ্রায়ের প্রতীক্ষা করিও। আমি নিজ বলে কাহারও কোনও উপকার করিতে পারি না। কিন্তু পরমেশ্বরের অপার কৃপাবলে কখনও কখনও আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া কিছু কিছু মানুষের কতক হিতসাধন হইয়া থাকে। আমি সাধারণ মানুষ এবং সর্ব্বতোভাবে পরমেশ্বরেরই কৃপানুজীবী। নিজেকে ইহার অধিক কিছু ভাবিবার যেগ্য আমি নহি।

আত্মবিশ্বাস রাখিও। দয়ানন্দ যাহা করিতে পারিয়াছেন, বিবেকানন্দ যাহা করিতে পারিয়াছেন বা অন্যান্য মহাপুরুষেরা যাহা করিয়াছেন, একতান-মন হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে বা

ন্যাস্ত রহিলে তুমিও তাহা করিতে পারিবে, এই বিশ্বাস অন্তরে রাখ। কোন কোন যুগে সমশক্তিমান্ মহাপুরুষ বহু বহু সংখ্যায় যুগপৎ আবির্ভূত হন, কোনও কোনও যুগে একটি মাত্র ভাস্কর আকাশে সমুদিত হয় এবং অন্যান্য গ্রহ-তারাদের আলো দেখিতে পাওয়া যায় না। একটি মানুষ যাহা হইয়াছেন, অনুকূল চেষ্টা পাইলে আরেকটি মানুষ তাহা হইতে পারেন, এই ধারণা অন্তরে রাখা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। ইহা দম্ভও নহে, গর্ব্বও নহে, ইহা কর্ত্তব্য। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ আদি একবারই হইয়াছিলেন, দ্বিতীয়বার হইবেন না, এইরূপ মনে করা ভুল। ব্যাস, বাল্মীকি বা কালিদাস, ভবভূতি আর আসিবেন না, বসন্ত ঋতু একবারই আবির্ভূত হইবে, আর হইবে না, পিককুল বা বিহগের দল আর গান গাহিবে না, ইহা ভাবিতে যাওয়া ক্ষতিকর। যাহা একবার ঘটিয়াছে, তাহা পুনরায় ঘটিবে। হয়ত বিচিত্রতর পরিপ্রেক্ষিতে বিচিত্রতর রূপ লইয়া সংঘটিত হইবে, এইরূপ ভাবাই সংগত। বর্ত্তমান প্রতিবেশ ও পরিবেশ যতই প্রতিকূল হউক, ভবিষ্যৎ রূপান্তর অনুকূলই হইবে, এই বিশ্বাসকে বলপূর্ব্বক অন্তঃকরণে প্রোথিত-মূল করিতে হইবে। বিশ্বাস মানুষের পরম সম্বল। বিশ্বাস সত্য ও কল্যাণের অপ্রতিম আধার। বিশ্বাস চরিত্রধনের পরম সংরক্ষক।

দৃঢ়তা নিয়া এবং ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে করিতে নিজ কর্ম্মপথে অগ্রসর হও।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

রাজনীতি হইতে দূরে থাকিয়াই আমাদের পক্ষে কাজ করা ভাল। রাজনীতির রথ মুহুর্মূহু দিক-পরিবর্ত্তন করে। মানুষের সাময়িক প্রয়োজন মিটাইবার হাতিয়ার বলিয়া রাজনীতিতে বারংবার মোড়-পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। সম্পূর্ণ সত্যের উপর ভারার্পণ করিয়া রাজনীতি চলে কিনা, চলিতে পারে কিনা, ইহা নিয়া সংশয়ের অবধি নাই। বিসমার্ক, ম্যাকিয়াভেলি, চার্চিল বা চাণক্য সম্পূর্ণ সত্যের উপর পাদচারণা করিতে পারিয়াছেন কিনা, সন্দেহস্থল। রাজনীতিতে আসল কাজ অপেক্ষা অপ্রাসঙ্গিক কার্য্যে শক্তি, অর্থ ও আয়ুর অধিকতর অপচয় করিতে হয় বলিয়া সাত্ত্বিক ভাবের লোকদের পক্ষে ইহার চর্চ্চা নিতান্তই ক্লেশকর। সুতরাং আমাদিগকে রাজনীতি হইতে দূরে থাকিয়াই কাজ করিতে হইবে। আমাদিগকে তিনশত বৎসর পরের ভারতবর্ষ বা মানবজাতিকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে হইবে। আমরা সাধারণ কর্ম্মের দায়িত্ব নেই নাই। মানুষের স্বভাব এবং চরিত্রকে দিব্যায়িত করিবার দায়িত্ব নিয়াছি। একাজ একপুরুষ বা দুইপুরুষে সম্ভব হইবে না। সম্ভব করিতে হইলে নয় পুরুষ ব্যাপিয়া কর্ম্ম-প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে। রাজনীতির অস্থির গতিরথে চাপিয়া সে কাজ করা সম্ভব নহে। চরিত্রবত্তার ধীর স্থির গতিতে পাদচারণা করিয়া একাজ আমাদিগকে তিনশত বৎসরে সমাধা করিতে হইবে।

রাজনীতিতে নিয়ত ক্রোধ, বিদ্বেষ, কুচক্র, ষড়যন্ত্র, পরচর্চ্চা এবং কখনও কখনও হিংসার অনুশীলন করিতে হয়। বিশেষতঃ রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিলে অনেক সময় বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করিতে হয়। সুতরাং অখণ্ড-মণ্ডলীকে তোমরা রাজনীতি-চর্চ্চার বাহিরে রাখিও।

মণ্ডলীর সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় সকলে আগ্রহ-সহকারে যোগদান করিও। এই আগ্রহের ভিতরে যেন ঈশ্বর-প্রেমই আসল হয়, কর্ত্তৃত্ব, নেতৃত্ব বা লোকমানের লোভ ভেজালরূপে যেন না ঢুকিতে পারে, তাহা দেখিও। এই ভেজালটুকু বর্জ্জন করিয়া যদি তোমরা মণ্ডলীর সমবেত উপাসনারূপ মহাযজ্ঞকে সফল করিতে পার, তাহা হইলে দশ বৎসরের মধ্যে এক একটা অঞ্চলে সর্ব্বসাধারণের মনের মেজাজ এবং কাজের আদল পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। ইহা এক প্রকারের অতি সূক্ষ্ম আকারের ইতিহাস-রচনা জানিও। দীর্ঘকাল এই কাজ চালাইয়া যাইতে পারিলে হঠাৎ বঙ্গোপসাগরে বা ভারতমহাসাগরে নূতন নূতন দ্বীপপুঞ্জের আবির্ভাব দেখিতে পাইবে। কণা কণা বালু দিয়াই বিরাট দ্বীপ রচিত হয়।

সমবেত উপাসনার ব্যাপার লইয়া ঝগড়া-কলহ ঘটিতে দিও না। ঝগড়া-কলহের আসল কারণ উগ্র অহঙ্কার। তোমরা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অহঙ্কার বর্জ্জন করিয়া উপাসনা-স্থানে যাইও। কেহ উপাসনার প্রথায় নূতনত্বের অবতারণা করিয়া নিজ প্রতিভার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিও না। এই ব্যাপারে তোমরা অপ্রগল্‌ভ হও। উপাসনাকে অবিকৃত রাখিতে পারিলে সঙ্ঘও অবিকৃত থাকিবে। আমি কখন কাহাকে কি অবস্থায় কি বলিয়াছিলাম, তাহার উপরে খুঁটি গাড়িয়া নানা স্থানে নানা রকমের উপাসনা-পদ্ধতির প্রচলন-চেষ্টা অত্যন্ত অসাধু-প্রয়াস। ইহাতে ব্যবহারিক অসাধুতা না থাকিলেও ফলগত অসাধুতা রহিয়াছে। কারণ, সমবেত উপাসনার হৃদয়িক তাৎপর্য্য হইতেছে মমতা, সমতা ও একতার সৃষ্টি। মুসলমানরা যদি যুগে যুগে বা স্থানে, স্থানে নানারকম নমাজের পদ্ধতি সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে আরবের জেড্ডা হইতে বর্ম্মার মৌলমিন পর্য্যন্ত সব মুসলমান কদাচ একদিল হইতে পারিত না। ইস্‌লাম ধর্ম্ম কেবল অসির বলেই প্রচারিত হয় নাই,—তাহাদের সামূহিক উপাসনা তাহাদিগকে একদিল করিতে এবং একদিল হইতে সহায়তা দিয়াছে বলিয়াই তাহারা বাড়িয়াছে। একথা ঐতিহাসিক সত্য।

আচার্য্যদিগকে অনেক সময়েই একই রকমের প্রশ্নের দ্বিবিধ বা ত্রিবিধ সমাধান দিতে হয়। কারণ, পরিস্থিতি পরিবর্ত্তনশীল। তুমি যদি প্রশ্ন কর, "আজ কি বার?" আমাকে বলিতেই হইবে, "আজ রবিবার।" আগামীকাল যদি প্রশ্ন কর, "আজ

কি বার?" আমাকে বলিতেই হইবে, "আজ সোমবার"। পরশ্ব যদি জিজ্ঞাসা কর, "আজ কি বার?" আমাকে বলিতে হইবে, "আজ মঙ্গলবার," দেখ, একই রকম প্রশ্নের তিন রকম জবাব হইয়া গেল। তিন রকমের তিনটি জবাবকে খুঁটি করিয়া তোমরা কি লড়াই বাধাইতে পার? ইহা কি সঙ্গত? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৮ই পৌষ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ব্যবসায় করিবার জন্য সরকারী ঋণ পাইতেছ জানিয়া সুখী হইলাম। দুঃখীও হইলাম। সুখী হইলাম এই জন্য যে, তুমি মূলধনের অভাবে ক্লেশ পাইবে না। দুঃখিত হইলাম এই জন্য যে, যদি ঋণের টাকা হাতে পাইয়া পৈতৃক ধন জ্ঞান করিয়া তাহার অপব্যয় বা অমিতব্যয় কর, তাহা হইলে কিস্তির টাকা দিতে পরিবে না এবং ভীষণ বিভ্রাটে পড়িবে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ঋণ করিয়া যাহারা ব্যবসায় করে, তাহাদিগকে সঙ্কল্প করিতে হয় যে, একবেলা খাইয়া হইলেও কিস্তির টাকা শোধ করিতেই হইবে। আমি অনেক মূঢ় ব্যক্তিকে ঋণের টাকা খরচ করিয়া ভোজসভার আয়োজন করিতে দেখিয়াছি। ঋণের টাকা যত সহজে ব্যয় হইয়া যায়, উপার্জ্জনের টাকা তত সহজে ব্যয় হয় না। ঋণ করিয়া ক্ষুধা-নিবারণ বা বিলাস-ব্যসন অতীব নিন্দনীয় ব্যাপার। ইহা কেবল ঋণ-গ্রহীতারই সর্ব্বনাশ করে না, সর্ব্বনাশ করে তাহার পুত্রকন্যাদেরও। পুত্রকন্যাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তোমাকে সতর্ক হইতে হইবে। ঋণে পাওয়া টাকাটা হইতেই প্রথম কিস্তির টাকা দিয়া দিও এবং উপার্জ্জিত অর্থ হইতে দ্বিতীয় কিস্তি শোধ করিবার জন্য প্রচণ্ড রকমের কৃচ্ছ্রসাধন করিও। কৃপণতা ভাল জিনিষ নহে। কিন্তু ঋণ শোধের জন্য কৃপণতা প্রশংসনীয়। মানুষের কাছে জাঁকজমক ও চাল দেখাইবার জন্য অনেকে ধার করা অর্থের অপব্যয় করে। তাহা কিন্তু করিতে যাইও না।

ধারে বিক্রয় বন্ধ করিবে, বরং মাল কিছু সস্তায় বেচিবে, তথাপি ধারে বেচিবে না। যে চরিত্রবল থাকিলে মানুষ ধার-করাকে লজ্জাজনক মনে করে, ধার শোধ না-করাকে পাপজনক জ্ঞান করে, সেই চরিত্রবল বর্ত্তমান দেশবাসীদের নাই। অবশ্য সেই চরিত্রবল লোকের ফিরাইয়া আনিবার জন্য আমাদের প্রত্যেককে কাজ করিতে হইবে।

তোমাদের ক্ষুদ্র একটি প্রতিষ্ঠান সৎ-ভাবে সফল হইলে অন্য দশটি প্রতিষ্ঠানের উন্নতির সহায়ক হইবে, এই বিশ্বাস করিও। আমরা একা কেহ বড় বা ছোট হইতে পারি না, সে উপায় নাই। একজনের প্লেগ হইলে যেমন দশজনের আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তদ্রূপ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১২ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৫

(২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। * * * সাধারণ লোকেরা নেতৃবিহীন অবস্থায় কাজ করিতে পারে না। তাহাদের নিষ্ঠা আছে, ত্যাগের রুচি আছে, কাজ করিবার সাহস আছে কিন্তু নাই বিচারের দক্ষতা। বেশী বিচার-বুদ্ধির প্রবণতা যাহাদের, তাহারা আবার শুধু শুধু আবোল-তাবোল কথাই বেশী বলে, কাজের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য নহে। এজন্যই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা পূজা পায়, সম্মান পায়। একটি ইন্দ্রতুল্য

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ব্যক্তির পতন ঘটিলে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ইন্দ্রাধিক পুরুষের আবির্ভাব ঘটিতে থাকিলে জাতীয় অধঃপতন ঘটে না, জাতির উন্নতি অব্যাহত ভাবে চলিতেই থাকে। যে কাজ যেখানে যেভাবে শুরু হইতে যাইতেছিল, তাহাকে তার চেয়ে উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে ব্যাপকতর আয়োজনে চালাইয়া যাইবার চেষ্টা তোমাদের করিতে হইবে। ইহা সম্ভব হইবে, ছোট-বড় সকলের মধ্যে প্রীতিঘন কুটুম্বিতার সৃষ্টি করিয়া। এই কুটুম্বিতা যেন আপনত্ব বৃদ্ধি করে কিন্তু কলুষের প্রশ্রয় না দেয়। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৩ই পৌষ, শুক্রবার, ১৩৮৫

(২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের গৃহে ১৬ই পৌষ উদয়াস্ত কীর্ত্তন হইতেছে জানিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই সফল হইবে, ইহা আমি জানি। সুতরাং আমার আশীর্ব্বাদ-পত্র সময়মত

পৌঁছিল, কি না পৌঁছিল, ইহাতে কিছু যায় আসে না। ঈশ্বরের নাম লইয়া ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে ইশ্বরের কাজ করিতে যাইতেছ,—দ্বিধার ত' কোন হেতুই রহিল না।

উদয়াস্ত কীর্ত্তনে আগাগোড়া একটী সুরেই কীর্ত্তন রক্ষা করা ক্লেশকর বলিয়া নানা রাগ-রাগিণীর পর পর ব্যবহার কোনও প্রত্যাশাতীত ব্যাপার নহে। ভৈরোঁ, ভৈরবী, আশাবরী হইতে শুরু করিয়া সারং, ভীমপলশ্রী, পিলু, বারোয়া, ধরিয়া, কল্যাণ, ইমন, ছায়ানট, হাম্বির, ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, বেহাগ, কালাংড়া, যোগিয়া, ললিত ইত্যাদি করিয়া এই সুর-পরিক্রমা ধারাবাহিক চলিতে পারে। এই সকল সময়ে এক রাগের সহিত আর এক রাগ মিশ্রিত করিয়া, এক তালের সহিত আর এক তাল ফেরতা করিয়া, সাংগীতিক বৈচিত্র্য ও রসের সৃষ্টি করিয়া শ্রোতাদের কর্ণে সুরব্রহ্মের চরণ-সঞ্চার ও তজ্জনিত শিহরণ জাগ্রত করা দোষের নহে,—বরং প্রশংসনীয়। বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সহিত কীর্ত্তনীয়া ভক্তদের পরিচয় নিবিড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল পরমাশ্চর্য্য সুর-সমাবেশ একদা ঘটিবেই ঘটিবে। শ্রীচৈতন্যদেবের হরেকৃষ্ণ কীর্ত্তন কতগুলি নূতন সুরের ও নূতন তালের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা কীর্ত্তনানন্দী গোস্বামীপ্রভুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবে। কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথও নিজস্ব কর্ম্মক্ষেত্রে অনুরূপ ঘটনা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ঘটাইয়াছেন। যদিও উদয়াস্ত কীর্ত্তনের আয়োজন তাঁহার ছিল না। হরিওঁ-কীর্ত্তনের সুর-বৈচিত্র্যসাধনে এবং তাল হইতে তালান্তর গমনে আমি তোমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেও আমাদের ষ্ট্যাণ্ডার্ড সুরটিকে রূপান্তরিত করিবার অধিকার বা তাহার তালটিকে পরিবর্ত্তিত করিবার সুযোগ দিতে ইচ্ছুক নহি। ষ্ট্যাণ্ডার্ড সুর আপ্ত সুর, উহা ঈশ্বরের কাছ হইতে প্রাপ্ত। উহা যেমন আছে, চিরকাল তেমনই থাকিবে। উহার মধ্যে পরিবর্ত্তন-সাধন চলিবে না। গত পরশ্ব এখানে হরিওঁ কীর্ত্তন গেল। একটী ওস্তাদ লোক ষ্ট্যাণ্ডার্ড সুরের মধ্যে বিকৃতি সাধন করিয়া বৈচিত্র্য-বিধান করিতে চাহিয়াছিলেন, আমি তাহা অনুমোদন করিতে পারি নাই। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী লইয়া যত ইচ্ছা ওস্তাদি কর, ক্ষতি দেখি না। কিন্তু ষ্ট্যাণ্ডার্ড সুর লইয়া ঐ রকম ওস্তাদি বরদাস্ত করা চলিবে না। কারণ, ষ্ট্যাণ্ডার্ড সুরের স্বরগ্রামের বিন্যাস এবং পর্য্যায় পরিবর্ত্তন না করিলে এই সুর অতি দীর্ঘকাল চালাইয়া গেলেও একঘেয়ে বলিয়া বোধ হয় না। ষ্ট্যাণ্ডার্ড সুরও ভৈরবী রাগিণীর আশ্রয়েই রহিয়াছে। কিন্তু ইহার আধার বা প্রাণরস অন্তরের নিষ্ঠাপূর্ণ ভক্তিতে। এইজন্যই ইহা অপরিবর্ত্তনীয় রহিতে বাধ্য। ইহা তোমাদের গুরুবাক্য, যাহা লঙ্ঘন করা সঙ্গত নহে। হরিওঁ-কীর্ত্তন ধারাবাহিক চলিলে কায়দাটা কি হইবে, আর

উপসংহার টানিতে হইলে কি কায়দায় টানিতে হইবে, তাহাও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। গ্রামোফোন রেকর্ডে আমি তাহা সুস্পষ্ট দেখাইয়া দিয়াছি এবং নিজ কণ্ঠে গাহিয়া বহু স্থানে শুনাইয়াছি। তাহারই ক্রম, তাহারই আরোহণ, তাহারই অবরোহণ পরিণিষ্ঠিত ভক্তের মন লইয়া তোমাদের অনুসরণ করা উচিত।

ঈশ্বর যে আছেন, এই বোধটুকুকে হরিওঁ-কীর্ত্তনকালে অন্তরে অবশ্যই জাগাইয়া রাখিতে হইবে।

তোমাদের করিমগঞ্জ শহরে পুরুষ-ভক্তদের অপেক্ষা মহিলা-ভক্তদের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও কর্ম্মৈষণা যে প্রচণ্ডতর, ইহা আমি স্পষ্ট অনুভব করিতেছি। আর অধিকাংশ শহরেই স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা পুরুষেরাই অধিকতর কলহপ্রিয়, এইরূপও শুনিতেছি। শহরে কোনও কলহ থাকিলে তোমরা তোমাদের শুভ প্রভাব-বিস্তারে তাহা সর্ব্বদা তিরোহিত করিবার চেষ্টা করিও। আবহাওয়া শান্তিপূর্ণ থাকিলে, অগ্রগমন দ্রুত হয়। আবহাওয়া মৈত্রীভাবপূর্ণ থাকিলে প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপ নির্ভুল হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ধৃতং প্রেম্না

(৫)

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

হরিওঁ

১৩ই পৌষ, ১৩৮৫

(২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রখানা অনেক দিন হয় পাইয়াছি। উত্তর লিখিবার বাধাগুলি কি, তাহা তুমি জান। শ্রুতিলেখকের সাহায্যে বর্ত্তমানে পত্রাদি লিখিয়া থাকি। সুতরাং ঘণ্টায় নব্বই মাইলের মেইল ট্রেইন ঘণ্টায় দশ মাইলও চলিতে পারিতেছে না।***

ব্যক্তিগত লাভালাভের ব্যাপারকে ধর্ম্মীয় লাভালাভের সহিত মিশাইয়া ফেলিতে নাই। ধর্ম্মকে ভেজালহীন রাখা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। ধর্ম্মের নাম দিয়া অধর্ম্মের চর্চ্চা অত্যন্ত দোষের। ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, মিথ্যা আরোপ, কূট-কৌশল, ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ বা অপরের অসম্মানে আনন্দবোধ প্রভৃতি সকলই রাজনীতিতে গ্রাহ্য হইলে হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মনীতিতে ইহাদের কোন স্থান নাই। কর্ম্মের পীঠভূমিতে প্রতিশোধ-স্পৃহার স্থান থাকিলে ধর্ম্ম অধর্ম্মে রূপান্তরিত হইয়া যায়। আমরা যাহারা নিজেদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া মনে করিয়া থাকি, তাহাদিগকে অনেক সময়ে যে বাহিরের লোকেরা ভণ্ড বা

প্রবঞ্চক আখ্যা দিয়া থাকেন, তাহার কারণ কিন্তু ইহা। আমাদের কেহ নিন্দা করিলে আমরা চটিয়া যাই, কিন্তু ভাবিয়া দেখি না যে, নিন্দার হাত হইতে বাঁচিতে হইলে আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য হইবে, সর্ব্বতোভাবে অনিন্দনীয় হওয়া। নিজেরা অনিন্দনীয হইলেও যদি লোকে নিন্দা করে, তবে নিন্দা ব্যর্থ হয়। সুতরাং ভয়ের কারণ আর কিছু থাকে না। তোমরা প্রত্যেকে অনিন্দনীয় হইতে চেষ্টা কর। রামবাবু, শ্যামবাবু, যদুবাবু তোমাকে প্রশংসা করিয়াছেন, অতএব তুমি প্রশংসনীয় হইয়াছ, ইহা কোন কাজের যুক্তি নহে। তোমার ভিতরে কণামাত্র আত্মগ্লানি নাই, ইহাই হইবে তোমার অনিন্দনীয়তার যুক্তি। অহংকার-বিমূঢ়াত্মা ব্যক্তি কখনও কখনও অন্যায় কার্য্য করিয়াও নিজেকে বাহবা দেয়। এই বাহবার নাম আত্মপ্রসাদ নয়। তোমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য প্রত্যহ আত্মসমীক্ষা করা। সারাদিন ভাল কাজ করিয়াছ, না মন্দ কাজ করিয়াছ, তাহার হিসাব নেওয়া। এই অভ্যাসটি থাকিলে চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে এবং বৈশাখের অনেকগুলি দিন পর্য্যন্ত তোমরা অনিন্দনীয় থাকিতে পারিতে। তার ফল কি হইত, ভাবিতেও আনন্দ লাগে। বিশাল আম্রবৃক্ষ ফলভারে অবনত হইয়াছিল কিন্তু কলহের কীট পাকা পাকা আমগুলিতে বাসা বাঁধিয়া উহা অরোচ্য, অমেধ্য ও অকর্ম্মণ্য করিয়া দিয়া গেল। তোমরা তিন দিনের অকারণ যুদ্ধে কয় সহস্র সেনানী হারাইয়াছ, তাহা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

একবার ভাবিয়া দেখ। অনেক সরল ব্যক্তি কপটতা শিখিল, অনেক সৎ-প্রাণ পুরুষ-নারী দলাদলির হলাহল পান করিল। সুমধুর হরিনাম কীর্ত্তনের বীণাধ্বনি লক্ষ লক্ষ কর্ণে সঞ্জীবনী সুধা বর্ষণে অক্ষম হইল। অনেক কষ্টে তোমরা জাগিয়া উঠিয়াছিলে, এখন তো দেখিতেছি কেবল ঘুমের ছবি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৩ই পৌষ, ১৩৮৫

(২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার কার্ডখানা পাইলাম। শহরের চারি অংশে চারি দল ভক্ত চারিটি ভিন্ন ভিন্ন গৃহস্বামীর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সমগ্র পৌষমাস জুড়িয়া প্রতিদিন প্রাতে হরিওঁ-কীর্ত্তনামৃত দুয়ারে দুয়ারে পরিবেশন করিয়া যাইতেছে, এই সংবাদে পুলকিত হইয়াছি। এই চারিটি দলের মধ্যে এবং চারিটি অঞ্চলের ভিতরে সমত্ব, মমত্ব ও ঐক্যবোধ বজায় রাখিয়া

যদি কাজ করিতে পার, তবে এই এক মাসের কীর্ত্তনের ফলে তোমরা অনেক মরুভূমিকে শ্যামল-প্রান্তরে পরিণত করিতে সমর্থ হইবে। মানবমনের রূপান্তর আস্তে আস্তেই করিতে হয় এবং তাহা এইভাবেই হইয়া থাকে।

সমগ্র পৌষ-মাস জুড়িয়া তোমরা প্রতিজন যদি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে পার, তবে তাহার শুভপ্রভাব আরও দূরতর প্রসারী হইবে। কীর্ত্তন চীৎকার করিয়া করিতে হয়, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য-পালনে ব্রতধারী ব্যক্তি গোপন-পদসঞ্চারী হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্য প্রকৃত প্রেমের প্রবর্দ্ধক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৪ই পৌষ, শনিবার, ১৩৮৫

(৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের প্রথমা কন্যার শুভবিবাহ নিরাপদে সুসম্পন্ন হইয়াছে জানিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। অন্যান্য কন্যাদের শুভবিবাহ যথাকালে নিরাপদে এবং সকলের সদিচ্ছা ও

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সহানুভূতির মধ্য দিয়া সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইবে। ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হও, এবং নিশ্চিন্ত থাকিয়া যাবতীয় সৎ প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে থাক।

নবদম্পতির জীবন সুখময়, শান্তিময়, আনন্দময় ও সুদীর্ঘ হউক, এই আশীর্ব্বাদ করি।

মহতেরা যে নামজপ, নামধ্যান, নামকীর্ত্তন, নামের মহিমা-বর্ণন ও লোককে নামোপদেশ প্রদান করিবার সৎ-প্রেরণা সত্যযুগের পূর্ব্ব হইতেই দিয়া আসিতেছেন, তাহার কারণ ঈশ্বরে নির্ভরের শক্তি বর্দ্ধিত করিয়া নররূপী আত্মবিস্মৃত নারায়ণকে সুনিশ্চিতভাবে নিশ্চিন্ততায় প্রতিষ্ঠিত করার আগ্রহে। ইঁহারা সত্যদর্শী, ইঁহাদের নির্দ্দেশ পালন কর। সংসারের কাজকর্ম্ম ছাড়িতে হইবে না, সংসারের যাবতীয় কর্ত্তব্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিবার সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে নামসাধন করিয়া যাইতে হইবে। কৃষক লাঙ্গল চালাইতে চালাইতে, মটুয়া মোট বহিতে বহিতে, মাঝি নৌকা বাহিতে বাহিতে, মুচি জুতা সেলাই করিতে করিতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে নামের মাধ্যমে নামীর সঙ্গ করিবে। অবান্তর কথা বলা, উচ্ছ্বাসপূর্ণ দৌড়ঝাঁপ করা অথবা কুকার্য্য করার সঙ্গে সঙ্গে নামস্মরণ অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু অন্যান্য কাজে সঙ্গে সঙ্গে নামস্মরণ, নামের অর্থ মনন, নামীর সঙ্গাস্বাদন সামান্য

অভিনিবেশের ফলে অল্পকাল মধ্যে সুসম্ভব। এখানে অভ্যাসযোগের জয়।

পূর্ব্ববঙ্গে তোমাদের ওখানে আমার পৌষমাসে জন্মগ্রহণকে উপলক্ষ্য করিয়া তোমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান করিতেছ এবং নিজেদের পক্ষে নৈতিক আধ্যাত্মিক লাভ অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছ জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। তবে একটা বিষয়ে সাবধানে থাকিও। আমাকে অতিমানব বলিয়া প্রচার করিয়া অসাধারণ অত্যুক্তিসমূহ চতুর্দ্দিকে ছড়ান কিন্তু দোষের। আমি কর্ম্মী, অতএব কিছু কাজ করিয়াছি, ইহা সত্য, কিন্তু তার প্রসার ও গভীরতা এত অল্প যে, আমি নিজেকে প্রশংসাভাজন মনে করিতে পারি না। আমাকে জ্ঞানীও বলা হইয়া থাকে। কিন্তু আমার জ্ঞানের পরিসর এবং তাহার প্রয়োগগত সফলতা এত কম যে, নিজেকে জ্ঞানী বলিয়া পরিচয় দিতে আমি লজ্জা বোধ করি। আমাকে কেহ কেহ প্রেমিকও মনে করিয়া থাকে, এরূপ মনে করা কিছু আশ্চর্য্য নহে। কারণ, প্রেমহীন জীব নাই। যাঁহারা আমাকে প্রেমিক ভাবেন, তাঁহারা নিজেদের অন্তরের সুগভীর প্রেমবশতঃই ঐরূপ করিয়া থাকেন। তরুণ বয়স হইতেই আমি একটি সাধারণ বালক। প্রৌঢ়াতিক্রান্ত পরিপক্ক বার্দ্ধক্যেও আমি একটী সাধারণ বালক ব্যতীত আর কিছুই নহি। মানুষের প্রেম আমাকে পরিচালিত করিতেছে। ইহা আমি প্রায় সর্ব্বদা অনুভব করিয়া চমৎকৃত হইতেছি।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

জানা-অজানা কত মানুষের প্রেম ঠেলাঠেলি করিয়া আমাকে অধিকাংশ সময়ে ঈশ্বরপ্রেম-আস্বাদী করিতেছে। ইহাতে আমার নিজের কৃতিত্ব কোথায়? আমাকে পুতুল বানাইয়া তোমরা যে উৎসবাড়ম্বর করিতেছ, তাহার ফল যেন কর্ম্মময়, জ্ঞানময়, প্রেমময় হয়। এই উপলক্ষ্যে তোমাদের প্রেম জগতের সকল জীবের প্রাণকে স্পর্শ করুক। তোমাদের জ্ঞান পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানের সহিত মিত্রতা স্থাপন করুক, তোমাদের কর্ম্ম জগন্মঙ্গল কর্ম্ম হউক।

মনে রাখিও, আমরা জ্ঞানী, কর্ম্মী, প্রেমিক একাধারে সব। ঈশ্বরে নির্ভরই আমাদের একমাত্র পথ। ঐ পথেই চলা আমাদের একমাত্র কর্ম্ম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৮ই পৌষ, বুধবার, ১৩৮৫

(৩রা জানুয়ারী, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

*　　*　　*　　*　　*

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তোমরা জগন্মঙ্গল-কর্ম্মে নিয়ত রুচিমান্ রহিয়াছ শুনিয়া আমার আনন্দের অবধি নাই। জগৎকল্যাণই তোমাদের নিকট আমার একমাত্র কামনীয়। স্থূলে বা সূক্ষ্মে অন্য কোন কাম্য তোমাদের নিকটে আমার নাই। তোমরা জ্ঞানী হও জগৎকল্যাণ-কর্ম্মের জন্য। তোমরা জ্ঞনী হও জগৎকল্যাণকর্ম্মের জন্য। তোমরা মহীয়ান্ হও জগৎকল্যাণকর্ম্মের জন্য। তোমরা একক তপস্যায় রত হও জগৎকল্যাণের জন্য। তোমরা সমবেত সাধনায় ব্রতী হও জগৎকল্যাণের জন্য। জগৎকল্যাণ-কর্ম্ম ব্যতীত তোমাদের আর যেন কোন লক্ষ্য না থাকে। জগৎকল্যাণের সিদ্ধিতেই যে তোমাদেরও কল্যাণ, ইহা বিশ্বাস কর।

পৌষ মাস আমার জন্মমাস। এই মাসটা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বদিন হইতেই তোমরা নানা পুণ্যকার্য্য করিয়া থাক। সমগ্র মাস জুড়িয়া তোমরা পাঠ-কীর্ত্তন, উপাসনা, সঙ্গীত, ভাষণ প্রভৃতি দ্বারা শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে, দীন-ধনী সকলের আবাসস্থল মুখরিত করিয়া থাক। কেহ কেহ দীনজনে দয়া কর, দরিদ্রকে দান কর। কিন্তু সবার সেরা পুণ্য তাহারাই কর, যাহারা ব্রহ্মচর্য্য পালন কর। একটী ঘণ্টার ব্রহ্মচর্য্য তোমাদিগকে দশদিনের পথ আগাইয়া দেয় তাহা অনুভব করিয়াছ কি? আমি আবাল্য ব্রহ্মচর্য্য পালনের চেষ্টা করিয়াছি। প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ইহা মহাবলের গোমুখী, ইহা মহাশক্তির মূল উৎস।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

পৌষ মাসের আরও দশ বারো দিন বাকি আছে, তোমরা ইহার সদ্ব্যবহার করিও।

বিবাহিত ব্যক্তিরা যখন দাম্পত্য-ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, তখন তাহারা মহাজাতি সৃষ্টির পুণ্যপীঠিকা নির্ম্মাণ করে। এই কথা প্রাচীন ঋষিরা জানিতেন। ভারতীয় ঋষিদের কৃতিত্ব এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাঁহারা প্রাতরুত্থান হইতে নিশীত-শয়ন পর্য্যন্ত সবকিছুর মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের সংস্কারকে নিহিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তোমাদের জীবন এমন হউক, যেন তাঁহাদের সে চাওয়া মিথ্যা না হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৯শে পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৫

(৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের ওখানকার জন্মোৎসব-সভার বিস্তারিত বিবরণ শ্রীমান্—এর মুখে শুনিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু সে ফিরিয়া আসিল গুরুতর স্বাস্থ্যভঙ্গ লইয়া। পথশ্রম ইহার মুখ্য কারণ

হইতে পারে। কিন্তু সভাস্থলে তোমরা জনতা জুটাইতে পার নাই, ইহা অনুমান করিতেছি। কাজের লোকদিগকে বিদেশ হইতে নিতে হইলে অসাধারণ জনসমাবেশের চেষ্টা করা উচিত।

তোমাদের প্রেরিত পত্র হইতে আরও অবগত হইলাম যে, তোমরা স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্য হইতে দুই একজন জ্ঞানী লোককে দিয়া দুই চারি কথা বলাইতে পার নাই। ইহার দ্বারা অনুমিত হইতেছে যে, তোমরা স্থানীয় জ্ঞানী ব্যক্তিদের সহিত আন্তরিক যোগাযোগ সৃষ্টি কর না বা করিবার চেষ্টা কর না। বিনীতভাবে আহ্বান করিলে বিনম্রভাবে জ্ঞানী ব্যক্তিরা দুই-চারিটী মূল্যবান্ কথা সভাস্থলে পরিবেশন করিতেন, তাহা নিশ্চয়ই লাভজনক হইত। একটি আন্দোলন চালু করিতে হইলে, প্রথমে ভরসা করিতে হয় স্বল্পশিক্ষিত জনসাধারণের উপর। কিন্তু আন্দোলনকে বেগবৎ করিতে হইলে সুশিক্ষিত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সহযোগ অত্যাবশ্যক হয়। ইহার স্বাভাবিক ফলে যখন অশিক্ষিতেরাও আসিয়া জনারণ্য সৃষ্টি করে, তখন উহা হয় বিপ্লবের দাবাগ্নি সৃষ্টি করে, নতুবা ভৈরব-কোলাহলে পৃথিবী পূর্ণ করে। যোগ্য নেতার আবির্ভাব ঠিক সেই সময়ে হয়। তোমরা আন্দোলন শুরু করিয়াছ তিনশত বৎসরের জন্য সত্য, কিন্তু দেরী করিয়া কাজ শুরু করা সঙ্গত নহে। আমার গ্রন্থগুলি জনসাধারণের সহিত তোমাদের সংযোগের সূত্র।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

স্বল্প শিক্ষিতেরাও ইহাতে বোধগম্য বস্তু পাইবেন, ধীমান্ উচ্চ শিক্ষিতেরাও ইহাদের বক্তব্যকে নিয়া চিন্তা করিবার সময় সুযোগ পাওয়াকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান করিবেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ যুক্তির ঘায়ে আমাকে বোম্বার্ড করিতে চাহিলেও তাহার পরিণামফল উভয়তঃ লাভজনকই হইবে। সেই লাভটুকু কেবল ব্যক্তিরই লাভ নহে, সমষ্টিগতভাবে সমগ্র জাতির লাভ এবং ব্যাপকতর ভাবে বিশ্বমানবের বিশ্বসভ্যতার চিরন্তন প্রাপ্তি। কথাগুলিকে আলঙ্কারিক অত্যুক্তি বা Imagery বলিয়া ভাবিও না। ধ্রুব সত্য চিরকাল শাশ্বত সত্যই থাকে। তোমরা আমার বাক্য ও লেখাগুলির প্রতি প্রকৃতই শ্রদ্ধাশীল হও, তবেই আমার উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবে।

পত্রখানা প্রত্যেক সতীর্থকে পাঠ করিয়া শুনাও এবং সকলে মিলিয়া গবেষণায় লাগিয়া যাও যে, কি করিলে তোমাদের ক্ষণস্থায়ী চেষ্টাগুলি চিরস্থায়ী ফল প্রদান করিতে পারে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

(১০)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৯শে পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৫

(৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

নূতন নূতন বক্তা সৃষ্টি কর, নূতন নূতন গায়ক তৈরী কর, নূতন নূতন পাড়ায় অনুষ্ঠান কর, নূতন নূতন শ্রোতা সংগ্রহ কর। নূতন নূতন অনুগত সহকর্ম্মী এবং নূতন নূতন সমালোচক বাক্যবাগীশদের আবির্ভাব সম্ভব কর। এই সকল বাক্যবাগীশেরা যে সকল বিরূপ মন্তব্য করিবেন, তাহার সাহায্যে নিজেদের দোষত্রুটীগুলি আবিষ্কার কর এবং উদ্ধত না হইয়া, বিনয়নম্র চিত্তে সে সকল সমালোচনার আলোকে আত্মসংশোধনের দ্বারা আত্মোৎকর্ষ বিধান কর। যে ব্যক্তি বিরুদ্ধ বাক্য উচ্চারণ করিতেছে, সে তোমার শত্রু নহে, সে প্রকৃত-প্রস্তাবে তোমার বান্ধব। সমালোচকের বেশ ধারণ করিয়াছে মাত্র। তাহার ক্ষমতা নাই যে, সে তোমার উৎসাদন করে। তাহার সামর্থ্য নাই যে, সে তোমার মূলোৎপাটন করে। সে তোমার আসল মূলটিকে গভীরতর করিয়া দিবার জন্য আশেপাশের বিস্তারিত নিষ্প্রয়োজনীয় শিকড়গুলিকে কাটিয়া-কুটিয়া ছাটিয়া-ফাড়িয়া বৃক্ষকাণ্ডকে সরল সুদৃঢ় ও আকাশসঞ্চারী করিতে চাহে। তাহার

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অসম্বৃত উদ্ধত ভাষণ, তাহার অসম্মানকর বিরক্তিজনক মন্তব্য তোমার প্রকৃত ক্ষতি কিছুই করিতে পারিবে না। কিন্তু তোমার প্রকৃত লাভ উহার দ্বারা যাহা ঘটিবার, তদ্বিষয়ে তোমাকে অনুসন্ধান-তৎপর করিয়া দিবে। ইহা এক মস্ত লাভ। অনেক হিতৈষী বান্ধবের দ্বারাও একাজটুকু হয় না। বিরুদ্ধবাদী সমালোচকেরা যদি পৃথিবীতে না থাকিত, তাহা হইলে আজ পৃথিবীর প্রত্যেকটি লোক প্রকাশ্যেই স্বেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল এবং উন্মার্গগামী হইত। নিন্দকেরা সৎলোকদিগের সৎগুণের সিন্ধুককে তালাচাবি দিয়া আটকাইয়া রাখিয়াছে, যাহাতে সদাচারের নামে কদাচার না ঘটিতে পারে।

প্রত্যেক অখণ্ডবক্তা সদাচারী হইও, মিতাচারী হইও, হিতাহারী হইও এবং অনুগামীগণকে সৎ-পথ-প্রদর্শনের যোগ্যতাসঞ্চয়ে অশ্রান্ত-পরিশ্রমী হইও। তোমাদের শহরে আমি হয়ত হাজারখানিক নরনারীকে দীক্ষা দিয়াছি, তন্মধ্যে একশত শিশুকে বাদ দাও, বাদ দাও আনুমানিক দুইশত রুগ্ন-রুগ্না, বাদ দাও আর্থিক কারণে শক্তিহীন শক্তিহীনা চারিশত জনকে। থাকিয়া গেল তিনশতজন। এই তিনশত নিজ নিজ সাধ্যমতন চরিত্রগঠন-আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান কর বেং কায়মনোবাক্যে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য নবমানবজাতি সৃষ্টির কাজে লাগিয়া যাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

(১১)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৯শে পৌষ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ডাক-পার্শেলে প্রেরিত তোমাদের নববস্ত্রাদি পাইয়াছি। আমার সারা বৎসরে তিনখানা বস্ত্র এবং ছয়খানা গেঞ্জী লাগে। একখানা বস্ত্রকে দুইখানা করিয়া পরি বলিয়া তিনখানাতেই ছয়খানার কাজ হইয়া যায়। গেঞ্জী আরও কম হইলেও চলিত, কিন্তু ঘর্ম্মাদি-প্রযুক্ত দ্রুত অপরিচ্ছন্ন হয় বলিয়া ছয়খানা লাগে। এত অল্প দিয়া আমার প্রয়োজন নিঃশেষ হয়। এমতাবস্থায় তোমরা যদি দিস্তায় দিস্তায় বস্ত্র, প্রাবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রেরণ কর, তাহা হইলে আমাকে প্রমাদ গণিতে হয়। কেহ কিছু দিলে আদর করিয়া গ্রহণ করি বটে, কেহ কিছু না দিলে আমার কিছু ক্ষোভ নাই। এমতাবস্থায় তোমরা পাদুকা, গেঞ্জী, বস্ত্র ও প্রাবরণ প্রভৃতির টাকায় জনহিতকর অন্য কার্য্য সম্পাদন করিলে আমি তো বেশী খুশী হইতাম। যেখানে তোমরা যেভাবে যাহার হিত সম্পাদন কর, উহা আমাতেই পৌঁছে, হিন্দু-অহিন্দুর বিচার করিও না,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

খণ্ড-অখণ্ডের হিসাব লইও না। সাধারণ সম্ভাবনাময় মানুষ মাত্রকেই উচ্চতর সম্ভাবনায় পৌঁছাইয়া দিবার জন্য তোমরা, কায়িক, বাচিক, মানসিক, আত্মিক, আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক সর্ব্ববিধ সেবা ব্যক্তি-মাত্রকেই দিবার চেষ্টা করিবে। আমি ইহাই চাহি। সারা জীবন কৃচ্ছ্রে কাটাইয়াছি বলিয়াই আজ প্রাচুর্য্য আমার বুদ্ধিকে বিকল করিতে পারে না। আমার সবকিছু বিশ্ববাসী সকলের জন্য বিলাইয়া দিবার উপায়ই আমি খুঁজিতেছি। আমার হাতে এবং তোমাদের সকলের হাতে একসঙ্গে এই বিতরণকার্য্য অচিরেই শুরু হইয়া যাউক। ইহাই আমার কামনীয় এবং করণীয়। তবে, মহৎ কিছু করিতে হইলে সকলের ভিতরেই সর্ব্বাগ্রে ভাব-সংক্রমণের প্রয়োজন অত্যধিক। একটা ভাব অন্তরের ভিতরে দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে উত্তমরূপে পরিপাকপ্রাপ্ত না হইলে তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কর্ম্মরূপে বিকাশলাভ করে না। হয়ত ন্যুব্জপৃষ্ঠ হইয়া বাহির হয়, নতুবা সে খোঁড়া হাতে, খোঁড়া পায়ে হামাগুড়ি দিবার চেষ্টা করে।

চিন্তাশীল ব্যক্তি সহসা লোকপ্রতিষ্ঠা পাইয়া গেলে কখনও কখনও তাহার পাকস্থলীতে অজীর্ণরোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ রোগীর থুৎকার, বমন, উদ্গার, মলমূত্র-নিঃসারণ প্রভৃতি যাবতীয় পরিণতি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া

থাকে। সুতরাং মহাভাব ধারণ কর। জারণ-ক্রিয়ার দ্বারা হজম কর। তারপরে নির্ব্বিচারে, নির্ব্বিঘ্নে, নিশ্চিন্তে ও নির্দ্বিধায় কর্ম্ম-সমুদ্রের তুঙ্গতম তরঙ্গসমূহকে স্পর্দ্ধা জানাইয়া মৃত্যুসঙ্কট ঝম্প প্রদান কর। কাজই হইবে, অকাজ হইবে না। কারণ, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। কখনও আমি মানুষ, কখনও আমি অতিমানব। যখন আমি তোমাদিগকে উপদেশ মাত্র দেই, তখন আমি একটি সাধারণ মানুষ। যখন আমি তোমাদিগকে কর্ম্মসঙ্গ প্রদান করি, তোমাদের সঙ্গী হই, সাথী হই, সহায় হই, তখন আমি তোমাদের সহিত অভিন্ন পরমসত্তা, অর্থাৎ দেবমানব বা মহামানব। তখন আমি কেবল লৌকিক নহি, অলৌকিকও। যোগাভাবে প্রস্তুত হইয়া কাজে নামিয়া পরখ কর যে, এই উক্তি সত্য কিনা। মিথ্যা হইলে অবহেলে আমাকে পরিত্যাগ করিও, সত্য হইলে আমাকে পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা তোমার শত শতাব্দীতেও সম্ভব হইবে না। তখন তুমি একাই আমাকে মানিবে না, তোমার চৌদ্দপুরুষ আমাকে মানিতে বাধ্য হইবে। তোমার অতীতের সাতটী প্রজন্ম এবং ভবিষ্যতেরও সাতটী প্রজন্ম আমাময় হইবে।

আমি নিজেকে বহুরূপে দেখিতে চাহি। সেই বহুরূপ তোমরা। সংগঠন কাজ তোমাদের জেলায় এতদিন করিয়া আসিতেছিলে। আমি যতটুকু বুঝি, সে কাজ ভালই চলিয়াছিল।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

মতভেদ ও আত্মাভিমান মধ্যপথে আসিয়া রুখিয়া না দাঁড়াইলে কাজ থামিতে পারিত না। মহিলারা মহিলাদের মধ্যে কাজ করিতেছিলেন, সাধনানুরাগীরা অপরের ভিতরে এই অনুরাগ অনুশীলন-পথে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে চাহিতেছিল, নবীন কর্ম্মী ও কর্ম্মিণীরাা আত্মশক্তিতে প্রবুদ্ধ হইয়া নিত্যনূতন শুভানুষ্ঠানে অকপট চিত্তে যোগদান করিয়া নিজেদের ওজন বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল। দীক্ষাগ্রহণকালে যাহারা শ্রীশ্রীউপাসনা-প্রণালী পাইয়াছিল কিন্তু পড়ে পাই, তাহারা উপাসনাপ্রণালী বহিখানা পড়িয়া তাহার অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল, এমন একটা শুভ অবসরে তোমাদের জেলার কাজকর্ম্মে কমা নহে, সেমিকোলন নহে, কোলনড্যাস নহে, একেবারে পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়া গেল, ইহা আশ্চর্য্য ব্যাপার। ত্রিপুরায় অনেক ঝড় গিয়াছে। কাছাড় অনেক ঝাপটা সহিতেছে, কিন্তু এমন ঘটনাটি ঘটিতে দেয় নাই। আজ ত্রিপুরা স্বস্থ। কাছাড় অস্বস্থ হইলেও কর্ম্মপরায়ণ। একদা কর্ম্মের গৌরবে কাছাড়ের অস্বস্থতা দূর হইবে, কিন্তু তোমরা ইহা কি কর্ম্ম করিলে? চালু মেইল ট্রেইণকে হঠাৎ শিকল টানিয়া থামাইয়া দিলে কেন? গার্ডে আর ইঞ্জিন ড্রাইভারে বনিবনার অভাব থাকিলেও দ্রুতগামী ট্রেইণে এইরূপ ঘটনা ঘটা বিপর্য্যয়কর। নিশ্চয়ই তোমরা ভুল করিয়াছ। দ্রুত ভুল সংশোধন কর। কাজের লোককে কাজ

করিতে না দেওয়া অপরাধ। অকেজো লোককে কাজ করিতে ভার দেওয়া মারাত্মক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১২)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৯শে পৌষ, ১৩৮৫

(৪ঠা জানুয়ারী ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অনেকদিন তোমার পত্র পাই না। সুতরাং তোমার পত্র পাইয়া কি যে সুখী হইয়াছি, বলিবার নহে। কিন্তু যে খবর তুমি দিয়াছ, তাহা বেদনাদায়ক। পূর্ব্ববঙ্গের একই বাড়ীতে দুই হিস্সায় দুইটী মণ্ডলী আড়াআড়ি এবং বাড়াবাড়ি করিতেছে, এ সংবাদ শুভ নহে। উভয় পক্ষের মনের অমিলন, একটা মানুষের ছবির পূজা করিবে, কি না করিবে, তাহা লইয়া, ইহাতেই আমার উদ্বেগ আরও বেশী। কারণ, মানুষটি আমি নিজে। আমি ব্রাহ্মসমাজে জীবনে একদিন মাত্র গিয়াছিলাম তাহাদের প্রার্থনা দেখিতে। আমি বাহিরের বারান্দায় জুতা রাখিয়া ভিতরে চেয়ারে বসিলাম কিন্তু অন্যান্য ভক্তসজ্জনেরা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

পাদুকা-পায়ে বসিয়াই নিমীলিত নেত্রে ঈশ্বর-ভজন করিতেছেন দেখিয়া মনটায় একটা আপত্তির ভাব লক্ষ্য করিলাম এবং স্থানত্যাগ করিতে প্ররোচিত হইলাম। ইহার পরে আর ব্রাহ্মসমাজে যাই নাই। সুতরাং আমি আমার মতামত ব্রাহ্মসমাজ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি বলিয়া মনে করিলে নির্ভেজাল মিথ্যাভাষণ হইবে। আমি মানুষমাত্রকেই শ্রদ্ধা করি, মানুষ-বিশেষকে নহে। সুতরাং আমি মানুষের কাছে পূজা চাহিব, ইহা কল্পনাতীত ব্যাপার।

সমবেত উপাসনাকালে তোমাদের সঙ্গে আমারও একটি আসন থাকে। হয় আসনটি সকল সারির আগে হইবে, নয় আসনটি সকল সারির পিছনে হইবে। সমবেত উপাসনাকালে আমি তোমাদের সহিত সমসাধক। সমসাধকরূপেই আমি তোমাদের অধিকতর উপকার করিতে পারিব। তোমাদের পূজা দেববিগ্রহরূপে নহে।

সুতরাং সেখানে আমার মূর্ত্তি ওঙ্কার বিগ্রহের সহিত একত্র রাখা ভুল। আমি নিজে একই সময়ে তোমাদের পূজ্য বিগ্রহ এবং তোমাদের সমসাধক হইতে পারি না।

কিন্তু এদেশের ধাত এই যে, রেলরাস্তা হইতে একটা পাথরের নুড়ি হইলেও যোগাড় করিয়া তাহাকে পূজ্যবিগ্রহ-রূপে পূজা করিতে হইবে। আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন এই ভুল আমিও হয়ত কতবার করিয়াছি। যেদিন কিছু বুঝিলাম, ভ্রম

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কিছু দূর হইল। তাহার পর হইতে এরূপ কাজ আমি আর কখনও করি নাই। আমার বাল্যজীবনের ইতিহাসে এমন অনেক বিচিত্র ঘটনা আছে, যাহা আজ আর প্রকাশ করিতে চাহি না। আমাকে কেহ ম্লেচ্ছ বলিয়াছে ও কেহ কালাপাহাড় বলিয়াছে, কেহ বেদবেদান্তনিষ্ঠ সিদ্ধপুরুষ বলিয়াছে, কেহ ভণ্ড বলিয়াছে, কেহ পাগল বলিয়াছে। আমি অনুভব করিয়াছি, আমিই ব্রহ্ম, আমি ওঙ্কার, আমিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী পরমেশ্বর। স্পষ্ট ইহা অনুভব করিলেও আমি মুখ ফুটিয়া কখনও বলি নাই যে, আমাকে পূজা কর। ওঙ্কারকে পূজা করিলেই আমার পূজা হয়, আমার পৃথক্ পূজার আর প্রয়োজন পড়ে না। ওঙ্কারকে বসাইলেই আমাকে বসান হয়। তাই সবাইকে বলিয়াছি, 'ওমেকং শরণং ব্রজ।' তাই, আমার জন্মোৎসব উপলক্ষ্যেও কোথাও ওঙ্কার-বিগ্রহের পাশাপাশি আমার প্রতিচিত্র রাখা বিহিতও নহে, বিধেয়ও নহে। তোমার প্রাণ যদি একান্তই না মানে, তাহা হইলে উৎসবাঙ্গনের যেকোন স্থানে আলাদা করিয়া একটা প্রতিচিত্র রাখিলে রাখিতে পার।

প্রশ্ন হইতেছে, গ্রাম্য অবলা সরলা বালিকাদের জন্য। প্রশ্ন হইতেছে, পল্লীবাসী বা নিভৃত-নিবাসী সরল-স্বভাব অশিক্ষিত লোকদের জন্য। তাহারা নিজের ঘরে প্রণব-বিগ্রহের সাথে হয়ত শ্রীগুরুবিগ্রহ বসাইয়া দেয়। ইহা নিয়া টানাটানি করিও

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

না। ইহারা যে স্তরে আছে, তাহাতে এই ত্রুটীটুকু মার্জ্জনীয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৩)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২০শে পৌষ, শুক্রবার, ১৩৮৫
(৫ই জানুয়ারী, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়া সুখী হইয়াছি। পিতা দীক্ষিত, মাতা দীক্ষিতা, তাহা আবার আমারই নিকটে, এমতাবস্থায় তুমিই কেবল দীক্ষিতা হইতে পারিলে না বলিয়া মনের ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছ। ক্ষোভের কোনও প্রয়োজন নাই। আমি সহজ উপায় বলিয়া দিতেছি। স্নান করিয়া উঠিয়া শুদ্ধ বস্ত্রাদি পরিধান করতঃ কৃজাঞ্জলিপুটে আমার ফটোর সম্মুখে দাঁড়াইও এবং গললগ্নীকৃতবাসে আমার ফটোর দিকে তাকাইয়া প্রতিজ্ঞা করিও,—"হে গুরু, আমি তোমার নিকট দীক্ষিত হইতেছি, তোমার প্রচারিত "ওঁ" এই মহামন্ত্র জপিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতেছি, আমাকে তোমার শিষ্যত্বে গ্রহণ কর, তুমি আমাকে

আশীর্ব্বাদ কর।" তারপরে আমার উদ্দেশ্যে একটি প্রণাম করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যাও। ইহাতেই তুমি আমার শিষ্য হইবে। ইহাতেই আমি তোমার জন্ম-মরণের সকল ভার গ্রহণ করিব। ইহাতেই আমি তোমার কোটি জনমের মঙ্গলসাধক হইব। বাহিরের লোক ডাকিয়া আনিয়া হৈ-হট্টগোল করিয়া একাজটি করিও না। একাজটি হাটে-বাজারে মাঠে ঘাটে কোলাহল করিয়া করিবার নহে। ইহার পরে যখন চাক্ষুষ সাক্ষাৎ হইবে, তখন আমার জড়দেহে ওষ্ঠোচ্চারিতভাবে মন্ত্রটী আর একবার শুনিয়া নিলেই হইবে। আর এই জড়দেহের যদি পতন হইয়া যায়, হইলই বা। আমি তো তোমাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছিই, তোমার ভয় কোথায়?

আমার ইচ্ছা এই যে, একটা বংশে একবার ওঙ্কার ঢুকিলে যেন তাঁহার সাধনা বংশানুক্রমিকভাবে কমপক্ষে তিনশত বৎসর চলে। কেননা, ইহার ফলে নবমানবজাতি বা দেবজাতি জন্মগ্রহণ করিবে। এই কথাটী আর কেহ হয়ত চিন্তা করেন নাই, কিন্তু আমি করিয়াছি। আমার যাবতীয় চিন্তা, বাক্য, চেষ্টা ও কর্ম্ম একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই নিয়ত খরধারে বহিতেছে। আমি অনন্যচিন্ত হইয়া, অনন্যবাক্ হইয়া, অনন্যকর্ম্মা হইয়া এই একটিমাত্র নিরবসর কর্ম্মে আত্মনিয়োজিত রহিয়াছি। কোনও লোভ, কোনও লালসা, কোনও তৃষ্ণা, কোনও দোহদ আমাকে আকৃষ্ট করিতে পারিতেছে না। তোমরা তাহার তাৎপর্য্য বুঝিয়া

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তবে আমার শিষ্য হও। প্রকৃত প্রস্তাবে আমি শিষ্য চাহি না, সাধক চাহি।

তোমার প্রেরিত বস্ত্রখানা পরিয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। কিন্তু তোমাদের নিকট অন্ন, বস্ত্র, ধন, রত্ন, তৈজস-পত্র, সম্পদরাশি বা জয়ধ্বনি, ইহাদের কিছুই আমি চাহি না। আমি চাহি, তোমরা ও আমি যেন সকলে মিলিয়া একটী অখণ্ড-অস্তিত্বে পরিণত হইয়া যাইতে পারি এবং সকলের সর্ব্বশক্তি লইয়া কোটি বিশ্বের সর্ব্বপ্রাণীর সর্ব্বপ্রকার অভাব দূর করিয়া দিতে পারি। নিজেদের সুখের জন্য বা তৃপ্তির উদ্দেশ্যে আমাদের যেন কোনও প্রকার প্রয়োজন-বোধের অস্তিত্বই না থাকে। আমি বিশ্বময় হইলে তবে তো বিশ্ব আমাময় হইবে! বিশ্ব আমাময় হইলে বিশ্বের সকল ব্যথা-বেদনা আমি বুঝিতে পারিব। দীন-দুঃখীর দারিদ্র্যে এবং ক্ষুধার্ত্তের জঠর জ্বালায় তবে তো আমি ভাগ নিতে পারিব? আমার অস্তিত্ব কোটি বিশ্বের একটী প্রাণীকে বাদ দিয়াও কখনও সার্থক হইতে পারে না।

শিক্ষার্জ্জন তোমার বুদ্ধির প্রাখর্য্য বাড়াইয়াছে। সেই প্রাখর্য্যকে জ্ঞানের বলে স্থায়ী কর। সেই জ্ঞানকে সাধনের বলে নিষ্কলুষ রাখ। সেই নিষ্কলুষতাকে শরীরের প্রতি অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্ষণভঙ্গুর দেহটাকে নিত্য-অক্ষয় পুণ্য-পীঠস্থানে, তীর্থভূমিতে রূপান্তরিত কর। কারণ, ভবিষ্যতের দেবমানবের

জন্ম তীর্থপীঠেই হইবে, আস্তাকুড়ে নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২০শে পৌষ, ১৩৮৫

(৫ই জানুয়ারী ১৯৭৯)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি যেভাবে দীক্ষা নিয়াছ, তাহা তোমার পক্ষে উত্তম হইয়াছে। গুরুতর অস্বাস্থ্য, অভাবনীয় দূরত্ব, রাষ্ট্রীয় বাধা, প্রভৃতি নানা সঙ্কটকালে এভাবে আমার প্রতিচিত্রের সমক্ষে শপথ-উচ্চারণ দ্বারা ওঙ্কারমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ আমি অনুমোদন করি। যেখানে দূরত্ব বা বাধা ইচ্ছা করিলে অতিক্রম করা যায়, সেস্থলে এইরূপ দীক্ষা অনুমোদিত নহে। যেমন গোমো, বোলপুর বা কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থান। বোলপুরে অনুরূপ চেষ্টা হইয়াছিল, আমি নিষেধ করিয়াছি। গোমো হইতে অদ্য অনুমতি নিতে আসিয়াছিল, আমি অনুমোদন করি নাই। তোমার পক্ষে রাষ্ট্রীয় বাধা অতিক্রম করিয়া আসা কঠিন ছিল, তুমি বেশ করিয়াছ।

ওঙ্কার আমারই নাম। আমি "ওঁ" মন্ত্র হইতে ভিন্ন নহি। ওঙ্কার তোমারও নাম। তুমি ওঁ মন্ত্র হইতে ভিন্ন নহ। সাধন

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

করিতে করিতে এই তত্ত্ব বুঝিবে। নামে লাগিয়া থাক। একদিন প্রেম-সাগর উথলিয়া উঠিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২০শে পৌষ, ১৩৮৫
(৫ই জানুয়ারী ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েসু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমার জন্মোৎসবকে অবলম্বন করিয়া তোমরা আমার মহিমা, অলৌকিকত্ব বা ঈশ্বরত্ব প্রচার করিতে কদাচ প্রলুব্ধ হইও না। আমার সাধারণ, স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে যদি কিছু অনুকরণীয় থাকে, তবে, তাহাকে নিজ নিজ জীবনমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার আকুল আবেগময়তাকে জন্মোৎসবের উপজীব্য করিও। আমি অসাম্প্রদায়িক, সুতরাং সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোককে ডাকিও। আমি সাধারণ মানুষ, সুতরাং সাধারণ মানুষকে দরদের সহিত সমাদর করিও। আমি দীন-দরিদ্র, সমাজে পশ্চাদ্‌বর্ত্তী, অনাদৃত জনসাধারণের জন্য বেশী ব্যাকুল হই, সুতরাং তাহাদিগকে বুঝিতে দিও যে, আমিই তাহাদিগকে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ডাকিতেছি, আমারই বক্ষভরা স্নেহের কোমলস্পর্শ দান করিবার জন্য। ছোটলোক বলিয়া যাহাদিগকে সমাজের লোক স্পর্শ করে না, নিভৃত-নিকেতনে আমি তাহাদের প্রতি কি ব্যবহার করি, তাহা পরীক্ষার জন্য কুচক্রী ষড়যন্ত্রকারীরা অনেকবার জাল ফেলিয়াছে, তাহারা সফল হয় নাই। ছোট বড় সব জাতই আমার নিকটে সমান। সকলকে আমি সমান সম্মান করি। তোমরাও তাহাই করিও। তবেই হইবে আমার জন্মোৎসব।

পুনরায় একটী মহিলা আমার প্রতিচিত্রের সম্মুখে শপথ-দীক্ষা গ্রহণ করিল। ইহা এক বিচিত্র ব্যাপার। এই দীক্ষাকে আমি প্রত্যক্ষ দীক্ষার সম্মান দান করিতেছি। কিন্তু ইহার নির্ব্বিচার প্রচলন তোমাদের সাংঘিক ঐক্যের দিক্ দিয়া ভবিষ্যতে ক্ষতিকর হইবে কিনা, সেই বিষয়টা ভাবিবার প্রয়োজন আছে।

এমন কি হইতে পারে না যে, একদা একদল অভিসন্ধি-পরায়ণ শপথ-দীক্ষা গ্রহণকারী আমাদের সংঘের সাত্ত্বিক একতাকে বিভ্রষ্ট, বিপর্য্যস্ত ও বিপন্ন করিবার জন্য ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া নিজেদের শিষ্যত্ব ঘোষণা করিবে? তেমন হইলে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বিপজ্জনক। শপথ-দীক্ষা যদি ব্যাপক ভাবে অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে ঘরের কোণের দুর্ব্বৃত্তেরাও শপথ-দীক্ষার নামাবলী গায়ে দিতে পারে। আমি যখন নূতন

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

জিনিস নিয়া নামিয়াছি, নূতন সাহস নিয়া কাজ করিতেছি এবং সত্য সত্যই নূতন কিছু করিতেছি, তখন আমি না চাহিলেও লক্ষ লক্ষ নূতন শিষ্য হইবেই হইবে। কেহ হইবে মন্ত্র-শিষ্য, কেহ হইবে ভাবশিষ্য, কেহ হইবে কুশিষ্য। নোনাজলের বানের মধ্য হইতে প্লবমান সরোবরের মিঠা জলটুকুকে চিনিব কি করিয়া? আমি যদি গলদা চিংড়ির বাচ্চা হইতাম, তাহা হইলে নোনা জল আর মিঠা জলের পার্থক্য ধরিতে পারিতাম, কিন্তু আমি ত' তাহা নহি বাবা।

অতি দূরত্বহেতু, পথ-দুর্গমতাহেতু, রাষ্ট্র-সংকটহেতু, গুরুতর অসুস্থতা হেতু, অথবা অন্য কোন অতি গুরুতর কারণে যাহারা দীক্ষা নিতে কাছে আসিতে পারিল না, তাহাদিগের জন্যই শপথ-দীক্ষা। তোমরা পাত্রাপাত্র বিচার ছাড়িয়া দিয়া যাহাকে তাহাকে এই দীক্ষায় উৎসাহিত করিও না।

গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীর সংখ্যা-বৃদ্ধি তোমাদের লক্ষ্য হইবে না, তোমাদের লক্ষ্য হইবে জগতের নিঃশ্রেয়স কল্যাণ। সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি তোমাদের লক্ষ্য নহে, মানবজাতির সামগ্রিক শ্রীবৃদ্ধিই তোমাদের প্রকৃত লক্ষ্য। একদা আমি এই পৃথিবীর বুক হইতে মুছিয়া যাইব। আমি অমর হইতে চাহি না। কিন্তু পৃথিবীর বুক হইতে মানবজাতির কল্যাণৈষণা যেন কদাচ বিলুপ্ত না হয়। একদা মানুষ মানুষকে চিনিত না, কিন্তু আজ

চিনিতে শুরু করিয়াছে। এই চেনার বিশেষত্ব এই যে, অধিকাংশ চেনাচেনিই লাভলোভ-বশাৎ অধিকাংশ জানাজানিই কামক্রোধ-বশাৎ, অধিকাংশ মৈত্রীই এবং কূটুম্বিতাই প্রচ্ছন্ন পরস্বাপহরণ-বুদ্ধি-বশাৎ। সেই চেনাচিনিকে, সেই জানাজানিকে, সাত্ত্বিক প্রেম-বশাৎ রূপে নবোদ্‌ঘাটিত করিতে হইবে। জ্ঞানের জ্যোতি, অজ্ঞানের অবগুণ্ঠন পরিয়া আত্মাবমাননা করিতেছে। আমার জন্মোৎসবকে সেই অবগুণ্ঠনের উন্মোচন-হেতু বা উত্তরণ-সেতু কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২১শে পৌষ, শনিবার, ১৩৮৫

(৬ই জানুয়ারী ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

মতিলালের সহিত প্রেরিত তোমাদের শ্রদ্ধাভিষিক্ত সমস্ত বস্তুগুলি পাইয়াছি। অত দূর হইতে আমাকে পাঠাইবার চাইতে আমাকে কিছু দিবার সহজতর উপায় তোমাদের হাতের কাছে আছে। বিপন্ন, নিরন্ন, দরিদ্র, অসহায়, ক্ষুধার্ত্ত, শীতার্ত্ত, দুঃখার্ত্ত

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

যাহাকে ঘরের কাছে দেখিতে পাইবে, তাহাকেই বিশ্বপ্রভুর প্রতিভূ জানিয়া বিনয়-নম্র চিত্তে সেবা করিলে আমাকেই সেবা করা হয়। পৃথিবীর সবগুলি লোক যদি নিজ নিজ প্রতিবেশীর দুঃখ বুঝিয়া তাহা বিদূরণে চেষ্টিত হয়, তাহা হইলে বিনা বিপ্লবে পৃথিবীতে সাম্যবাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। দয়াধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, প্রেমধর্ম্ম সবই একই ধর্ম্ম। জগৎ-কল্যাণকর্ম্মের চিন্তায় তোমরা প্রত্যেকে আবিষ্ট হও এবং সকলকে আবেশিত কর। দীক্ষা-দানের দিন এই কথাটিই প্রথম শুনিয়াছিলে। আমৃত্যু এই কথাটির অনুশীলন করিতে হইবে। দীক্ষাদানের মধ্যে এমন একটী সুন্দর সৎসংকল্প গুঁজিয়া দেওয়ার কাজ আমিই হয়ত সর্ব্বপ্রথম স্পষ্টতঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। কিন্তু অনাদিকাল হইতে প্রাচীন ঋষিরা ইহাই চাহিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাদের সেই অস্ফুট অভিপ্রায়কে তোমরা তোমাদের সমগ্র জীবনব্যাপী তপস্যার দ্বারা পূর্ণ করিতে সমর্থ হও, ইহাই আমি চাই। আমরা ঋষি-মহর্ষিদের সন্তান। চোর, ডাকাত, দস্যু, বাটপাড় প্রভৃতির দ্বারা আমাদের বংশপ্রতিষ্ঠা ঘটে নাই। এই জন্যই আমরা কোনও না কোনও ঋষি বা মহর্ষির নামে গোত্র-পরিচয় দিয়া থাকি।

অপর জাতিকে হেয় করিবার জন্য গোত্র-পরিচয়-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। অতীত তপস্যার কীর্ত্তিকে স্মৃতি-মন্দিরে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

জাগরূক রাখিবার প্রয়োজনেই গোত্র-পরিচয়-প্রথাটির সৃষ্টি হইয়াছিল। গোত্রাধিপতি মহান্ ঋষিরা ইহাই কামনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বংশে তাঁহার চাইতে মহত্তর মানুষের যেন আবির্ভাব ঘটে, তাঁহাদের সেই কামনাটা তোমাদের জন্য আমিও করিতেছি।

তোমার পুত্রকন্যারা বিনীত ও অনুদ্ধত, তুমি কি তাহাদের মনকে তোমার আরব্ধ তপস্যার প্রতি আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে না? তুমি কি চাহিবে না যে, তাহাদের পুত্রকন্যারাও ঐ একই তপোমন্ত্র, তপস্তন্ত্র, তপঃপ্রণালী গ্রহণ করুক? আজ কুলগুরু-প্রথাটা নাই। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্যটা ত' ইহাই ছিল। গতকাল খড়গপুরের একটী মহিলা দুঃখ করিলেন যে, তাহার পুত্রকন্যারা কৃতবিদ্য হওয়া সত্ত্বেও পিতামাতার গৃহীত সৎপন্থায় পা বাড়াইল না। আমি বলিলাম,— ডাকিয়া খুঁজিয়া বা প্রভাব বিস্তার করিয়া কাহাকেও আমি দীক্ষার ঘরে টানি না। ইহা আমার সন্নীতি, ইহা আমার সৎস্বভাব, ইহা আমার সদাচার। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

(১৭)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২১শে পৌষ, ১৩৮৫
(৬ই জানুয়ারী, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি আমার প্রতিচিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মনের কথা জানাইয়া থাক, ইহা ভাল কথা। এরূপ ভাবে কথিত কথা আমি অনেক সময় এখানে বসিয়া শুনিতে পাই। সুতরাং তোমার আবেদন সকল সময়েই অরণ্যে-রোদন হয় না।

মামলা-মোকদ্দমা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা কর। সুবিচারের আশাতেই লোক আদালতে যায়। কিন্তু সেখানে এত মিথ্যা, এত ধাপ্পা, এত প্রবঞ্চনায় পড়িতে হয় যে, সুস্থ সবল ভাল মানুষটীও দিশাহারা হইয়া পড়ে, প্রতিপক্ষের সহিত সম্মানজনক আপোষ ব্যবস্থার রাস্তা থাকিলে আদালতের হাঙ্গামা পোহানো উচিত নহে। আশীর্ব্বাদ করি, পরিস্থিতি অনুকূল হউক, এবং বিভ্রাট হইতে বাঁচিয়া যাও।

পুত্র, কন্যা, ধন-দৌলত, বিষয়-সম্পত্তি লইয়া ভগবানের কাছে প্রার্থনা নিরর্থক। তাঁহার উপর নির্ভর রাখ, বিশ্বাস রাখ। যখন যাহা প্রয়োজন, তখন তিনি তাহা প্রদান করিবেন।

কামনাহীন মনে তাঁহার নামে লগ্ন হও। ইহা অপার শান্তির পথ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২১শে পৌষ, ১৩৮৫
(৬ই জানুয়ারী, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার 27.12.78-তারিখের পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তোমরা চার পাঁচটী গ্রাম ও শহর লইয়া উৎসব করিয়াছ। একবার যেখানে যাইবে, কিছু কাল পরে পরে পুনরায় সেখানে যাইবার চেষ্টা করিলে ফল স্থায়ী হইয়া থাকে। আমি তো পূর্ব্ববঙ্গে কয়েকটা গ্রামে ছোট ছোট কর্ম্মসূচী লইয়া চারি পাঁচবার পর্য্যন্ত গিয়াছি। ইহার ফল শুভ হইয়াছে। গ্রামবাসীরা যদি উৎপীড়নবোধ না করে, তাহা হইলে একটা গ্রামে কিছুদিন পরে পরে দশবার যাইতেই বা আপত্তির কারণ কি? যাইবে তো সদুদ্দেশ্যে এবং সৎপ্রেরণায়, চাঁদা আদায়ের জন্য তো নহে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

জেলার একটী প্রধান শহরে তোমরা আপাততঃ কাজ করিতে পারিতেছ না বলিয়া অন্তরে হতাশ হইও না। একদা যাহারা বিরুদ্ধে থাকে, পরবর্ত্তী কালে তাহারা অনুকূলও হয়। এইরূপ দৃষ্টান্ত শত শত আছে। ভবিষ্যতে ভালটাই যে হইবে, এই ধারণা অন্তরে রাখিয়া আনন্দিত মনে, আশান্বিত হৃদয়ে, অকুতোভয় প্রাণে কাজ করিয়া যাইতে থাক। সৎকাজের সৎফল আছেই। কোন কোন গাছে ফল একটু দেরীতে হয়, এইটুকু পার্থক্য। সুতরাং সহিষ্ণুতা প্রয়োজন।

কোন কোন লোক থাকে, যাহারা নিজেদের খুশী মতন কাজ না হইলে রাগে ফাটিয়া পড়ে। তাহাদের সহিত দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইও না। নূতন নূতন গুরুভাই, যাহাদের সহিত পরিচয় ঘটিবে, সাত্ত্বিক উপায়ে তাহাদের সহিত কুটুম্বিতাকে দিনের পর দিন প্রগাঢ়তর করিবার চেষ্টা করিবে। রাস্তার উপরে গুরুভাই দেখিলে, আর না চেনার ভাণ করিয়া পথ কাটিয়া চলিয়া গেলে, ইহা ভাল নহে। গুরুভাইকে আপন ভাই বলিয়া জানা চাই। তাহাদের জন্য আর্থিক ত্যাগ-স্বীকার করিতে না পার, দোষ নাই। কায়িক শ্রম, মধুর ব্যবহার করিতে দোষ কি?

একজন দরিদ্রকে আর একজন দরিদ্র সাহায্য করিতে পারে না। কিন্তু দশজন দরিদ্র মিলিত হইয়া একজন দরিদ্রকে সাহায্য করিতে পারে। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা যত বাড়িতেছে, দারিদ্র্য-সমস্যা তত তীব্রতর হইতেছে। ততই

মানুষকে সাহায্য করিবার ক্ষমতা মানুষের কমিয়া যাইতেছে। তৎসত্ত্বেও দরিদ্রেরা সংঘবদ্ধ হইয়া দুই একজন দরিদ্রের সাহায্য করিতে পারে। তোমরাও দরিদ্রকে সাহায্য করিবার এই নীতি গ্রহণ করিও।

এক গুরুভাইকে দারিদ্র্য হইতে মুক্ত রাখিবার চেষ্টা অপর গুরুভাইয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রচারাদি কার্য্যে দলবল লইয়া বাহির হইবার সময়ে এই কথাটা আংশিক হইলেও মনে রাখিও। দারিদ্র্য-সমস্যা বর্ত্তমানে সাধারণ ধর্ম্মকর্ম্মেও বিঘ্ন ঘটাইতেছে। কিন্তু কাহারও পাপার্জ্জিত অর্থ ধর্ম্মকার্য্যে নিয়োগ করিও না।

তোমরা কাজ করিয়া যাইতে থাক। আমার শরীর সবল হইলে তোমাদের মধ্যে গিয়া হাজির হইব। এই বাসনা আমারও অতি প্রবল জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২১শে পৌষ, ১৩৮৫

(৬ই জানুয়ারী, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কল্যাণীয়া সাধনার নামীয় তোমার পত্র পাইলাম। সাধনা এখন কলিকাতায় নাই। সুতরাং জবাব আমি দিতেছি।

তোমার সহধর্ম্মিণীর বার্ষিক ক্রিয়া সুন্দর ভাবে করিয়াছ জানিয়া প্রীত হইয়াছি। মা বেলারাণী তাহার ভক্তির বলে আমার বিশেষ প্রীতিপাত্র হইয়াছিল। যদিও জীবনে আমি তাহাকে দুই একখানার বেশী পত্র লিখি নাই। তথাপি সে আমার আন্তরিক স্নেহ সর্ব্বসময়েই অনুভব করিত। সে ভক্তির গুণে মহীয়সী হইয়াছিল। দীর্ঘদিন বাঁচিলে তাহার ভক্তির প্রভাব অসংখ্য মানুষের উপরে পড়িতে পারিত। পূর্ণ বিশ্বাস এবং অগাধ-ভক্তি মানুষকে শক্তি-সঞ্চারণক্ষম মহত্ত্ব দেয়।

সদনুষ্ঠান বারংবার কর। ঘরে কর, বাহিরে কর, ছোট ভাবে কর, বড় ভাবে কর। কিন্তু নির্ভুল রূপে কেবল সম্পাদনই করিতে থাক। তোমাদের জেলাটায় সৎকর্ম্মে রুচিমান্ যোগ্য কর্ম্মীর অভাব নাই। অভাব রহিয়াছে শুধু ঈর্ষ্যাহীন সরল মনের। সুতরাং চেষ্টা কর, যাহাতে তোমাদের কর্ম্মের ভিতরে অশুভ অসূয়া এবং নামযশের লোলুপতা প্রবেশ না করে। প্রেমই তোমাদের জীবন হউক, প্রেমই তোমাদের সৌরভ হউক, প্রেমই তোমাদের স্বভাব হউক।

প্রেম সকলকে যুক্ত করে, অপ্রেম করে বিযুক্ত। মিলনেই মানুষ বলশালী হয়। অমিলন মানুষকে দুর্ব্বল করে। মানুষ, সংঘ, সমাজ বা জাতি সকলের সম্পর্কেই একথা সত্য।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তোমাদিগকে আমি সম্প্রদায় গড়িতে বলি নাই, তথাপি কর্ম্ম-সৌকর্য্যার্থে একটা সংঘরূপে তোমরা গড়িয়া উঠিয়াছ। সেই সংঘটা যদি মিলন-শক্তি-সমৃদ্ধ হইতে পারে, তাহা হইলে তোমরা দুর্ব্বার বিক্রমে কাজ করিয়া যাইতে পারিবে। আত্মতুষ্টির জন্য নহে, বিশ্বতুষ্টির জন্য তোমাদের কাজ। পৃথিবীব্যাপী বিরাট উদ্যানের অর্দ্ধ-মুকুলিত সবগুলি কুসুমকে ফুটাইতে হইলে তোমাদিগকে সূর্য্য দেবতার ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় হইতে হইবে। এই জ্যোতি একমাত্র তখনই সম্ভব, যখন খণ্ড খণ্ড বিদ্যুৎ কণা সমষ্টীভূত হইয়া একটী মাত্র স্থানে নির্ব্বিরোধ-মিলনে পুঞ্জায়মান হয়।

সকলকে শুধু মিলনের মন্ত্র শুনাও। সকলের কণ্ঠে মিলনের মন্ত্র বিধ্বনিত হউক। সকলের শ্রবণে মিলনের বার্ত্তা প্রবেশ করুক। সকলের নয়নে মিলনের দৃশ্য ফুটিয়া উঠুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২০)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২১শে পৌষ, ১৩৮৫

(৬ই জানুয়ারী, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আমি নেপথ্যে জয়ধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। সেই জয়ধ্বনি কি সম্মুখের নেপথ্যে, না, পশ্চাতের নেপথ্যে, বুঝিতে পারিতেছি না। এই জয়ধ্বনি কৃত্রিম কোন ধ্বনি নহে, খবরের কাগজকে পয়সা দিয়া এই ধ্বনি কিনিতে হয় নাই, স্তাবক-দলকে পারিতোষিক দিয়া এই জয়ধ্বনি উচ্চরণ করাইতে হয় নাই, ইহা স্বতঃ উৎসারিত অনাহত ধ্বনি বা বেদধ্বনি। ইহা মিথ্যা হইবার উপায় নাই।

সুতরাং তোমরা সত্যসন্ধ হও, সুবিনীত হও, নিরহঙ্কার হও, নিরভিমান হও, অচঞ্চল হও, স্পর্দ্ধাহীন হও, কেহ কাহারও উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে যাইও না, সকলে সকলের সহিত ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা কর। তোমাদের নৈকট্য অকপট হউক, তোমাদের সৌভ্রাত্র অমলিন হউক, তোমাদের বান্ধবতা নিঃস্বার্থ হউক, তোমাদের আত্মীয়তা সর্ব্বাঙ্গীণ হউক। যে কাজটীই যখন কর, তাহা প্রেম-প্রসারণের পবিত্র পারম্পর্য্য লইয়া সংঘটিত হউক। প্রেমই তোমাদের লক্ষ্য হউক, প্রেমই তোমাদের পন্থা হউক, প্রেমেই তোমাদের প্রারম্ভ ঘটুক; কলহ দিয়া কাজের সূচনা ঘটিলে বহুতর কর্ম্ম-বিপাক ব্যতীত তাহা প্রেমের পীযূষ-রসে পরিণতি পায় না।

তোমার যাবতীয় সাত্ত্বিক লক্ষ্য সংসাধনে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু হইতেছে, চরিত্রের ক্ষমাশীলতা এবং সহযোগী কর্ম্মীদের যৎসামান্য কর্ম্মশৈথিল্যে অপরাধ না নেওয়া। কিন্তু

তাহাদের দোষ সংশোধনে সহায়তা অবশ্যই করিতে হইবে। পূজার আয়োজন করিতে আসিয়া কেহ যদি ফুলের ডালাটা পায়ে মাড়াইয়া দেয়, তবে ইহা নিশ্চয়ই দোষ। এত বড় দোষের জন্য তোমার অগ্নিশর্ম্মা হইবার সম্ভাবনা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু মারামারি না করিয়া যদি পাদপৃষ্ট পুষ্পাধারের ফুলগুলি বাহিরে ফেলিয়া দাও এবং এই অনবধানকারী ব্যক্তিকেই যদি উপযুক্ত সতর্ক সঙ্গী সহ পুনরায় পুষ্প আহরণে প্রেরণ কর, তবে হয়ত এই ব্যক্তির দোষ সংশোধিত হইতে পারে। কিন্তু যেখানে রুগ্নের জীবন নিয়া খেলা বা নারীর সতীত্ব-মর্য্যাদা নিয়া হেলা অথবা অসতর্ক পুরুষের চরিত্র নিয়া চতুরতা, সেখানে ক্ষমার বারি-বর্ষণ অপেক্ষা করায়ত্ত ক্রোধের অগ্নিময়ী রসনায় বিস্তার প্রয়োজন। মণ্ডলীকে পাপমুক্ত রাখিতে হইবে, ইহা সকলে বিশ্বাস করিও। এই বিশ্বাস এবং প্রতিজ্ঞা প্রত্যেকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিও। মণ্ডলীর সভ্য-সংখ্যা বরং অল্পই হইল, তবু তাহারা, যাহারা সভ্য হইবে, তাহারা সৎ হউক। পরস্বাপহরণ করিবে না, চারিত্রিক উৎকর্ষ-সাধনে অবহেলা করিবে না, পরনিন্দা করিবে না, অসত্যভাষণ হইতে দূরে থাকিবে,—এমন লোকই চাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

(২১)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২১শে পৌষ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদেরই শহরের অপর একজনের নিকট অদ্য একখানা পত্র লেখাইলাম, যাহার কতকগুলি কথা তোমারও জানা প্রয়োজন। পত্রগুলি লিখি প্রাণের তাগিদে, তোমাদের নানা প্রয়োজনের দাবি মিটাইবার উদ্দেশ্য নিয়া। জীবনের নানা বিপর্য্যয়কর মুহূর্ত্তে অভ্রান্ত সদুপদেশ দিবার লোক তোমাদের জন্য কয়জন রহিয়াছে? ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইবার অভ্যাস আমার আবাল্য, এই জন্যই যাহাকে যখন যাহা বলিবার প্রয়োজন বোধ করি, তখনই তাহাকে তাহা কুণ্ঠাহীন মনে বলিয়া বসি।

ঘণ্টায় ঘণ্টায় মণ্ডলীর কর্ম্মকর্ত্তা পরিবর্ত্তন করিলেই মণ্ডলীর উন্নতি হয় না। মণ্ডলীর উন্নতি হয় দুর্ব্বার বিক্রমে অব্যাহত গতিতে মণ্ডলীর প্রকৃত উদ্দেশ্যের 'সাধক কর্ম্মকাণ্ডকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলে। নিত্য-নূতন তরুণদিগের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিতে হইবে, তরুণ-তরুণীদের অবাধ মিলনের ফলে অনর্থ না ঘটে, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

ধূমপান, সুরাপান, তাসখেলা, পাশাখেলা, প্রশ্রয় না পায়, তাহা দেখিতে হইবে এবং প্রত্যেক সভ্য-সভ্যা মনুষ্যোচিত সৎসাহস লইয়া জীবনের জয়যাত্রার পথে নিঃশঙ্ক-চিত্তে অগ্রসর হইতে যাহাতে সাহসী হয়, এমন অভয়-মন্ত্র জপিতে সকলকে শিখাইতে হইবে। একাজ করিবার জন্যই অখণ্ডমণ্ডলী,— নিত্য নূতন অজুহাত বাহির করিয়া ঝগড়া-কলহ জমাইবার জন্য নহে পরস্পর পরস্পরের সদ্‌গুণ অনুধাবন করিয়া একের প্রতি অন্যে সশ্রদ্ধ হইলে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে সুবিধা হয়। ইহা কোন দার্শনিক তত্ত্ব নহে। ইহা সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের কথা। তোমরা বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া চলিও। বিবেক বস্তুটি ক্রোধ হইতেও পৃথক্, ঈর্ষ্যা হইতেও পৃথক্। সদ্বিবেক কদাচ কাহাকেও পরনিন্দায় প্রলুব্ধ করে না। তোমরা একে অন্যের নিন্দা একেবারে বর্জ্জন করিও পরস্পর পরস্পরকে পরমেশ্বরের কাজে আসক্ত, প্রসক্ত, সংসক্ত ও সুপ্রযুক্ত হইতে উৎসাহ দিও।

অনুগামীদের ভিতরে কেহ দলাদলির বিষ ঢুকিতে দিও না। প্রবীণদিগকে অসম্মান করিতে নবীনদিগকে প্ররোচনা দিও না। প্রবীণদের কাছ হইতে তাহাদের অভিজ্ঞতার সহায়তা লইও। নবীনদের কাছে প্রত্যাশা করিও অপরিমেয় বাহুবল এবং অচিন্তিতপূর্ব্ব শ্রম-সামর্থ। জেলাটা পাহাড়ে জঙ্গলে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ঘেরা। ব্যাঘ্র ও হস্তী তোমাদের নিত্যসঙ্গী। তোমাদের তরুণেরা বল না দেখাইয়া বাক্‌চপলতা দেখাইবে কেন? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২২)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২১শে পৌষ, ১৩৮৫

(৬ই জানুয়ারী, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার একখানা সুদীর্ঘ পত্র পাইয়াছি। এখন আমার নিকট দীর্ঘ পত্র কেহ লিখিও না, কার্ডে সংক্ষেপে লিখিবে। কারণ, কাজ আমাদের অতি সামান্য। অনেক কাজ থাকিলে অনেক কথা লেখার সার্থকতা থাকে। একটুখানি কাজের পিছনে যদি অনেকগুলি কথা থাকে, তাহা হইলে কাজের ওজন কমিয়া যায়। হিসাব করিয়া দেখ, জীবনে আমরা কত কথা কহিতেছি। কেহ কহি রসনার তাড়নায়, কেহ কহি সাহিত্য ফলাইবার জন্য, কেহ কহি বাহবা পাইবার উদ্দেশ্যে, কেহ কহি একান্তই আকারণে। কিন্তু কথা না কমাইতে পারিলে কাজ আমাদের বাড়িবে না।

কর্ম্মের ক্ষেত্র নির্ম্মাণের জন্য কথার আবশ্যকতা আছে। তোমাদের মধ্যে যাহারা উৎসাহী এবং আদর্শ-বিশ্বাসী, তাহারা নিশ্চয়ই কথা বলিতে পারে। মানুষের সহিত মানুষকে মিলাইবার জন্য অপ্রেম বিদূরণ এক সুমহৎ কর্ম্ম। সেই কর্ম্ম-সাধনের জন্য যত কথা বলিতে হয়, বল, নিজেকে প্রচার করিবার উদ্দেশ্য যেন প্রচ্ছন্ন ভাবেও না থাকে।

তুমি নানা স্থানে সংগঠন-কার্য্যে যাইয়া অশেষ পরিশ্রম করিতেছ দেখিয়া আমি খুশী হইয়াছি। তুমি আরও পরিশ্রম করিতে সমর্থ হও, এই আশীর্ব্বাদ করি। কোথাও পাথর কাঁকর দেখিলে ভয় পাইও না। বিশ্বাস কর যে, খুঁড়িলেই জল পাইবে। আমি পুপুন্‌কীতে বিশ্বাস লইয়াই পাথর খুঁড়িয়াছি।

বাঙ্গালীদের নিজেদের মধ্যে আত্মবিরোধ, পার্ব্বত্য-জাতি-সমূহের মধ্যে প্রবেশ করিবার বাধা হইতেছে। অথচ, পাহাড়ীয়াদিগকে আমাদের আপন করিতে হইবে। আপন করা মানে ক্রীতদাস করা নহে, আপন করার মানে সমকক্ষ করিয়া তোলা। পাহাড়ীরা নিজেদিগকে আমাদের চাইতে হেয় জ্ঞান করে। ইহার কারণ এই যে, আমরা চিরকাল তাহাদিগকে হেয় জ্ঞান করিয়াছি। ঔদ্ধত্য নহে, ইহাদের ভিতরে তরুণ আশার অরুণ কিরণ আমাদিগকে ছড়াইতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ধৃতং প্রেম্না

(২৩)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২২শে পৌষ, রবিবার, ১৩৮৫

(৭ই জানুয়ারী, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

শ্রীমান—র মৃত্যু-সংবাদে অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। সে সৎকর্ম্মা পুরুষ ছিল। সুতরাং তাহার পারলৌকিক শান্তির জন্য তোমাকে বা আমাকে উদ্বিগ্ন হইতে হইবে না। সে তাহার নিজ কর্ম্মফলেই পরমানন্দলোকে নিত্য অধিকার পাইবে। তথাপি, আমাদের যাহা করণীয় আছে, তাহাও আমরা করিব। তাহার নাম শ্রাদ্ধ।

শ্রাদ্ধ যেই প্রথাতেই কর, আমার মতে তার প্রত্যেকটাই পরলোকগতের পক্ষে শান্তিদায়ক হইয়া থাকে। সুতরাং গুরুতর কারণ না থাকিলে কুলপ্রথা লঙ্ঘনের প্রয়োজন কাহারও দেখি না। অনুষ্ঠানটি ভক্তিযুক্ত চিত্তে হইলে কুলপ্রথা, বৈষ্ণব-প্রথা, অখণ্ড-প্রথা বা ব্রাহ্মপ্রথা বা খ্রীষ্ট-প্রথা, যে কোন প্রথা শ্রদ্ধেয়।

মানুষটীর ভবিষ্যৎ লইয়া এভাবে তো দুশ্চিন্তার অবসান হইল। কিন্তু মস্ত বড় জিজ্ঞাস্য রহিয়া গেল এই বলিয়া যে, তোমরা এমন একটী দারুণ কর্ম্মীর অভাবটি পূরণ করিবে

কাহাকে দিয়া? দশদিকে দশটী দিক্‌পাল থাকিবার কালেই চিন্তা করা প্রয়োজন যে, একাদশ দিক্‌পালরূপে কাহাকে পাইব।

মোট কথা, সংঘ গড়িলেই হইল না,—সংঘকে স্থায়ী রাখিতে হইলে পদাতিক হইতে আরম্ভ করিয়া বিমানচারী সাধারণ সৈনিক হইতে প্রধান সেনাধ্যক্ষ পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই একদিন অবাব ঘটিবে, এই কথাটী মনে রাখা প্রয়োজন। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই বিপুল সেনাবাহিনী থাকিতেও নূতন নূতন লোককে এই কারণেই প্রত্যহ কুচকাওয়াজ শেখানো হইতেছে।

ইহা যেমন একদিকের কথা, অন্য দিকের কথা তেমন এই যে, সংঘের প্রত্যেকটী মানুষকে সাধন-পরায়ণ হইতে হইবে। সাধনহীন মানুষ ধর্ম্ম-সঙ্ঘের আবর্জ্জনা। এক পরমেশ্বরকে সকলের পিতা জানিয়া বিশ্বের সকল মানবের সহিত বাকি সকলের অবিচ্ছিন্ন ভ্রাতৃত্ববোধকে জাগরিত করার চেষ্টার নামই ধর্ম্মচর্চ্চা। ঈশ্বরের সহিত নিজ অন্তরাত্মার নিয়ত নৈকট্য স্থাপনের প্রেমালু, জ্ঞানারুণ, কাব্য-কলিত, মধুর প্রয়াসের নামই ধর্ম্ম-সাধন। সাধনরুচি-রহিত শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডগুলিকে একত্র করিলে প্রলয়াগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু সাধন-সুধারস দ্বারা স্রোতোবতী সুরধনী-ধারার প্রত্যাশা করা চলে না। তোমাদের মণ্ডলীগুলি হউক মধুর আধার, প্রেমের আগার, অকৃত্রিম ভালবাসার অপার পারাবার। মণ্ডলীগুলিকে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আকর্ষণীয় কর, চালিয়াতির দ্বারা নহে, চালাকির দৌলতে নহে, কৃত্রিম প্রয়াসে নহে, অন্তরের স্বাভাবিক প্রেমে। সকল প্রেম নিষ্কাম নিঃস্বার্থ হয়, ঈশ্বর-প্রেমের পরম স্পর্শে। সকলকে এই কথাটী বুঝিতে দাও, ভাবিতে দাও। ইহাই তোমাদের কুচ, ইহাই তোমাদের কাওয়াজ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৩শে পৌষ, সোমবার, ১৩৮৫

(৮ই জানুয়ারী, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

এইমাত্র একজনকে লিখিলাম,—"আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মন সর্ব্বদা সাত্ত্বিক মার্গে বিচরণ করুক এবং তোমার দ্বারা জীবহিত সম্পাদিত হউক।" সে আশীর্ব্বাদ আমি তোমাকেও করিতেছি।

ঈশ্বরে মনকে অভিনিবিষ্ট করিলে তার শুভফল জগৎ-কল্যাণ-সঙ্কল্প-রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সমগ্র জীবন ঈশ্বর-চিন্তন

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

করিয়াছেন অথচ জগৎবাসীর দুঃখে মন একটুও বিচলিত হইল না, এমন মহাপুরুষদিগকে আমি সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া গণনা করিতে প্রস্তুত নহি। সুখ এবং দুঃখ প্রভৃতির সৃষ্টি ঈশ্বরই করিয়াছেন। কিন্তু নিজের বা অপরের সুখ দেখিলে আমরা খুশী হই, নিজের বা অপরের দুঃখ দেখিলে আমরা ব্যথিত হই। ইহা ঈশ্বরেরই বিধান। ইহা স্বভাবেরই নিয়ম। ঈশ্বরচিন্তাবিহীনতা মানুষকে স্বভাব-ভ্রষ্ট করে, এই জন্যই মহাজনেরা অনুজনদিগকে সর্ব্বদা উপদেশ দেন,—"নাম কর, নাম কর, নাম কর।" নাম করার সদ্য সুফল চিত্তপ্রশান্তি, আত্মপ্রসাদ ও বিমল-বিবেক। আমি যে তোমাদিগকে সমবেত উপাসনার উপদেশ দেই, তাহারও উদ্দেশ্য ঐ একই। পার্থক্যটুকু এই যে, একক উপাসনায় বিশ্বকে লইয়া আনন্দ উপভোগ কর না, সমবেত উপাসনায় তাহা করিতে পার।

যেখানেই দেখিবে কেহ সমবেত উপাসনা করিতেছে, সেখানেই শ্রদ্ধিত চিত্তে দাঁড়াইও। সম্ভব হইলে সকলের সঙ্গে বসিও। একমনে, এক প্রাণে লক্ষ লোকে সমবেত উপাসনা করিতেছে, এ দৃশ্য কত সুন্দর। হিংসায় এবং বিদ্বেষে জগৎ পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এস না, ধরিত্রীর সেই লজ্জা আমরা বিদূরণ করিতে পারি কিনা।

সকলের মনের ভিতর এই চিন্তাগুলি ছড়াইয়া দাও,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

প্রতিষ্ঠিত কর। সকলের স্বভাবের সহিত এই চিন্তাগুলিকে অঙ্গাঙ্গিভূত করিয়া দাও। একটি মানুষকেও বাদ দিও না, কাহাকেও পরিত্যাজ্য জ্ঞান করিও না। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৪শে পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৮৫

(৯ই জানুয়ারী, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

শ্রীমান্ স—আজ দুই বৎসর হইল ইহলোকের মায়া পরিত্যাগ করিলেও আমি কিন্তু তাহাকে আজও তোমাদের শহরটাতে দেখিতেছি। তাহার নিকটে জনকল্যাণের প্রত্যাশা আমার ছিল। তাহার ভবিষ্যদ্‌বংশীয়গণের নিকটে সেই প্রত্যাশা কি আমরা করিতে পারি না? একটা বংশের ভিতরে মহৎ-চিন্তার ফোয়ারা ধারাবাহিক-ভাবে বংশানুক্রমে নব নব প্রজন্মের মধ্য দিয়া অনন্ত ভবিষ্যতের পানে কেবলই উৎসারিত হইতে থাকুক, ইহা কি অন্যায় প্রত্যাশা? শুধু শ্রাদ্ধ করিয়াই কি

আমরা কর্ত্তব্য শেষ করিলাম? বংশধারা মহচ্চিন্তা মহৎ কর্ম্মরাজির মধ্য দিয়া কেবলই বেগবত্তরা হইতে থাকুক, সেই চেষ্টা কি তোমরা করিবে না? এই কয় বৎসরে আরও কয়েকজন গুণবান্ ব্যক্তি দেহত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের বংশাবলী সম্পর্কেও আমার ঐ একই কথা। বংশগুলিকে আঁকড়াইয়া ধর। প্রত্যেক কিশোরের ভিতর কাজ আরম্ভ কর। * * * নিতান্ত শিশুগুলিকে হরিওঁ-কীর্ত্তন ও সমবেত উপাসনার শুদ্ধ সুর শিক্ষা দিতে আরম্ভ কর। হরিওঁ কথার মানে কি, সমবেত উপাসনার মন্ত্রগুলিরই বা মানে কি, তাহা ত' বুড়া ও ধাড়ী লোকদেরও শিখাইবার প্রয়োজন হইতেছে। ইহারা দীক্ষা নেয় হুজুগে, মন্ত্রগুলির মানে শিখিবার জন্য চেষ্টা করে না, কীর্ত্তন ও উপাসনার সময়ে মন্ত্রগুলির মানে স্মরণ করে না, ইহারই ত' ফলে তোমাদের গুরুদেবের সমগ্র জীবনের পরিশ্রমের ফলটুকু ফলি ফলি করিয়াও ফলিতে পারিতেছে না। চরিত্র-আন্দোলনের শিক্ষণ-শিবিরে মন্ত্রগুলির অর্থ শিখাইবার জন্য জলপাইগুড়ি জেলাতে সত্যেন্দ্র সরকার যে পরিশ্রমটুকু করিতেছে, ইহারই জন্য আমি তাহার তারিফ করিতে বাধ্য হইতেছি। জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্পের ব্যাখ্যা করিয়া করিয়া প্রত্যেক জীবনগঠনার্থীকে বুঝাইয়া দিতে হইবে এবং এই কার্য্যটী আমাদিগকে ঐ ঐ ব্যক্তির বংশধারা ধরিয়া

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বাহিত করিয়া নিয়া চলিতে হইবে। যে প্রগ্রামই ধরি না কেন, তিনশত বৎসর ধরিয়া চালাইব, এই পণ আমাদের করিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৬)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৪শে পৌষ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

গরীব বলিয়া নিজেকে হেয় জ্ঞান করিও না কিন্তু ধনীদিগকে ঈর্ষ্যা করিও না। অবিদ্বান্ বলিয়া নিজেকে ছোট ভাবিও না, কিন্তু বিদ্বান্‌দিগকে অসম্মান করা হইতে বিরত থাকিও। শহরের নামী দামী কর্ম্মীরা গ্রামের অনামী কর্ম্মীদিগকে তাচ্ছিল্য করে বলিয়া অভিমান রাখিও না, নিজের কাজ সাহস-সহকারে করিয়া যাও শহরের ভদ্রলোকেরা অনেক সময়ে প্রত্যাশা করে যে, পল্লীবাসী কর্ম্মীরা তাহাদের তোয়াজ করুক। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, তোমাদের করণীয় হইতেছে কাজ, তোয়াজ নহে। লোকের কাছে চাঁদা না তুলিয়া কত সস্তায় এক একটা কাজ নামাইতে পার, তার

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দিকে লক্ষ্য দিয়া চলিও। আমি সারাটা জীবন নিঃসম্বল অবস্থায় কাজ করিয়াছি। তোমরা আমার সন্তান। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৭)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৫শে পৌষ, বুধবার, ১৩৮৫
(১০ই জানুয়ারী, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

বিগত চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সমবেত উপাসনার ব্যাপার লইয়া এমন তুমুল ঝঞ্ঝা আজ পর্য্যন্ত আর কোথাও সংঘটিত হয় নাই, যেমনটা প্রত্যক্ষ করিলে বা প্রত্যক্ষ করাইতেছ। আমরা কলিকাতা গুরুধামে নিম্নলিখিত-রূপে সমবেত উপাসনা করিয়া থাকি। হরিওঁ কীর্ত্তনের পরে প্রণামান্তে যার যার স্থানে দাঁড়াইতে হয়। পুষ্পাদি থাকিলে তাহা তৎকালে হাতেই রাখিতে হয়। পুষ্পাদির অভাব থাকিলে শুধু কৃতাঞ্জলি-পুটে দাঁড়াইলেই হইল। মনে মনে ভাবিতে হয়, আমি নিজেকেই ইষ্টপদে অর্পণ করিতেছি। এই সময়ে উলুধ্বনি বা শঙ্খধ্বনির কোন কথাই ওঠে না।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অঞ্জলির মন্ত্র পাঠ হইয়া গেলে হাঁটু মুড়িয়া পায়ের পাতার উপর বসিতে হয়। তৎকালে শান্তিবাচন হয়। অনুষ্ঠানের পরিস্থিতি বুঝিয়া ইহার পরে এক বা একাধিক ব্যক্তি সকলের উপবিষ্ট অবস্থাতেই যাবতীয় পুষ্প-বিল্বপত্র আহরণ করেন। আমার অঞ্জলিটি তাহার পূর্ব্বেই হইয়া যায়।

প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ অঞ্জলির পুষ্প স্বহস্তে বিগ্রহ-পাদমূলে দিবার জন্য ইচ্ছুক বা প্রস্তুত থাকে, তাহা হইলে তিনবার শঙ্খধ্বনির দ্বারা জানাইয়া দেওয়া হয় যে, সবাই উঠিয়া দাঁড়াও ও একে একে অঞ্জলি দাও। এই শঙ্খধ্বনির কালে মহিলারা তিনবার বা পাঁচবার উলুধ্বনিও করেন। ইহা হইল সঙ্কেত যে, তোমাকে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে এবং শৃঙ্খলার সহিত অঞ্জলিটি দিতে হইবে। মহিলারা আগে দিবেন, পুরুষেরা পরে। অঞ্জলি দিবার পরে প্রত্যেকের গন্তব্য হইতেছে প্রসাদের স্থান।

শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টাধ্বনি, উলুধ্বনি প্রভৃতির প্রযোজ্যতা প্রয়োজন-নির্ভর। ইহার জন্য শাস্ত্র-রচনার প্রয়োজন নাই। সমবেত উপাসনা যে যুগের জিনিষ, শঙ্খঘণ্টা ও উলুধ্বনির আবির্ভাব তাহার অনেক পরে।

হস্তের পুষ্প-বিল্বপত্রাদি অপর লোকের দ্বারা সংগৃহীত হইয়া বিগ্রহ-পাদমূলে দিবার যেখানে ব্যবস্থা, সেখানে উপাসক

বা উপাসিকার পুনরায় দাঁড়াইবার কোন প্রয়োজন নাই। এগুলি সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের কথা। এসব ব্যাপার নিয়া ঝগড়া বাঁধিবার কি যে আছে, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। উপাসনার মতন সরল ব্যাপারে, ন্যায়-শাস্ত্রের কূটতর্ক প্রবেশ না করাইলেই ভাল।

উপাসনার আরম্ভ-কালে আমরা তিনটী ধ্বনি দিয়া পাঠ শুরু করি।

সেই সময় শঙ্খ থাকিলে শঙ্খধ্বনি দেওয়া হয়। মহিলারা থাকিলে উলুধ্বনিও দেন। উপাসনা শেষ হইয়া অঞ্জলি প্রদান আরম্ভ করিলে তাহাকে উপসংহার জ্ঞান করিয়া যদি কেহ কোথাও শঙ্খধ্বনি দিয়া বসে, তবে তাহাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। তোমরা তো মনে হয় ঘট বসাও, ঘট বসান, কলাগাছ পোতা, আম্র-পল্লব রাখা সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির প্রয়োজনে হইতেছে মনে করিলে ইহা পৌত্তলিকতা হইতেছে বলিয়া অভিযোগ না করিলেও চলে। আসল জিনিষটী হইতেছে স্তোত্রগুলি পর পর পাঠ এবং অঞ্জলির দ্বারা আত্মসমর্পণ, তৎপরে হৃষ্টমনে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান। উপাসনায় আসিলাম এবং যে বিষয় অবহেলা করিলে চলে, তাহা নিয়া কলহ করিলাম। রুক্ষ ও রুষ্ট মনে গৃহে ফিরিলাম এবং নিকটতম প্রতিবেশীদিগকে বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিয়া আবহাওয়া গরম করিলাম। ইহা আমাদের সমবেত উপাসনার উদ্দেশ্য নহে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

পুপুন্‌কী আশ্রমে ছেলেদের উপাসনা দেখিবার আমার সুযোগ হয় নাই। শিক্ষকেরা সকলেই নবাগত। সুতরাং উপাসনা পরিচালনে ত্রুটী থাকিলেও থাকিতে পারে। অঞ্জলির পুষ্প লইয়া তাহারা না দাঁড়াইয়া যদি বসিয়াই থাকিয়া থাকে, তবে তাহার সাময়িক বা স্থানীয় কোনও কারণ থাকিবে।

ফোঁটাটি কি রকম হইবে, বেলপাতার আগাটি কোন্ দিকে থাকিবে, গোড়াটি কোন্ দিকে থাকিবে, ফুলের সহিত তিল, ধান্য, দূর্ব্বা, অগুরু থাকিবে কিনা, থাকিলে কয় মাষা বা কয় রতি থাকিবে, উহা তুলিতে হইবে কোন নক্ষত্রে, গঙ্গা জলের ছিটা দিতে হইবে কিনা ইত্যাদি নানা বিষয়ে শাস্ত্র রচনা করিয়া কোন লাভ হইবে না। সরল কথাকে সরল ভাবে বুঝিতে চেষ্টা কর, তর্কের বুদ্ধিতে যাইও না, তুচ্ছ তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া তোমাদের মতভেদ আর জেদাজেদি দেখিয়া বাহিরের লোকেরা তোমাদের দলে ভিড়িতে ভয় পাইতেছে, ইহা কি লক্ষ্য করিতেছ না? সরল ভাবে যে কাজটা করিলে চলে, তাহার মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি করিও না। আমি গুরুর আসন হইতে নিজেকে নামাইয়া আনিয়া তোমাদের সমসাধকে পরিণত করিয়াছি,—ইহা কি ত্যাগ নহে? তোমরা নিজেরা অতিমাত্রায় বুদ্ধির বাহাদুরীকে ত্যাগ করিতে কেন পারিবে

না? বোকার মত সরল চিত্তে কাজগুলি কর, কাজে ভুল হইবে না। তোমাদের সম্মেলনে সমাগত সকলকে সাদরে আমার পত্রখানা পাঠ করিয়া শুনাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৬শে পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৫

(১১ই জানুয়ারী, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পত্র পাইলেই প্রাপ্তি-সংবাদ দিতে হইবে, তাহা নহে। পত্র পাওয়া মাত্র পত্রানুযায়ী কাজ আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে। আমার কাজ সৈনিক-বিভাগের কাজ নহে যে, সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্তি-সংবাদ না দিলে পাণিপথ যুদ্ধে হারিয়া যাইব। পত্র অনেকেই পাইতে চাহে, কিন্তু তদনুযায়ী কাজ করিতে আগ্রহী নহে। নানা যুক্তি, নানা তর্ক, নানা অজুহাত, নানা আবদার সৃষ্টি করিয়া কাজে বিলম্ব করিয়া দেওয়াই অধিকাংশ স্থানের রেওয়াজ। আমি তো ইহা দেখিয়া দেখিয়া অপরিসীম বিরক্তি ভোগ করিতেছি। তথাপি আমি তোমাদিগকে ক্ষমার দৃষ্টিতে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দেখিয়া থাকি, কারণ, কর্ম্মজগতে তোমরা অনভিজ্ঞ ও শিশু। চিঠি পাইবার পরে যদি দেখ, কাজের কোন অংশ কঠিন, তবে সেই অংশ বাদ দিয়া অবিসংবাদিত সহজ কাজটুকু সঙ্গে সঙ্গে ধরিয়া ফেলিতে পার। বিচার, বির্তক, বিতণ্ডা ও আপত্তির ঝড় বহাইবার পরে কাজ ধরিলে বিলম্ব-জনিত যে ক্ষতি-পূরণ করিতে হয়, তাহার কড়ি আমাকে আজ গণিতে হইতেছে। আমি কাজ করিয়াছি, তোমরা কর নাই। ঘড়ির কাঁটাকে বৃথাই শুধু ঘুরিতে দিয়াছ। বিশ্রাম আমি জীবনে কখনও চাহি নাই, লইও নাই।

মধ্যপ্রদেশের বাস্তুত্যাগী শিবির হইতে তোমার যেই সুবিদ্বান্ ভ্রাতার পত্র পাইয়াছ, তাহাকে উচ্চ সমাদর দিও। তাহাকে নিজ পরিমণ্ডল-মধ্যেই কাজ করিতে প্রেরণা দাও। মধ্যপ্রদেশ হইতে নাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলে কাজ করা সহজ। প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ অঞ্চলের গুরুভাই-গুরুবোন্‌দের নৈতিক, চারিত্রিক ও বৈষয়িক উন্নতির সহায়তা করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তাহার মূল সুগভীর হইবে। সুতরাং ফলও হইবে অপর্য্যাপ্ত। তুমি যে নিজের জেলা অতিক্রম করিয়া বাহিরের জেলায় কর্ম্ম-সম্প্রসারণ করিতেছ, তাহার কারণ তো আলাদা। যাহাকেই যে উপদেশ দাও, বিনীত মনে দিও, তাহাতে কাজ বেশী হইবে। শিক্ষণ-শিবির খোলার মানে নিজে মাষ্টার মশাই হওয়া নহে। ইহার প্রকৃত মানে হইতেছে

অপরকে মাষ্টার মশাই হইতে সাহায্য করা। অনেক মাষ্টারের প্রয়োজন। কিন্তু ছাত্র না থাকিলে মাষ্টারের পাল কোন্ কাজে আসিবে? সবাই যদি গুরু হয়, শিষ্য হইবে কে? দুনিয়া শুদ্ধ সব লোক কেবল পত্রালাপ শুরু করিয়া দিলে কর্ম্মের চর্য্যা কাহারা করিবে? কোথাও কোন কাজ-কর্ম্মের চিহ্নমাত্র রহিল না, অথচ, পত্র লিখিয়া লিখিয়া ডাক-বিভাগকে ধনী করিলাম, —ইহার কোনও মানে হয় না।

নিজ নিজ সীমাবদ্ধ পরিধিতেই প্রত্যেকে কাজ করুক। ইহা বাঞ্ছনীয়।

যে যে জেলাতে কাজের কথা লিখিয়া সাড়া পাইতেছ না, সেই সেই জেলা সম্পর্কে শ্লথকর্ম্মা হইলে দোষ দেখি না। আগ্রহবান্ জেলাগুলিতে শ্রম বেশী দাও। নিজ জেলা-সম্পর্কে তোমাকে চূড়ান্ত পরিশ্রমী হইতে হইবে। কেহ কেহ চাহুক আর না চাহুক, তবু নিজের জেলায় কাজ করিয়া যাইতে হইবে। যাহাতে তোমার উৎসাহ, উদ্যম সমকর্ম্মা ব্যক্তিদের মনে অসূয়ার ভাব সৃষ্টি করিতে না পারে, তজ্জন্য তোমাকে বিনয়ী হইতে হইবে। স্বভাবের নম্রতা অনেক অভাবনীয় পরিস্থিতিতে তোমাকে জয়িষ্ণু করিবে।

তোমাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন অহমিকা তোমার সেবাবুদ্ধিকে রাহুগ্রাসে না ফেলে। কলহের সম্ভাবনা হইতে শত-যোজন দূরে থাকিয়া কাজ করিবার চেষ্টা করিও।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অনেক স্থানের আগ্রহী কর্ম্মীরা বয়সে প্রবীণ হইয়া গিয়াছেন বলিয়া প্রবল কর্ম্মে অক্ষম হইতেছেন। তাঁহাদের প্রতি রুষ্ট হইও না। তাঁহাদের পরিবর্ত্তে তরুণ-কর্ম্মী খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা কর।

মনে রাখিও, একই সৎকথা একশতবার বলিতে হইবে। একই কথাকে বারংবার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে বারংবার শুনাইতে শুনাইতে দুষ্পাচ্য সৎ কথাকেও মধুময় করিতে হইবে। আলস্যের অবকাশ রাখিলে চলিবে না, দীর্ঘকাল ধরিয়া একই কাজ বারংবার করিয়া যাইতে থাক।

যেখানে যেমন সম্ভব, তেমন ভাবে পত্র-প্রাপক যুবকদের মাতৃভাষায় পত্রালাপ করিতে পারিলে কাজটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে। গৌহাটী বসিয়া যাহারা কাজ করিতেছে, তাহারা অসমীয়া যুবকদিগকে অসমীয়া ভাষায় পত্র লিখুক। কটকে বা ভুবনেশ্বরে অথবা বালেশ্বরে যাহারা কাজ করিতেছে, তাহারা উড়িষ্যাবাসী যুবকদিগকে ওড়িয়া ভাষায় পত্র লিখুক। এইভাবে স্থানে স্থানে বিভিন্ন মাতৃভাষায় পত্রযোগে প্রচারণা শুরু হউক। বঙ্গভাষায় আমি পত্রাবলির যথেষ্ট পরিমাণ নিদর্শন রক্ষা করিয়াছি। তাহা সকলের টেক্সট-বুক হউক, আমি যাহা কহিয়াছি, তাহাই তোমরা পুনরায় কহ। নিজের ঢংয়ে কহ। আমি যাহা

লিখিয়াছি, তাহাই তোমরা লেখ। নিজের ঢংয়ে লেখ। সমগ্র জাতিটাকে আসমুদ্র-হিমাচলব্যাপী সংযমের আন্দোলনে আন্দোলিত করিবার শুভ অবসর এখনও পার হইয়া যায় নাই। ভারতের মাটীতে মৃত-সঞ্জীবনী লতা এখনও বাঁচিয়া আছে। আমি আশাবাদী। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৯)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৬শে পৌষ, ১৩৮৫

(১১ই জানুয়ারী, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

জীবনে উন্নতি করিতে হইবে, ইহাই তোমার পণ হউক। কোন্ নির্দ্দিষ্ট পথে তোমার উন্নতি হইবে, তাহা তুমিও জান না, আমিও জানি না। খেলাধূলাতেই হউক, সঙ্গীত ও নাট্যকলাতেই হউক, কাব্য ও সাহিত্যেই হউক, জ্ঞান ও বিজ্ঞানেই হউক, জনসেবা ও লোকহিতেই হউক, কিম্বা আত্মদর্শনে ও সত্যদর্শনেই হউক, তুমি জগতের একটী শ্রেষ্ঠ পুরুষে পরিণত হও, ইহা আমিও চাহি। প্রাণপণে চরিত্রবল

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বৃদ্ধি কর। ইহার ফলে কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যের মধ্য দিয়াও তোমার চলিবার পথটী খুলিয়া যাইবে। যাহাতে ইহা তোমার পক্ষে সম্ভব হয়, তাহারই জন্য একদা আমি তোমাকে এবং তোমার ন্যায় অনেককে সাধন-দীক্ষা দিয়াছিলাম। প্রাপ্ত-সাধনে বলপূর্ব্বক মনঃস্থির কর এবং তাহারই বলে সব দুর্ব্বলতা নাশ কর। পাপ, অপরাধ যাহাই করিয়া থাক, নিমেষে সব ভুলিয়া যাও, প্রতিজ্ঞা কর, এখন হইতে ভগবন্নামে ঐকান্তিকী অনুরক্তি লইয়া পথ চলিবে। নিজেও সে ভাবে চল, অপরকেও সে ভাবে চলিতে প্রেরণা দান কর। সৎপথে নিজে চলিবে, সৎপথে চলিতে অপরকে উৎসাহও দিবে ইহাই তোমার কর্ত্তব্য হউক।

তোমার পত্রের প্রত্যেকটী অক্ষর আমাকে তৃপ্তি দিয়াছে।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩০)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৬শে পৌষ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ছাত্রাবাসে আমরাও থাকিতাম এবং পড়াশুনাও করিতাম। সে যুগের ছাত্র-চরিত্রে এবং বর্ত্তমান কালের ছাত্র-চরিত্রে গুরুতর কোনও পার্থক্য নাই। গুরুতর পরিবর্ত্তনটা ঘটিয়াছে সাময়িক জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অভিলাষে। ছাত্রাবাসের দুইটা একটা ছেলে বেয়াড়া ভাবে বেহায়া ছিল। অশ্লীল কথা বলিতে বা কুরুচিপূর্ণ অঙ্গভঙ্গী করিতে তাহাদের লজ্জা আসিত না। তাহাদিগকে বাহবা দিবার ছেলেও বেশ জুটিত। কিন্তু আমাদের মত যাহারা ঐ সকল সংসর্গ হইতে দূরে থাকিতে ভালবাসিত, অশ্লীল কথায় কর্ণপাত করাকে অসম্মান-জনক ভাবিত, তাহাদের ঘিরিয়াও প্রতিভা-প্রোজ্জ্বল রশ্মি-ভাস্বর নক্ষত্র-পুঞ্জ বিরাজ করিত। নরক ছিল, কিন্তু সেই নরক স্বেচ্ছায়, সভয়ে স্বর্গ হইতে দূরে অন্ধকার কোণে বা বিজন বনে অসহায়ের আশ্রয় খুঁজিত, তাহার কারণ আমাদের মহত্ত্ব নহে। তাহার কারণ এই যে, এই সকল বকাটে ছেলেরাও অবকাশ-কালে দেশে ফিরিয়া মায়ের কোলেই ঘুমাইত। সেই ক্রোড়দেশ ছিল স্নিগ্ধ শীতলতায় মধুর ও মোহন।

আজ যুগের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সমগ্র সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী পালটিয়া গিয়াছে। একটা শহরে খুঁজিলে পাতিলে দুইটার বেশী ঘুষখোর পাওয়া যাইত না। এখন একটা গ্রাম খুঁজিয়া অনায়াসে পঁচিশটা পরস্বাপহারী মিলিয়া যাইবে। তাই ছাত্রাবাসে যাহাদের অশ্লীল কথা কহিবার নহে, তাহারাও সংসর্গ-দোষে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কুকথায় রসনা কলঙ্কিত করে। তুমি উহাদের কথাবার্ত্তায় বিচলিত হইও না।

পড়া যখন অল্প সময়ে অনেক, তখন সকল অংশে সমান মনোযোগ দেওয়া সম্ভব নহে। পড়াশুনায় ভাল, এমন দু একটী ছেলের সঙ্গে খাতির কর। আলোচনার দ্বারা দেখ যে, তাহারা অল্প সময়ে বেশী পড়া কি করিয়া আয়ত্ত করে। অধ্যাপকেরা বিদ্যা গুলিয়া পেটে ঢুকাইয়া দিতে পারেন না। বিদ্যার্থীদিগকেই নিজেদের সাধ্যানুযায়ী বিবেচনা-শক্তির দ্বারা তাহা গিলিতে ও হজম করিতে হয়। সুতরাং এই বিষয়ে অন্যান্য ছাত্ররা কি কৌশল অবলম্বন করে, জানা ভাল। সাহিত্য বা ইতিহাসে দুই চারিটী অনুচ্ছেদ, স্থল-বিশেষে দুই চারিটী পরিচ্ছেদ বাদ দিয়াও বিষয়ানুধাবন চলে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে তাহা চলে না। এমতাবস্থায় ফাঁকি দিয়া চলিবার উপায় কম। সুতরাং ভাল ছাত্রের অনুগত হও, তদ্রূপ আবার নিজে যেই বিষয়ে ভাল আছ, সেই বিষয়ে ন্যূনতর যোগ্যতার একটী ছেলেকে সাহায্য কর। প্রাচীন চতুস্পাঠী-পদ্ধতির শিক্ষা-প্রকল্পে ইহা একটী প্রশংসনীয় ও অবশ্য-প্রতিপাল্য রীতি ছিল। এই রীতিতে আমাদিগকে ফিরিয়া আসিতে হইবে।

যাহা কিছু পুরাতন, তাহাই বস্তা-পচা মাল, এইরূপ ধারণা পাগলের সাজে। প্রাচীন ভারতবর্ষ ব্রহ্মচর্য্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাহা ভারতবাসীর জন্য শাশ্বত কালের সম্পদ।

উচ্চতর কক্ষার ছাত্রদের দ্বারা নিম্নতর কক্ষার ছাত্রদের অধ্যাপনা আর একটী পরমাশ্চর্য্য আবিষ্কার। একটা ভাল চতুষ্পাঠী চালাইতে পঞ্চাশ জন অধ্যাপক লাগিত না। পাঁচ ছয় জন মহাধ্যাপক কৃতী ছাত্রদের সহায়তায় এক একটী বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্র চালাইতেন। নালন্দার পূর্ব্ববর্ত্তী তক্ষশিলা, নৈমিষারণ্য প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্র এভাবেই চলিয়াছিল বলিয়া আমার ধারণা। ভারতীয় জাতি ইতিহাস রক্ষায় পটু নহে। এই অপরাধেই আমরা আমাদের অতীত ভুলিয়া যাইতেছি।

তুমি হতাশ হইও না। আত্মবিশ্বাস লইয়া চল। জিদ করিয়া অগ্রসর হও। ডাক্তার বা ইঞ্জিনীয়ার হইয়াও অক্ষত চরিত্রের মানুষ হওয়া যায়। ইহা প্রমাণ কর। পরমেশ্বর তোমাকে নিয়ত সহায়তা করিবেন। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩০)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৬শে পৌষ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

প্রতি বৎসরই জন্মোৎসব-মাসের মধ্য ভাগ হইতে প্রায়

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সারা মাঘ মাস জুড়িয়া আমাকে অনেকগুলি মামলার বিচার করিতে হয়। অভিযোগের তালিকায় থাকে,—

(১) ওঙ্কার-বিগ্রহ অর্চ্চনার কালে ওঙ্কার-মন্ত্রের প্রচারক ও দাতা স্বরূপানন্দের ফটো পূজা করা যায় কিনা? করিলে লাভ বা ক্ষতি কি? না করিলেই বা কি যায় আসে?

(২) যাঁহার জন্মোৎসব হইতেছে, সেই স্বরূপানন্দের একখানা প্রতিকৃতি উপাসনা-অঙ্গনের বা উৎসব-প্রাঙ্গণের কোনও স্থানে আড়ম্বরপূর্ণ রূপ-সজ্জায় সজ্জিত করিয়া রক্ষা করিলে ওঙ্কার-বিগ্রহের অপমান করা হয় কিনা?

(৩) স্বরূপানন্দ ওঙ্কারের পূজা-প্রবর্ত্তন করিতে আসিয়াছেন, তথাপি তাঁহার পূজা হইবে কেন? ইত্যাদি।

প্রশ্নগুলি যদি কল্যাণীয়া সাধনার নিকট উত্থাপিত হইত, তাহা হইলে অতি সরল জবাব পাইত। আমি বক্র-স্বভাবের লোক, বাল্যকালে নাম ছিল বঙ্কিম। সুতরাং অত সরল জবাব আমাতে সম্ভব হইবে না। ধৈর্য্য থাকিলে শ্রবণ কর।

ওঙ্কার-বিগ্রহ আমাদের আলম্বন। যাহা ঈশ্বরের বাচক, পরম সত্যের স্মারক, সর্ব্বতত্ত্ব, সর্ব্বতথ্য, সর্ব্বসত্যের সদর্থক, সমর্থক এবং নিহিতার্থ-পরিপূরক। "ওঁ" এই অক্ষরটি পটে, কাষ্ঠে, ধাতুতে চিত্রিত না করিয়াও ইহার সাহায্যে ঈশ্বর-সাধন করা যায়, যদি কেহ মনে মনে ইহার ধ্যান করে।

যেখানে বহুজনে মিলিয়া উপাসনা, সেখানে অর্চ্চ্য বিগ্রহ-রূপে এই নাম-ব্রহ্মকে রাখা ভাল। আমি এই মন্ত্রের প্রচারক বা দাতা বলিয়া আমাকে স্মরণ করা যাইতে পারে। কিন্তু পূজা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। মুসলমানেরা আল্লার নাম স্মরণ কালে আল্লার পথ-প্রদর্শনকারী হজরত মহম্মদকে মনে মনে এবং স্পষ্ট উচ্চারণে উভয় প্রকারেই স্মরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু মহম্মদের মূর্ত্তি রচনা করেন না। মূর্ত্তি পূজার কথা তো ছাড়িয়াই দাও, তাঁহারা কোন প্রকার মূর্ত্তিপূজার সমর্থক না হইলেও হজরত মহম্মদের নামটি স্মরণ কালে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ উচ্চতা প্রভৃতি সমন্বিত কোন একটা প্রতীকী-ভাবনা করেনই করেন। কারণ, ইহা মনুষ্যের মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এই কারণেই তাঁহারা মহম্মদের চূড়ান্ত ভক্ত হইতে পারিয়াছেন।

ওঙ্কার-মন্ত্রের দাতার মূর্ত্তি পূজার ব্যবস্থা না থাকিলেও সাধন করিতে করিতে এই প্রচারকের মূর্ত্তি কারও মনে আসিয়া যাইতে পারে। তাহা নিরোধ করিবার সাধারণ কোন উপায় আমাদের হাতে নাই। স্বরূপানন্দের-মূর্ত্তি পূজিত না হইলে জগতের কোন ক্ষতি নাই কিন্তু পূজিত হইলে বা না হইলে স্বরূপানন্দের কোন লাভ বা ক্ষতি নাই।

সমবেত-উপাসনা কালে স্বরূপানন্দ তোমাদের সমসাধক। তাঁহার বসিবার জন্য আলাদা একখানা আসন রক্ষিত আছে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অন্যত্র যদি তাঁহার মূর্ত্তি রাখ, তাহাতে দোষও নাই, গুণও নাই। সমবেত উপাসনার রীতির মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন না আনিয়া তোমরা যত ইচ্ছা তাঁহার মূর্ত্তিটাকে লাঞ্ছনা দাও, তাহাতে তাঁহার কিছু যাইবে আসিবে না।

তাঁহার নিজের পূজা তিনি প্রবর্ত্তন করিতে আসেন নাই, তবু যদি দুই চারিজন লোক ঝোঁকের বশে তাঁহার মূর্ত্তি কোথাও পূজিয়া বসে, তাহা হইলে তাহা ঠেকাইবার ফৌজ কোথায় পাইবে? সমবেত উপাসনাতে সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোককে নিতেছি, সুতরাং সেখানে আমাকে সমসাধকের পর্য্যায় হইতে সরাইয়া দিও না। আমি তোমাদের চিরসঙ্গী হইয়া থাকিতে ভালবাসি।

আমি নিজেকে ওঙ্কারের সহিত অভেদ-জ্ঞান করি। তোমরা তোমাদের সহিত আমাকে অভেদ বলিয়া জ্ঞান করিবে কি? তাহা করিলেই বিবাদ মিটিয়া যায়।

গুরু উদ্ধার-কর্ত্তা, পরমাশ্রয়দাতা, অবতার, দেবতা বা রহস্যময় সর্ব্বশক্তি-বিধাতা তোমাদের আমি হইতে চাহি না, আমি সঙ্গী হইতে চাহি, আমি সাথী থাকিতে চাহি, অত্যুর্দ্ধে নহে, পরন্তু তোমাদের সহিত সমাসনে বসিয়া সমস্বরে, সমকণ্ঠে ঈশ্বর-ভজন করিতে চাহি। ইহাই আমার আকিঞ্চন। তোমাদিগকে আমি আমার দাস করিতে চাহি না,—আমি যদি

কাহারও দাস হইয়া থাকি, তবে তোমরা তাঁহারই দাস হও, ইহা চাহি। অর্থাৎ আমি তোমাদের সমান থাকিতে চাহি। সমান থাকিতে না পারিলে সঙ্গে সঙ্গে থাকা যায় না। পুপুন্‌কীতে, বারাণসীতে এবং কলিকাতাতে নিজ আশ্রমে, নিজ হাতে আমি ওঙ্কার-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, সেখানে ওঙ্কারের ঊর্দ্ধে বা নিম্নদেশে, দক্ষিণে বা বামে আমার প্রতিচিত্রের কোন স্থান নাই। আমার প্রতিচিত্রের জন্য যদি কিছু স্থান সেখানে আমি রাখিয়া দেই, তাহা হইলে দু'দিন পরে দেখা যাইবে যে, আশে-পাশে, উপরে, নীচে একটী দুইটী করিয়া আরও বহু প্রতিচিত্রের স্থানাধিকার ঘটিতেছে। ফলে মন্দিরের কক্ষখানা দেখিতে না দেখিতে একটা যাদুঘরে পরিণত হইয়া যাইবে। এবং পরিণামে আমাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে, পরমবেদ্য প্রণব-বিগ্রহকে অসম্ভ্রান্ত করিয়া তুলিবে। শীতলার গর্দ্দভ, রাহুর পুচ্ছ, লক্ষ্মীর পেচক, শনির দৃষ্টি, পীরের সিন্নি প্রভৃতি নানা বৈচিত্র্য সেখানে আসিয়া আড়ম্বর সহকারে স্বগণে ভিড় জমাইবে। তোমাদের দুই এক শতাব্দীর শ্রম এভাবে হয়ত বৃথা হইয়া যাইবে।

সম্প্রতি শুনিতেছি, আমার জন্মেরও আগে কোন কোন চিন্তা-নায়ক মহাবীর তপস্বী নিজের মঠের মন্দির-বেদীতে ওঙ্কার-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিবার সদাকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

পারেন নাই। কারণ, তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার গুরুভ্রাতারা বেদীতে শ্রীগুরুদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিয়াছেন। গুরুদেব পরমপূজ্য, তাঁহার মূর্ত্তি একবার বসাইয়া পুনরায় তুলিয়া নেওয়া যায় না, অতএব, ওঙ্কার-বিগ্রহ আর বসিলেন না।

যেদিন হইতে বেদাদি-পাঠ স্ত্রী-শূদ্রাদির পক্ষে নিষিদ্ধ করা হইল, ঠিক সেইদিন হইতে বেদাদি-পাঠে অর্থাৎ ওঙ্কার ব্রহ্মগায়ত্রী জপে অধিকার পাইবার আন্দোলন স্ত্রী-শূদ্রাদির মধ্যে শুরু হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়। কেননা, আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যাদি লিখিবার অনেক পূর্ব্বেই বহু নারী ও বহু অব্রাহ্মণ বেদমন্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শী আচার্য্য শঙ্করের পক্ষে স্ত্রী শূদ্রাদির অধিকার রক্ষার চেষ্টাই আমার মতে স্বাভাবিক ছিল। ভারতের প্রধান প্রধান আচার্য্যেরা এক এক সময়ে কেন শূদ্রাদিকে বিশেষ ভাবে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাহার কারণ কিছু নিশ্চয়ই থাকিবে। আমাদের তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহা জানি আর না জানি, আজিকার যুগে প্রণব বিগ্রহের সসম্মান সুপ্রতিষ্ঠা সত্যই সম্ভব এবং তাহা সর্ব্বসম্প্রদায়ের জনসমূহের পক্ষে শুভঙ্কর।

প্রণব-মন্ত্রকে সর্ব্বসাধারণের অধিকারগম্য করিবার ধারাবাহিক চেষ্টা পুণ্যধাম বারাণসীতে বহুবার হইয়াছে। ফল হইয়াছে, নিষ্ঠুর হত্যা, ইহা আমি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের মুখ

হইতে বারংবার শুনিয়াছি। কিন্তু আমারা ভীত হই নাই। অযাচক আশ্রমের রজতনির্ম্মিত সুন্দর ওঙ্কার-বিগ্রহটীকে দেখিতে আজ পণ্ডিত-অপণ্ডিত, হিন্দু-অহিন্দু, জৈন বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান আদি সকলেই আসেন কেহ কেহ জিজ্ঞাসা, করেন "ওঁ" কথার মানে কি? শিশুকালে এই প্রশ্ন আমিও আমার পিতামহকে করিয়াছিলাম, "দাদু, "ওঁ" কথার মানে কি?" আজ "ওঁ" কথার মানে ভারতবাসী আস্তে আস্তে বুঝিতে শিখিতেছে, এমন সময়ে সর্ব্বজনীন উপাসনা-কালে আমাকে তোমাদের সমসাধকই থাকিতে দাও। বিশ্বের সকল-মত- পথাবলম্বীদের সবলে বক্ষে আঁকড়িয়া ধরিয়া আমি তোমাদের সহগামী হইতে চাহি, কিয়ৎকালের জন্য পথপ্রদর্শক নাই-ই-বা রহিলাম।

পত্রখানা বারংবার পড়। বিষয়টা নিতান্ত সরল নহে। বিশেষতঃ যে দেশে, গুরুপূজা করিয়াই বহু শতাব্দী ধরিয়া দায়সারা কাজ করা হইয়াছে, সেই দেশে আমার বক্তব্য বুঝিতে তোমাদের ক্লেশ হইবে। সর্ব্বতোভাবে তোমাদের গুরু হইয়াও গুরুর মর্য্যাদা আমি কেন চাহি না, ইহা বোঝা তোমাদের পক্ষে সত্যই কষ্টকর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ধৃতং প্রেম্না

(৩২)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৭শে পৌষ, শুক্রবার, ১৩৮৫
(১২ই জানুয়ারী, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শ্রীহট্টের যুগভেরীর যে রিপোর্টখানা পাঠাইয়াছ, তাহা এত সুন্দর হইয়াছে যে, সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ না জানাইলে অকৃতজ্ঞতা হইবে। সৎ-সংবাদ প্রচারের জন্য সংবাদ-পত্রের আবির্ভাব ও বিকাশ। তোমরা মফঃস্বলের জেলা, মহকুমা বা থানা অঞ্চল হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্র-সমূহের সহিত ঘনিষ্ঠতা রাখিও। তোমাদের উদ্দেশ্য যখন সৎ, তখন কোন না কোন সংবাদপত্র-সম্পাদক তোমাদের পৃষ্ঠপোষক হইবেনই হইবেন। তবে সংবাদপত্রের প্রতি তোমাদেরও কর্ত্তব্য রহিয়াছে। যে সকল সংবাদপত্র তোমাদের চরিত্র-গঠন-আন্দোলনকে সহায়তা করেন, সেই সকল সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠপোষক-সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য তোমাদের সক্রিয় সহায়তা অবশ্যই সঙ্গত। যত পারিলাম, কেবল নিলাম, সহায়তা-দাতাকে বিনিময়ে কিছুই দিতে চেষ্টা করিলাম না, ইহা অমানবিক অসুন্দরতা, চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন শ্রীহট্টে একুশটী বক্তৃতা দেই, তখন "পরিদর্শক" এবং "জনশক্তি"

আমার কাজকে সহায়তা দিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় আমি তাঁহাদিগকে কোন প্রতিদান দিতে পারি নাই। আমি অক্ষম ছিলাম। দুরন্ত-গতিতে করিতেছিলাম পথচারণ এবং দিতেছিলাম স্থানে স্থানে ভাষণাবলি। থামিবার, দাঁড়াইবার, ভাবিয়া চিন্তিয়া চলিবার অবসর তখন ছিল না। কিন্তু তোমরা শ্রীহট্ট শাহরের নাগরিক, সংখ্যায় আমার মত একক নহ। সুতরাং তোমরা "যুগভেরী" পত্রিকাটিকে ধারাবাহিক পৃষ্ঠপোষকতা নিশ্চয়ই দিতে পার, এই কর্ত্তব্যটি কেহ ভুলিও না। ছোট কাগজ হইলেও বর্দ্ধমানের "স্বীকৃতি" এবং আগরতলা, বাঁকুড়া, কোচবিহার প্রভৃতি কয়েকটী শহরের বাংলা স্থানীয় কাগজ চরিত্র-গঠন-আন্দোলনকে বিশেষ সহায়তা দিতেছেন। শিলচরের দৈনিক "প্রান্তঃজ্যোতি" ইহাদের মধ্যে শীর্ষস্থানে। তত্তৎ স্থানের চরিত্র-আন্দোলনকারীদের কর্ত্তব্য হইতেছে এই সব সংবাদপত্রকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করা। সংবাদপত্রকে সমৃদ্ধিশালী করিবার জন্য সরকারী আনুকূল্যের ভরসা না রাখিয়া চরিত্র-আন্দোলনকারী প্রত্যেক কর্ম্মীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতার প্রত্যাশা অধিকতর সঙ্গত বলিয়া আমার মনে হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

(৩৩)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৯শে পৌষ, রবিবার, ১৩৮৫
(১৪ই জানুয়ারী, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কীর্ত্তনের পল্লী-পরিক্রমাই বল, নিয়মিত পাঠ-প্রকল্পই বল, অথবা চরিত্র-আন্দোলনের সভা-পরিচালনাই বল, কাজগুলিকে ছন্দোময় করিতে হইবে পৌনঃপৌনিকতা দ্বারা, সৌরভসমৃদ্ধ করিতে হইবে কর্ম্মীদিগের চরিত্রবত্তার দ্বারা। এই কথাটি ক্ষণকালের জন্যও ভুলিও না, তোমার সতীর্থদিগকে ভুলিতে দিও না।

বড় বড় অনুষ্ঠান করার চাইতেও ছোট ছোট অনুষ্ঠান বারংবার করার মহিমা অনেক অধিক। চরিত্র-আন্দোলনের শিক্ষণ-শিবিরের কর্ম্মীদিগকে এই কথাটি সম্যক্‌রূপে বুঝিতে দিও।

কীর্ত্তন-পরিক্রমা সম্পর্কে তুমি যে মতটি প্রকাশ করিয়াছ, উহা আমারও মনঃপূত। নেতৃহীন মেষপালের ন্যায় এদিক সেদিক চরিয়া বেড়াইবার নাম কীর্ত্তন-পরিক্রমা নহে। মানুষকে ভাবোদ্দীপ্ত, প্রেমাবেশ-বহুল এবং নির্ম্মল করিবার জন্য

কীর্ত্তনাভিযান। যে হরিনাম গাহিবে, তাহার প্রাণে প্রেম, কণ্ঠে মধু, আচরণে সংযম থাকা প্রয়োজন। কাজ বরং একটু কম হইল, তবু চরিত্রবানেরাই কাজ করুক। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৪)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৯শে পৌষ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ব্যক্তি-বিশেষকে তুষ্ট বা রুষ্ট করিবার দিকে লক্ষ্য না দিয়া তোমরা আদর্শকে পুষ্টিদানের জন্য চেষ্টা কর। এখন যাহা কাজকর্ম্ম চলিতেছে, তাহাতে দলবাজির গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। এই গন্ধ সুগন্ধ নহে, ইহাতে গন্ধকের ধোঁয়া পাইতেছি। গন্ধক দাহ্য বস্তু সুতরাং বিপজ্জনক। ভেদ-বিচ্ছেদ দূর করিতে পার আর না পার, কাজ ত' চালু রাখিতেই হইবে, ইহা এখন সবচেয়ে বড় কথা।

চরিত্র-গঠন-আন্দোলন চালানর মানে এই যে, কোন স্থানে চরিত্র-গঠন-আন্দোলন চালান হইলে বুঝিতে হইবে যে, তোমরা চাহিতেছ যে, এই অঞ্চলে যেন চরিত্রহীন লোকের সংখ্যা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কমিতে থাকে। সকলেই যেন সৎ হইবার চেষ্টা করে। সুরাপায়ী ও ধূমপায়ী ও ধূমপায়ীর সংখ্যা যেন ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে থাকে। একটি পুরুষও যেন—পরনারীরত না থাকে, একটী নারীও যেন পরপুরুষাভিলাষিণী না হয়। সমাজের এই স্থিতিটিকে আনিবার প্রয়াসেরই অপর নাম হইতেছে রামরাজ্য। পরস্বাপহরণ করিব না, পরপীড়ন হইতে বিরত থাকিব, নিজের শান্তি, শক্তি, সমৃদ্ধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা অপরাপর সকলেরও শান্তি, শক্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করিব,—ইহারই নাম সুরাজ। স্বরাজ আন্দোলন দানা বাঁধিবার অনেক পূর্ব্বেই আমরা সুরাজের আভাস পাইয়াছি। একথা তোমরা জান না, কিন্তু আমরা জানি। সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া আমাদের কাজ চলিবে, একথা মনে রাখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৫)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৯শে পৌষ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

দল বাড়াইয়া বিশেষ লাভ কি হয়, বলিতে পার? অনেক

লোকে মিলিয়া জনগণের কল্যাণ করিব, এই বুদ্ধিতে দলে সংখ্যা বাড়িলে প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই কিন্তু দল বাড়িলেই সঙ্গে সঙ্গে বল বাড়ে না। বল বাড়াইবার জন্য চাই সাধনা বা তপস্যা। তপস্যার মূল কথা হইতেছে সংযম ও নিয়ম পালন। সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে প্রয়োজন হইতেছে সত্যের, আত্মনির্ভরের এবং পরোপকার-প্রবৃত্তির। সুতরাং দল বাড়াইতে হইলে শ্রমের দায়িত্ব আসে। একধার হইতে মন্ত্র দিয়া শিষ্য করিলাম কিন্তু কেহ সাধন করিল না, ইহা বড়ই লজ্জাকর ব্যাপার, বৃথা শ্রমও বটে। * * * আমার চিন্তা ও আদর্শের সহিত যাহাদের আদৌ কোনও পরিচয় ঘটিল না, তাহাদের দীক্ষা-গ্রহণের সার্থকতা কি? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৬)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১লা মাঘ, সোমবার, ১৩৮৫

(১৫ই জানুয়ারী, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

একটী শুভ উপলক্ষ্যে বাড়ীতে উদয়াস্ত হরিওঁ-কীর্ত্তন অনুষ্ঠান

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

করিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। সুস্থ, শান্ত মন নিয়া যে পুণ্য কাজ ধরিবে সে কাজেই জয়যুক্ত হইবে, সমবেত উপাসনার প্রত্যেকটী অংশ যে এক একটী উদয়াস্তের রূপ লইতে পারে, ইহা তোমরা ক্রমশঃ বুঝিতেছ দেখিয়া আমি পরমাতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। অপ্রত্যাশিত দৈব এক ঘটনা ঘটাইয়া ভগবান্ আমাদের জন্মোৎসবকে কমপক্ষে নয়দিন ব্যাপী করিয়া দিয়াছেন। ইচ্ছা করিলেই সমবেত উপাসনার উপাঙ্গ-সমূহ এক একটীকে এক একটী উদয়াস্তের ধারক ও বাহক করা যাইতে পারে। সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখ। হঠকারিতা করিয়া কোন কাজ করিতে যাইও না। এই সকল সদনুষ্ঠানে দলবুদ্ধিহীন হইয়া উদার অন্তরে যাহারা সহায়তা করে, তাহারা মহা ভাগ্যবান্।

মণ্ডলীতে নূতন নূতন কর্ম্মীরা আসিলেই প্রবীণদিগকে তলাইয়া যাইতে হইবে, ইহার কোন মানে নাই। নবীনে প্রবীণে মিলিয়াই সব কাজ করিতে হইবে। বয়সের ধর্ম্মে একদিন প্রবীণদিগকে সরিতেই তো হইবে। আমি কি চিরকাল এই দেহটা লইয়া তোমাদের মধ্যে থাকিব? প্রবীণেরা কিছুদিন মণ্ডলীকে সেবা দিবার পরে কিছু কিছু ভ্রমে পড়েন। প্রথম ভ্রমটি এই যে, তাহারা ধারণা করেন,—চিরকালই একটী পদ অধিকার করিয়া থাকিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা তো হয় না। মণ্ডলী একটু বিকাশশীল হইলেই চতুর্দ্দিকে তাহাদের দায়িত্ব

বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে নূতন নূতন দায়িত্ব নূতন নূতন লোককে দিতে হয়। অনেক সময়ে দক্ষ করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য তরুণদিগকে কার্য্যভার দেওয়া উচিত। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রবীণদিগের সঙ্গত নহে অভিমান করিয়া সরিয়া পড়া। নূতনদিগকে তৈয়ারী না করিলে ভবিষ্যতের কাজটা কেমন করিয়া চলিবে? নবীনদিগেরও কর্ত্তব্য প্রবীণদিগকে সম্মান করিয়া চলা। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার সম্পর্ক মধুময় হওয়া উচিত, যেখানে সম্পর্ক এইরূপ হয় না, আমি বলিব, সেখানে গুরুভক্তির অভাব আছে। আমি গুরুভক্তির শিক্ষা কখনও দেই না, যার যার ভক্তি ভার তার স্বভাবের গুণে উপজাত হউক। কিন্তু মণ্ডলীর ব্যাপারে গুরুভক্তির আবশ্যকতার দিকে আঙ্গুলি নির্দ্দেশ না করিয়া পারিতেছি না। কারণ, মণ্ডলী আমারই সংঘময়ী মূর্ত্তি।

নির্ভুল-রূপে পাঠ করিবার অভ্যাস যদি কিছু বেশী সংখ্যক পুরুষ ও মহিলাকে দিয়া করাইতে পার, তাহা হইলে করিমগঞ্জের ন্যায় উদয়াস্ত পাঠ-প্রকল্প মাঝে মাঝে করিতে পার। কোন লোক যদি সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অখণ্ড-সংহিতা পাঠ শুনিতে অভ্যস্ত হয়, তাহা হইলে ভগবানের অনুগ্রহে এবং আমার সদিচ্ছার গুণে সে বাল্মীকিসম কবি এবং ব্যাসসম জ্ঞানী হইতে পারিবে। কেননা, অখণ্ড-সংহিতা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আমার বাঙ্ময়ী-মূর্ত্তি। আমাকে এবং আমার পরমপ্রিয়কে জানিতে হইলে অখণ্ড-সংহিতা পাঠ শুনিতেই হইবে। বহিখানা নিয়া পুষ্প-বিল্বপত্র দিয়া পূজা করিলেই হইবে না। পাঠ করিতে হইবে, পাঠ শুনিতে হইবে।

যোগ্য পাঠকের শ্রেষ্ঠ গুণ হইতেছে, তাহার কণ্ঠের সুস্পষ্টতা, উচ্চারণের ধৈর্য্য, কণ্ঠস্বরের অনিম্নতা ও অনুচ্চতা, পাঠ্য অংশ নির্ব্বাচনে পটুতা, যাহা সে পাঠ করিবে, তাহার অর্থ যেন সে বুঝিতে পারে। নির্ভুল ভাবে সে যেন পড়িতে পারে। অশুদ্ধ উচ্চারণ সে যেন না করে। যে কথা গ্রন্থে নাই, সে যেন তাহা মনগড়া খেয়ালে যুক্ত করিয়া না দেয়। অখণ্ড-সংহিতা পাঠকে অভিনয়-কলা বা সঙ্গীত-কলার চাইতে বেশী মূল্যবান্ বিদ্যা বলিয়া সে যেন বিশ্বাস রাখে। কোরাণ এবং বাইবেল না থাকিলে ইসলাম বা খ্রীষ্টান ধর্ম্ম থাকিত না। অখণ্ড-সংহিতা পাঠ না করিলে তোমাদের ধর্ম্মও থাকিবে না। তোমরা কত কত পুরাতন কথা কত কত নূতন ঢংয়ে ভাবিয়াছ, তাহার প্রমাণ অখণ্ড-সংহিতাতে রহিয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া শোনা যেমন পুণ্য, শোনানোও তেমনি পুণ্য। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৭)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১লা মাঘ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। * * * জিদের বলেই রিপুজয় করিতে হয়। মিষ্টি কথায় রিপু বশ হয় না। অতীত অনাচারের প্রতি বিন্দুমাত্র দয়া মায়া রাখিও না। সে পথে আর যে যাইবে না, এই প্রতিজ্ঞাটী কর এবং প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টিত হও। জীবনের সকল সদাকাঙ্ক্ষাই যে তোমার পূর্ণ হইবে, তাহা বিশ্বাস কর। আমি মানুষকে বিশ্বাস দিতে, আত্মশক্তিতে নির্ভর দিতে, সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে প্রেরণা দিতেই আসিয়াছি। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২রা মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৮৫

(১৬ই জানুয়ারী, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তোমার পত্র পাইলাম। কাহারও গৃহমধ্যে প্রণব-বিগ্রহ থাকিলে সেই বিগ্রহের সম্মানার্থ আমার প্রতিকৃতি কেহ সরাইয়া নিলে আমার ক্ষোভের বা দুঃখের কোন কারণ নাই। নিজ নিজ গৃহমধ্যে কে কি করিতেছে, তাহা নিয়া সি, আই, ডি, গিরি, বা ফৌজদারী মামলা শুরু হওয়া সঙ্গত নহে। সর্ব্বসাধারণকে লইয়া যখন সমবেত উপাসনা কর, তখন আমার প্রতিচিত্রের কোন প্রয়োজন পড়ে না। কারণ, সমসাধক-রূপে আমার জন্য তো একটী আসন তোমাদের সকলের সম্মুখে বা সকলের পশ্চাতে রহিয়াই গিয়াছে। পুপুন্‌কী, বারাণসী বা কলিকাতা আশ্রমে বিগ্রহ-মন্দিরে পূজার স্থানে আমার কোন প্রতিমূর্ত্তি নাই। কারণ, সমসাধক-রূপে তোমাদের সাথে বসিবার জন্য আমার তো একটী আসন আছেই।

অনেক দিন যাবৎ কে কোথায় কি প্রথার অনুসরণ করিতেছে, তাহা আমার স্মরণ থাকা সম্ভব নয়। আমার পরিপক্ক জীবনের আদেশ নির্দ্দেশ ও উপদেশের উদ্দেশ্যকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়া প্রত্যেকে তদুচিত ভাবে নিজ নিজ আচরণকে একটু আধটু পরিবর্ত্তিত করিতে পার না কি? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

(৩৯)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২রা মাঘ, ১৩৮৫

(১৬ই জানুয়ারী, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সমবেত উপাসনার মত ব্যাপারে প্রত্যেক অখণ্ডের একথা মনে রাখা উচিত যে, প্রত্যেককে এমন ভাবে চলিতে, বলিতে, ভাবিতে হইবে যেন মতভেদ ব্যতীত ঝগড়া কলহ ছাড়াই সব কাজ হইতে পারে।

সাধারণ রীতি এই যে, একই শহরে এবং গ্রামে একই তারিখে কেই সময়ে উপাসনা আরম্ভ হওয়া ঠিক নহে। কারণ, তাহাতে মিলনেচ্ছু জনতার সংখ্যা কমিয়া যাইতে পারে। কিন্তু যেখানে শহরটী বা গ্রামটী বেশ বড়, লোকেরা দু'ভাগ হইয়া উপাসনায় গেলে দুই স্থানেই সফলতার সম্ভাবনা আছে, সেখানে একই দিনে একই তারিখে আলাদা আলাদা সমবেত উপাসনা থাকিলে দোষ কি? কলিকাতায় আমাদের উপাসনা গুরুধামে হয় বলিয়া এক ফার্লং দূরবর্ত্তী কাঁকুড়গাছি মণ্ডলীতে বা চারি ফার্লং দূরবর্ত্তী মাণিকতলা মণ্ডলীতে একই তারিখে, একই সময়ে উপাসনা থাকিতে তো কোন বাধা হয় না।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সমবেত উপাসনার সৃষ্টি হইয়াছে পারস্পরিক প্রেম সৃষ্টির জন্য। তোমরা ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়া কলহ করিবে কেন? যত অধিক লোকের গৃহে অনুষ্ঠানটি হয়, ততই তো ভাল। সকলের গৃহ পবিত্র হউক, সকলের গৃহ পুণ্যতীর্থ হউক, ইহাই তো বাঞ্ছনীয়।

সমবেত উপাসনাকে লোকপ্রিয় করিবার জন্য তোমাদের যাহা প্রয়োজন, তাহা হইতেছে উপাসনা-অনুষ্ঠানে ইচ্ছুক মানুষগুলির সহিত প্রেমের টান রাখা। অপ্রেমিক কর্ত্তৃত্বলিপ্সা বা আবেচক জিদ্ কাহারও মনঃক্ষোভ উৎপাদন করিলে প্রকৃত কাজের ক্ষতি হইয়া গেল। প্রচলিত নানাবিধ পূজা লইয়া আঠার ঊনিশ শতাব্দী তোমরা কলহ করিয়াছ। তাহারই তো প্রতিকারার্থে ভেদবুদ্ধির বিমর্দ্দক সমবেত উপাসনার আবির্ভাব ঘটিল। কথাটা প্রত্যেকে মনে রাখিও। ডিব্রুগড়ে হালখাতার দিন দোকানে দোকানে সমবেত উপাসনা হয়। একই সঙ্গে চলিতে পারে না, এইজন্য পর পর হয়। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যোগদানকারীরা এই উপাসনা করে, এই প্রসাদ খায়। হাসিমুখে কথা বলে, কীর্ত্তন করিতে করিতে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে থাকে। একন প্রেমময় দৃষ্টান্ত চোখের সম্মুখে থাকিতে তোমরাই কেবল কলহ করিবে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪০)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৩রা মাঘ, বুধবার, ১৩৮৫
(১৭ই জানুয়ারী, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইলাম। সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপায় হইতেছে সাহিত্য-চর্চ্চা। নিয়ত অনুশীলন কর এবং যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে থাক। যোগ্যতা বাড়িলে একদা সমাদৃত হইবেই।

যাহাই লেখ জগৎ-কল্যাণ সঙ্কল্প লইয়া লিখিও। কেহ কেহ অর্থোপার্জ্জনের জন্য লেখেন, কেহ কেহ নাম কিনিবার জন্য লেখেন, কেহ কেহ মানুষকে এমন আমোদ দিবার জন্য জন্য লেখেন, যাহা অতীব তরল এবং ক্ষণিক সুখদায়ক। এই সব উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া লিখিও না। লিখিতে থাক, জগৎ-কল্যাণ প্রেরণার দ্বারা সঞ্জীবিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়া। অন্য উদ্দেশ্যে লেখা বন্ধ করিয়া দাও। পরম করুণাময় পরমেশ্বর তোমাকে সেই শক্তি দান করুন, এই প্রার্থনা করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

(৪১)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৩রা মাঘ, ১৩৮৫
(১৭ই জানুয়ারী, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অসুস্থতা তোমাকে নির্জ্জীব করিয়া রাখিয়াছে, ইহাতে কোন ক্ষতি দেখি না। তুমি তীব্রভাবে জগতের কল্যাণ-চিন্তা করিতে থাক,— তাহাতেও জগতের কল্যাণ সাধিত হইবে। চিন্তায় আমরা অকপট ও একাগ্র নহি বলিয়াই তো, অধিকাংশ চিন্তা কাজে ফলে না। বিশ্ববাসী প্রত্যেকের চিন্তার বিশুদ্ধি-সাধন এই জন্যই প্রয়োজন। তুমি আর আমি এই রকম দুই জন বা চারি জন লোক যদি একাগ্র মনে সৎচিন্তা করি, তাহা হইলে তাহার ফলও আস্তে আস্তে বিশ্ববাসী প্রত্যেকের মনে বিসর্পিত হইতে পারে। একদল লোক বেপরোয়া ভাবে ভোগচিন্তা করিতেছে বলিয়াই বহু দল লোক অনায়াসে ভোগপরায়ণ হইতেছে, ইহা বিশ্বাস করিও। সুতরাং একদল লোক একাগ্র নিষ্ঠায় ত্যাগ-চিন্তা করিলে তাহার শুভফল অপর শত শত দল লোকের উপর প্রতিফলিত হইবেই, ইহাও বিশ্বাস কর। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪২)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৪ঠা মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৫
(১৮ই জানুয়ারী, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

গাভীর পরিচর্য্যা করিতে জানে, এমন একটী লোক পুপুন্‌কী আশ্রমে এখনই প্রয়োজন। তুমি যদি ইচ্ছা কর, তবে এই পত্রখানা সহ পুপুন্‌কী আশ্রমে যাইতে পার, ছয় মাস থাকিবার পর যদি বুঝিতে পার যে, ওখানে তোমার প্রাণের পরিতৃপ্তি ঘটিবে, তাহা হইলে অবশ্যই স্থায়ী-রূপে থাকিবার ব্যবস্থা আমি করিয়া দিব। তুমি কাজের লোক হইলে আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ তোমাকে রাখিবার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা নিশ্চয়ই করিবেন।

অখণ্ডমতে একটী প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিয়াছিলে, তোমরা ব্রাহ্মণ পুরোহিত লাগাও নাই বলিয়া সমস্ত গ্রাম তোমাদিগকে এক ঘরে করিবে লিখিয়াছ। আমার মনে হয়, ইহাতে তোমাদের উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণ নাই। ঘটনা যাহাই ঘটুক, বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতি প্রেমশীল থাকিও। জয় তোমাদেরই হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

(৪৩)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৪ঠা মাঘ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমরা চরিত্র-গঠন-আন্দোলন করিতেছি, তাহার ফলে সমাজ হইতে ব্যভিচার বিদূরিত হইলে বিরাট কৃতিত্বের আমরা দাবী করিতে পারিব, কিন্তু ততটুকুতেই আমরা সন্তুষ্ট হইব না, ঘরে ঘরে দম্পতীরা শান্তিতে আছে, ইহাও চাই। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ব্যবহার সশ্রদ্ধ হইবে, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ব্যবহার সস্নেহ হইবে, একে অপরের পক্ষে অশান্তির হেতু হইবে না, কলহ ও কটূক্তি দ্বারা একে অপরের জীবনকে বিষাক্ত করিবে না, পারস্পরিক ব্যবহারে ভদ্রতা থাকিবে, থাকিবে সন্তোষ ও সৌজন্য, থাকিবে পরিপূরণের ইচ্ছা, থাকিবে সম্ভ্রম ও সম্মান, —ইহাও চাহি। একটী গৃহস্থের জীবনে যেখানে শান্তি আসিয়াছে, দেখিতে না দেখিতে সেখানে যেন সহস্রটী ক্লেদাক্ত সংসার শান্তির নীড়ে, শক্তির উৎসে, সঞ্জীবনার মূলাধারে পরিণত হইয়া যায়। আমি প্রকৃত প্রেমের উন্মেষ দেখিতে চাহি। কারণ, প্রেমই জীবন, অপ্রেমই মৃত্যু-যন্ত্রণা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৪)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৪ঠা মাঘ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার দেবতুল্য স্বামী তোমার প্রতি হঠাৎ অশালীন আচরণ করিতেছেন জানিয়া দুঃখিত হইলাম। আমি তাহাকেও পত্র দিলাম। তোমাদের নিশ্চয়ই কোন ব্যাপারে ভুল বুঝাবুঝি হইয়াছে। পরস্পর আলোচনা করিয়া উভয়েই নিজ নিজ ভুল সংশোধন কর। ভ্রমহীন মানুষ হয় না। মানুষ-মাত্রেই কত ভুল করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা আত্মসংশোধনও করে। তোমাদিগকে তাহাই করিতে হইবে। স্বামী কোন ভুল দেখাইয়া দিলে তাহা নিয়া তর্কাতর্কি না করিয়া ত্রুটী-সংশোধনে সম্মত হইও। স্বামীর কোন ত্রুটী থাকিলে বিনীতভাবে তাহা দেখাইও। সে সাধুজন বলিয়া লোকমধ্যে পরিচিত। মিষ্ট ভাষায় দোষ দেখাইলে সে লজ্জিত হইয়া আত্মসংশোধন করিবে। সংসারী-জীবনে সুখী হইবার ইহা একটী সাধারণ সূত্র। তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে, নির্ব্বোধের মত চলিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

(৪৫)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৮ই মাঘ, সোমবার, ১৩৮৫
(২২শে জানুয়ারী, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কল্যাণীয়া সাধনার নামীয় তোমার পত্র পাইলাম। সাধনা এখন বারাণসী ধামে আছে। এইজন্য আমি প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি।

মা ডাক বড় মিষ্টি ডাক। এই জন্যই রমণীমাত্রকেই আমরা মা ডাকিতে ভালবাসি। এইজন্যই স্বদেশ আমাদের মা, এজন্যই বসুন্ধরা আমাদের মা। ইহাদের সকলকেই আমরা আমাদের গর্ভধারিণী জননীর প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি। যার জন্মদাত্রী মাতা নাই, চলিয়া গিয়াছেন পরলোকে, তার অন্তরে সুষমামণ্ডিত মাতৃভাবকের চিরকোমল, চিরশ্যামল রাখিবার জন্য ইহারা জাগ্রত দেবতা বা পূজ্য বিগ্রহ। এই মাতৃভাব হিন্দুকে স্থায়ী করিয়াছে, নতুবা দুই হাজার বৎসরের নানা উপপ্লবে হিন্দু-সমাজ, হিন্দু-আদর্শ একেবারে লোপ পাইয়া যাইত। কেবল অদ্বৈত ব্রহ্মবাদই হিন্দুকে বাঁচায় নাই, হিন্দুকে বাঁচাইয়াছে তাহার অসাধারণ মাতৃভাবও। তোমাদের জন্মেরও

অনেক আগে আমি খুলনা ঘুরিয়া আসিয়াছি। খুলনা শহরে চারি পাঁচ দিন ধরিয়া আমি ভাষণমঞ্চ হইতে অথবা নিভৃত জনসমাগমে যেখানে যখন যাহা বলিয়াছি, তাহার আসল কথা স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব। আমি কারাপাড়া, বাগেরহাট, দৌলতপুর কলেজ, শোলারকোলা হাট, গোয়ালমঠ প্রভৃতি স্থানে যাহা যাহা বলিয়াছি, তাহারও সারমর্ম্ম ইহাই। দেশ-ব্যবচ্ছেদের ফলে কত স্থানের মানুষ কত স্থানে গিয়াছে, কিন্তু আমার প্রচারিত সত্য এখনও জাজ্জ্বল্যমান এবং স্থায়ী রহিয়াছে। তোমাদের প্রশংসনীয় মনোভাব তার প্রমাণ। মানুষ জন্মের পর জন্ম নিবে, কিন্তু আমার কথিত এই সকল ঋষিবাক্য কখনও বিনাশ পাইবে না। তোমরা স্থানীয় কিশোরীদের মধ্যে এই পরমশ্রদ্ধেয় উপাদেয় মাতৃতত্ত্ব প্রচার করিতে থাক। হিন্দুর মেয়েরাও আমাদের মা, মুসলমানের মেয়েরাও আমাদের মা, খ্রীষ্টানের মেয়েরাও আমাদের মা, মানুষের ধর্ম্মের পার্থক্য আমাদের মধ্যে মাতৃভাবের ও মাতৃবোধের কোন তারতম্য বিধান করিতে পারে না। শুধু কথা কহিয়াই ক্ষান্ত হইও না, কাজও করিতে থাক। কর্ম্মসহকৃত হইলে কথায় ওজন বাড়ে, মহিমা বাড়ে। জীবনের প্রতি পাদবিক্ষেপে মহিমান্বিত হও, এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

(৪৬)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৮ই মাঘ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইলাম। একশ্রেণীর যুবক আছে, যাহারা প্রেম করিতে ভালবাসে, কিন্তু তরুণ-কিশোরীদের মন মজাইবার পরে বিবাহ করিতে আর সম্মত হয় না। ইহারা কেবল কাপুরুষই নহে, প্রতারকও। আজকালকার সাবিত্রীরা অনেকে প্রাচীন সাবিত্রীর আদর্শে নিজের মনকে কেবল পাখী পড়াইতে থাকেন, মন যখন একবার দিয়াছি, তখন অন্যস্থানে বিবাহিতা হইয়া দ্বিচারিণীর দুর্নাম কিনিব না। তোমার অবস্থাটা ঠিক তাহাই হইয়াছে।

বসন্তের কোকিল ডাকিলেই হাতের কাছে যেই যুবকটিকে পাওয়া যাইবে, তাহারই গলা জড়াইয়া ধরিয়া প্রাণবঁধূয়া সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতে হইবে, এমন অপশাস্ত্র তোমরা কোন্ কলেজে পড়িয়াছ? লেখাপড়া শিক্ষার দৌলতে তোমাদের লাজ-লজ্জা চলিয়া গিয়াছে, ইহাতে আমি আফশোষ করি না, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান ও ভবিষ্যৎচিন্তা কেন শিকায় তুলিবে? একজনের সঙ্গে প্রেম করিয়াছ এবং তোমার গুরুজনেরা তাহাতে খুশী হইয়াছেন, ইহাই তো সব চাইতে বড় কথা নহে, ছেলেটার

মা বাপ যে বাঁকিয়া বসিবেন না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? ছেলেটা হয়ত জাতিতে উঁচু, তুমি হয়ত জাতিতে নীচু, সুতরাং ছেলের পিতামাতা অসম্মতি জানাইতেই তো পারে। অসম্মতি জানান সঙ্গত, এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু স্মরণাতীত কাল হইতে এরূপ ব্যাপারে পুত্রের পিতামাতা প্রায় চিরকাল আপত্তিই তো করিয়াছেন। অথবা ছেলের পিতামাতা জাতির ঝকমারীকে গণনায় না আনিলেও মোটর সাইকেল, রেকর্ড-প্লেয়ার, টেলিভিসন, কয়েক ভরি সোনা এবং নগদ কিছু রৌপ্যমুদ্রা প্রত্যাশা করেন। ছেলেটি তো বলির পাঁঠা। একবারই হয়ত বলি হইবে। বাজারে চড়াহাটে বিক্রীর সুযোগ পাইলে সস্তায় বা মুফৎসে ছাড়িবেন কেন?

অপর কথা, সব চাইতে বড় বিবেচ্য বিষয় এই যে, ছেলেদের মন স্ত্রীলোকদের চাইতে অধিকতর চঞ্চল। যে সকল ছেলে পরের মেয়ে নিয়া খেলা করে, তাহারা একটী মেয়েকে শিকার করে না, কখনও কখনও অনেক মেয়ের পিছনে তাড়া করে। একটীকে নিয়া প্রেম-পিপাসা মিটিবার পূর্ব্বেই সে আর একটী মেয়েকে নিয়া প্রেমাভিনয় শুরু করে। চিরকালই এই রীতি ছিল কিনা, আমি বলিতে পারিব না। কিন্তু এই বিষয়ে আমার যতটুকু জানা আছে, তাহাতে আমি মেয়েদের ক্ষেত্রেই দোষীর সংখ্যা কম দেখিয়াছি। পুরুষদের মধ্যে বহুচারীর সংখ্যা যত অধিক, মেয়েদের মধ্যে বহুচারিণীর

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সংখ্যা তত অধিক নহে। মেয়েরা সরল বিশ্বাসে প্রেম করে এবং পরে ঠকে।

তুমি ঐ বিশ্বাসঘাতক ছেলেটার কথা ভুলিয়া যাও। যে তোমাকে প্রতারণা করিতে পারিয়াছে, তাহার জন্য আবার আকাঙ্ক্ষা কেন? তুমি ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া নিজে সৎ থাক, ছেলেটিকে কব্জায় আনিবার চেষ্টার কোন প্রয়োজন নাই। দুইদিন আগে সে তোমাকে ছাড়া জানিত না। আর আজ সে তোমাকে চিনিতে পারে না। এ অপরাধ ক্ষমার যোগ্য নহে। তোমার বিবাহ অন্যত্র হউক এবং তুমি সেখানেই সুখী থাকিবার চেষ্টা কর। তুমি ঐ ছেলেটিকে মন হইতে মুছিয়া ফেল। মনে কর, তাহার সহিত জীবনে কখনও দেখা হয় নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৩ই মাঘ, শনিবার, ১৩৮৫

(২৭শে জানুয়ারী, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার কার্ডখানা পাইলাম। এই জাতীয় কার্ড আরও দুই

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দশখানা আসিয়াছে, একই বিষয় লইয়া নানা জনের নানা প্রশ্ন। অধিকাংশ প্রশ্নের জবাবই সাধারণ বুদ্ধি হইতে পাওয়া যায়। অকারণ প্রশ্ন করাটা একটা রোগ, কিছুকাল নিজে নিজে প্রশ্নের সমাধান আবিষ্কার করিবার চেষ্টা থাকিলে বেশীর ভাগ সমস্যার সমাধান ঘরে বসিয়াই পাওয়া যায়। তোমরা একবার চেষ্টা করিয়াই দেখ না।

প্রশ্ন হইয়াছে, ওঙ্কার-বিগ্রহকে শীতকালে রাত্রে লেপের নীচে রাখিতে হইবে কিনা, গ্রীষ্মকালে পাখার বাতাস চাই কিনা, বর্ষাকালে মশারী টাঙ্গাইয়া না দিলে মশার কামড়ে তাঁর জ্বর হইবে কিনা, দৈবাৎ জ্বর হইয়া গেলে কবিরাজী ঔষধ দিব, না, হেকিমী দাওয়াই দিব? একটু চিন্তা করিলেই বুঝিবে, প্রশ্ন নিরর্থক। সর্ব্বেশ্বরের যিনি প্রতীক, তিনি শীত-গ্রীষ্মের অতীত, তাঁহার হাঁচি, কাসি, বমি বা অন্যান্য উৎপাত নাই। তাঁহাকে একটা মানুষের বাচ্চা ভাবিয়া খেলা করিবার আবশ্যকতা কি আছে? বলিবে, ভোগ-নৈবেদ্য দাও কেন? ফুল-বেলপাতা চড়াও কেন? আসল কথাটি তো হইতেছে এই যে, আমি নিজেকেই নিজে নৈবেদ্য-রূপে সমর্পণ করিতেছি, পুষ্পাদির দ্বারা আমি পরম-প্রভুর উদ্দেশ্যে আত্মাঞ্জলি দিতেছি। এই সহজ সত্যটুকু মনে রাখিতে কষ্ট কোথায়?

প্রশ্ন হইতেছে যে, আমার নিকটে দীক্ষিত না হইলেও কোন ব্যক্তি সমবেত উপাসনা পরিচালন করিতে পারেন কিনা? পারেন, তবে শর্ত্তাধীনে। উপাসনা পরিচালনের যোগ্যতা,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, আগ্রহ এবং ভক্তি থাকিলেই তিনি তাহা পারেন, ইহাতে বাধা নাই। যেখানে লং-প্রেয়িং-রেকর্ড আছে, সেখানে উপাসনা পরিচালনার জন্য অন্য লোকের প্রয়োজন কি? আমরা তো এখানে রেকর্ডের সঙ্গে মিল রাখিয়া প্রত্যহ সমবেত উপাসনা করিতেছি। আমাদের তো আলাদা উপাসনা পরিচালকের প্রেয়োজন হইতেছে না।

প্রশ্ন হইয়াছে, অনখণ্ড ব্যক্তির পক্ষে কোন মণ্ডলীর সম্পাদকত্ব করা চলে কিনা? নিশ্চয়ই চলে, যদি সে যোগ্য হয়। সম্পাদকের কি যোগ্যতা থাকা দরকার, তাহা প্রত্যেকেই সহজে বুঝিতে পার।

না, কোন সম্পাদকের পক্ষেই মণ্ডলীর অনুষ্ঠান-সমূহে, বিশেষ করিয়া সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় অনুপস্থিত থাকা উচিত নহে। করণীয় কাজগুলি করিব না, অথচ, সভাপতির পদ, সম্পাদকের পদ দখল করিয়া থাকিব, ইহাকে ভণ্ডামীও বলিতে পার, প্রতারণাও বলিতে পার, দস্যুতাও বলিতে পার, ইহা বর্জ্জনীয়।

যেখানে দেখিবে মণ্ডলী নিয়া কলহ, সেখানে এক লাফে মণ্ডলীর বেড়া ডিঙ্গাইয়া রাস্তায় নামিও। তরুচ্ছায়ায় বসিয়া ক্লান্ত পথিককে অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করিয়া শুনাইও, তাহাতেই তোমার ইষ্টসিদ্ধি ঘটিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৮)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২২শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৮৫

(৭ই মার্চ্চ, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমাদের পিতামাতার বিবাহ যে নিয়মে হইয়াছিল পুরোহিতের সাহায্যে, সেইরূপ বিবাহ আমার মতে প্রশংসনীয়। কিন্তু পুরোহিতের অত্যাচারে বা দাপটে অথবা পুরোহিত না পাওয়ার দরুণ কিম্বা প্রাচীনতমের প্রতি অন্তরের পূর্ণ শ্রদ্ধা না থাকার দরুণ কেহ বিবাহ করিতে না পারিলে অখণ্ডমতে বিবাহ তাহার পক্ষে সুপ্রযোজ্য। কিন্তু সামাজিক কলঙ্ক ঢাকিবার কৌশল-রূপে কোথাও অখণ্ডমতে বিবাহ হইলে সেই বিবাহ-প্রাঙ্গণে নিজেদের উপস্থিত করিয়া জড়িত করা অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হইতে পারে। এই হিসাবে তুমি ঠিক কাজই করিয়াছ। তবে যাহারা নিজেদিগকে বিবাহিত বলিয়া মনে করিতেছে, তর্ক, যুক্তি, বিদ্রূপ বিরুদ্ধতার দ্বারা তাহাদের ক্ষুদ্র সংসারে অশান্তি সঞ্চারিত করার অধিকার তোমার, আমার বা জনসাধারণের কাহারওই নাই। আমরা সংযম ও সদাচারের উপদেশ দিতে পারি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও যদি কোথাও কিছু ঘটিয়া যায়, তবে ঐ ব্যাপার নিয়া আমাদের আর মাথা ঘামাইবার দরকার নাই।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

এক সময়ে হিন্দুরা সুন্দরী ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বিনী পাত্রীকে বিবাহ করিবার লালসায় নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করিত। একজনে দুইজনে নহে, দলে দলে করিত। গুরুনানক বিবাহ-ব্যাপারে জাতি-সংস্কারটিকে শিথিল করিতে ক্ষমতাবান্ হওয়ায় হাজার হাজার বিবাহার্থী পুরুষের নিজ ধর্ম্ম-ত্যাগের প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছিল, এই কথাটিকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। সুতরাং কোন দম্পতি একবার বিবাহিত হইয়া গেলে তাহাদিগকে শান্তিময় জীবন-যাপন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

বিবাহ যে একটা পবিত্র অনুষ্ঠান, একথা আমাদের পিতৃপুরুষেরা মানিতেন, আমরাও মানিব, কিন্তু প্রথাগুলি অনেক সময় সমাজকে রক্ষা করে। বাজার হইতে গণিকা আনিয়া ঘরের লক্ষ্মী করিবার প্রথা এখনও সমাজ-মধ্যে প্রচলিত হয় নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রথাভঙ্গকারীকে সমর্থন করা অনেক সময়ে ক্ষতিকর হইতে পারে। কিন্তু কাহাকেও সমর্থন করিব না বলিয়া বিরুদ্ধতায় বিমর্দ্দিত করিতে হইবে, এমন কোনও মাথার দিব্যি নাই। আজ যে ভ্রষ্ট, কাল সে কল্যাণনিষ্ঠ হইলেও হইতে পারে। সুদূরের এই সম্ভাবনাটুকুকে স্বীকার করিয়া নিয়াই নিজেদের আচরণ এবং লোক-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন। জগতে আদর্শকে চিরকালই অমলিন রাখিতে হইবে, কিন্তু প্রথাগুলি ত' পরিবর্ত্তনশীল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৯)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৭শে ফাল্গুন, সোমবার, ১৩৮৫

(১২ই মার্চ্চ, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমার সন্তান-মাত্রেরই কিছু বিশেষত্ব থাকা প্রয়োজন। আমার সন্তানেরা কখনও ভিক্ষা করিবে না, গর্ব্বিত হইবে না, পরনিন্দা করিবে না, আমার গৃহী ও ত্যাগী প্রত্যেকটী সন্তান সাধ্যমত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে, চরিত্র-গঠন-আন্দোলনকে বেগবত্তর হইবার সহায়তা করিবে, সকল দেশের সকল মানুষকে ভালবাসিবে, পরোপকার তথা জগন্মঙ্গলকে জীবনের প্রধান লক্ষ্য করিবে।

গৃহী হইয়াও যাহারা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে চাহিতেছ, তাহারা নিজেদের ব্রতের কথা গোপন রাখিবে, সংযম-পালনে স্ত্রী স্বামীকে এবং স্বামী স্ত্রীকে সহায়তা করিবে।

উল্লিখিত বিশেষত্বগুলি অর্জ্জনের জন্য সকলে সাধ্যমত যত্ন-পরায়ণ হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

(৫০)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৪ঠা চৈত্র, রবিবার, ১৩৮৫
(১৮ই মার্চ্চ, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

* * * হতাশ হইয়া যাইবার কোনও কারণ নাই। মৃত্যু অপেক্ষাও হতাশা অধিকতর ক্লেশদায়ক। মৃত্যুর কথাও ভাবিও না, হতাশার কথাও ভাবিও না। পরমেশ্বর নিশ্চয়ই তোমাকে মেঘমুক্ত আকাশ দিবেন, মলমুক্ত বাতাস দিবেন, মায়ামুক্ত সংসার দিবেন, দোষমুক্ত চিন্তা দিবেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫১)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৫ই চৈত্র, সোমবার, ১৩৮৫
(১৯শে মার্চ্চ, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। যাহা যাহা করিতেছ বা করিতে চাহিতেছ, তাহা চালাইয়া যাও, তোমাদের সংস্পর্শে আসিয়া নিত্য নূতন মানুষের দেবত্ব ফুটিয়া উঠিতে থাকুক। মানুষ-রূপে আমি যাহা আছি, তাহাকে প্রচার করিয়া লাভ নাই। আদর্শ-রূপে আমাকে যাহা পাও, তাহার অশরীরী সম্ভাবনার দিকে তাকাইয়া কাজ করিও। দল বাড়ান যেন আমাদের লক্ষ্য না হয়। বল বাড়ান প্রয়োজন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫২)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১০ই চৈত্র, শনিবার, ১৩৮৫
(২৪শে মার্চ্চ, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার ৭-৩-৭৯ ইং তারিখের পত্রে মনোহরপুর হইতে ফিরিয়া আসিবার পথের যে বিবরণ দিয়াছ, তাহা পাঠে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলাম। কেহ শত্রতা-বশতঃ এইরূপ করিয়াছে, মনে হয় না। যে সকল স্বভাব-গুণ্ডা আজকাল এসব করিতেছে, ইহা তাহাদের কীর্ত্তি বলিয়া সন্দেহ হয়। যাহা হউক, এভাবে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

রাত্রে আর চলাফেরা করিবে না, একাকী পথ-পর্য্যটন না করাই ভাল। সকলেই যে দারিদ্র্য বশতঃ লুণ্ঠনাদি করে, তাহা নহে। অনেকে প্রবৃত্তির তাড়নায় নিষ্প্রয়োজনেও অপরাধ করিয়া থাকে। সুতরাং চরিত্র-আন্দোলনের যে প্রয়োজন আছে, ইহাতে দ্বিমত হইবার কোন কারণ দেখি না, ভগবানের দেওয়া জীবন ভগবানের কাজেই ব্যয়িত হউক। কিন্তু সতর্ক থাকায় কোন দোষ নাই। তুমি বিপজ্জনক স্থানে গিয়াও সাহসের সহিত কাজ করিতেছ, ইহা গৌরবের কথা। কিন্তু সাবধানতাকে কাপুরুষতা বলা ভুল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৩)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৩১শে বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৮৬

(১৫ই মে, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছ, দীক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ কর নাই, বিবাহ করিয়াছ দীক্ষালব্ধ সাধনের পথ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কয়েক বৎসর অনুবর্ত্তন করিবার পর। কিঞ্চিৎ শক্তিলাভ করিবার পরে। ইহার ফলে তুমি অল্পশ্রমে পত্নীকে নিজের মনোভাবের অনুকূল-রূপে গড়িবার সুযোগ পাইয়াছ এবং অন্য গৃহস্থদের তুলনায় অধিকতর শান্তিতে আছ। একটার পর একটা করিয়া আমার বইগুলি নিয়ম করিয়া ইহাকে পড়িয়া শুনাইতে থাক। তাহার ফলে বিনাক্লেশে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত্তি প্রস্তুত হইয়া যাইবে। এই দামী কথাটা তোমার অনেক গুরুভ্রাতারা বুঝিতে পারে না। নতুবা আমার বইগুলি লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত। নিজের পূজা-প্রবর্ত্তনের জন্য আমি কখনও কিছু করি নাই, বলি নাই বা ভাবি নাই। সর্ব্বজীব-কুশলের জন্য আমার চিন্তা, বাক্য ও উদ্যম। আমাকে বুঝিতে হইলে আমার বাক্যের মধ্য দিয়া আমার জীবনকে, আমার জীবন-কর্ম্মের মধ্য দিয়া আমার বাক্যকে বুঝিতে হইবে।

নিমন্ত্রণ পাইলেও যাহারা সমবেত উপাসনায় আসে না, তাহাদের উপর রাগ করিও না, অভিমান করিও না, বিরোধ-ভাব পোষণ করিও না। বনপথে যাইতে হইলে একাকী দূরবর্ত্তী স্থানে যাইও না। ঐরূপ সকল স্থানে দিনের বেলায়ই সমবেত উপাসনা হওয়া উচিত। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

(৫৪)

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২রা জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৬
(১৭ মে, ১৯৭৯)

হরিওঁ

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পর পর একই মর্ম্মের দুইখানা পত্র পাইলাম। টেলিগ্রামে পয়সা নষ্ট না করিয়া এরূপ ডুপ্লিকেট পত্র লেখা ভাল। দুইটী পত্রের একটী পত্র হাতে পড়িবেই এবং পত্র পড়িয়া সকল বিষয় বোধগম্যও হইবে। আমি এই জন্য অনেক স্থলে টেলিগ্রাম না করিয়া ডুপ্লিকেট পত্র লিখিয়া থাকি।

মণ্ডলীর বার্ষিক অধিবেশনের নিমন্ত্রণ-পত্র কুড়ি-একুশ দিন হাতে রাখিয়াই ডাকে দেওয়া উচিত। শুধু তাহাই নহে, সাক্ষাৎ মত দেখাশুনা করিয়া মৌখিক আলোচনার দ্বারা যত অধিক জনকে সম্ভব সম্মেলনে যোগদান করিতে আগ্রহী করা উচিত। কেননা, বিজ্ঞ জনগণের বুদ্ধিদীপ্ত উপদেশ-শ্রবণই এই ব্যাপারে একমাত্র কাম্য নহে, এই সব আলোচনা শুনিবার জন্য আগ্রহী জনতার সমাবেশও একটা অত্যাবশ্যকীয় কথা, যাহারা শুনিলে সমাজের লাভ হইবে, সেই অখণ্ডেরা নিজ নিজ ঘরে বসিয়া নিদাঘ-নিদ্রা উপভোগ করিবে, ইহা কোন কাজের কথা নহে। অনেকে শীতের মধ্যাহ্নে লেপ মুড়ি দিয়া

ঘুমায়, তবু বার্ষিক সভায় আসে না, ইহারা সকলেই হতভাগ্য। নির্দ্ধারিত তারিখে যদি কতিপয় চপল যুবক, নিঃশেষিত-আয়ু কতিপয় স্থবিরবৃদ্ধ এবং সমাজে প্রভাবহীনা দুই একটী মহিলাই মাত্র আসিয়া থাকেন, তবে সকলের অনুমতি লইয়া বার্ষিক সভাধিবেশনের উপযুক্ত অন্য আরেকটী তারিখ ঠিক করিয়া প্রচার করিবার সুযোগ নেওয়া ভাল। কারণ, বার্ষিক সভায় অন্যান্য দুই তিনটী প্রধান উদ্দেশ্যের সঙ্গে এই একটী উদ্দেশ্যও থাকে যে, এই অধিবেশনের ফলে সমস্ত কর্ম্মী-সংঘে কর্ম্মোদ্যমের নবীন প্রেরণা জাগরিত হইবে। সভাধিবেশনের পূর্ব্বে যে কয়েকটা দিন ব্যক্তিগত সংযোগ-স্থাপনের কথা লিখিলাম, তাহার উদ্দেশ্য কিন্তু ইহা।

পুরাতনেরা বার্ষিক অধিবেশনে না আসিলে অধিবেশন অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সৎসাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে, নূতনেরা সভায় যোগদান না করিলে শ্রমদক্ষ নূতন নূতন কর্ম্মী-সৃষ্টির ব্যাঘাত হইবে। এবং দুর্নাম হইবে যে, বুড়ারাই সমস্ত ক্ষমতা অধিকার করিয়া লইতেছে। বুদ্ধিমান্, আদর্শের অনুগত, বিনীত-স্বভাব, সাহসী যুবকদিগকে প্রতি বৎসরই নব নব কর্ম্মভার দিয়া আত্মগঠন করিবার সুযোগ দিতে হইবে।

উপরের কথাগুলি খোলাখুলি আলোচনা কর। উপরের কথাগুলির মর্ম্ম বিশদ ভাবে চারিদিকে প্রচারিত কর। জনারণ্যে হারাইয়া যাওয়া নিজেদের ভাইবোনগুলিকে সকলে মিলিয়া

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সযত্নে খুঁজিয়া বাহির কর। তাহারা তোমাদের সভাধিবেশনে আসিলে তোমরা নিজদিগকে সৌভাগ্যবান্ জ্ঞান কর, এই কথা তাহাদিগকে বুঝিতে দাও।

যাহাদের সহিত তোমাদের কলহ আছে, বা ছিল, বার্ষিক সভাধিবেশনের পূর্ব্বেই তাহাদের সহিত প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপন কর। এ কাজটি অবশ্য করণীয়। নতুবা মহাসমুদ্রে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ ছোট ছোট দ্বীপগুলি আস্তে আস্তে জোড়া বাঁধিয়া বা তোড়া লইয়া অবিচ্ছেদ এক পুণ্যময় মহাদেশে পরিণত হইতে পারে না। কথাটা আমি আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, তাত্ত্বিক এবং বাস্তব প্রত্যেকটী দৃষ্টিকোণ হইতে বলিতেছি।

বার্ষিক অধিবেশনে এই পত্রখানা পড়িও, তার আগেই ছাপাইয়া জেলার সর্ব্বত্র প্রচার করিও। সকলকে আমার স্নেহ ও আশিস জানাইও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৫)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

উত্তর ত্রিপুরায় চুরাইবাড়ী হইতে শুরু করিয়া মাণিক-ভাণ্ডার পর্য্যন্ত যে চৌদ্দটী স্থানে শ্রীমান মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে চরিত্র-গঠন-মূলক-জনসভার ব্যবস্থা করিয়াছ, তাহা সময়োচিত হইয়াছে। তবে ঐ পার্ব্বত্য অঞ্চলে যে পরিমাণ পথশ্রম-ক্লেশ বক্তাদিগকে পাইতে হইবে, তাহা ভাবিয়া আমি ক্লিষ্টবোধ করিতেছি। যাঁহারা যান-বাহনের ব্যবস্থা করিবেন, এবং যাঁহারা শয়নাহারাদির দায়িত্ব নিবেন, তাহাদিগকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে বলিও। আমার বজ্রতুল্য স্বাস্থ্য কিন্তু ভ্রমণকালীন অনিয়মে চূরমার হইয়া গিয়াছে। বজ্রকণ্ঠ বক্তা আজ দশ বিশখানা পত্র Dictate করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

চৌদ্দটি স্থানে নূতন নূতন বক্তা আবির্ভাবের সুযোগ দিতে পার কিনা দেখিও। স্থানীয় অল্প-বয়স্ক বক্তারা জনপ্রতি পাঁচ মিনিট করিয়া যদি বক্তৃতা দেয়, তাহা হইলে ভাল ছেলেমেয়েদের বাগ্মিতা অনুশীলনের সুযোগ হইবে। পুপুন্‌কীর আবাসিক ছাত্রদিগকে সর্ব্বদাই এই সুযোগ দেওয়া হইতেছে।

উত্তর বঙ্গের বালুরঘাট-নিবাসী দুইটি ছাত্র পুপুন্‌কী বিদ্যাপীঠে পড়ে। গ্রীষ্মবকাশের দরুণ তাহাদের পিতা গতকল্য দেশে লইয়া গেলেন। অনুমতি চাহিলেন, তাহাদের পুত্রদিগকে যেন পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় নানা স্থানে ভাষণ দিতে আমি দেই। আমি সর্ত্তাধীনে অনুমতি দিলাম। (১) ছাত্রের স্বাস্থ্যহানি করিয়া কোন কাজ করা চলিবে না, (২)

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অভিভাবক-স্থানীয় কোন সৎলোক সঙ্গে থাকিবেন, (৩) বক্তৃতা শেষ হইবার পরে নিভৃতে বসিয়া তাহার বক্তৃতার দোষগুণ বুঝাইয়া বলিতে হইবে, উদ্দেশ্য অতীব পরিষ্কার। ছেলেটি আস্তে আস্তে একটি শান দেওয়া তরবারীতে পরিণত হইবে। রাত্রিকালে নানা দেশে ভ্রমণরত তরুণেরা সহজে কুশিক্ষা পায়। ধ্রুব-প্রহ্লাদের মতন সুন্দর ছেলেরা অনেক সময়ে মামা-বাড়ী, মাসী-বাড়ী, পিসী-বাড়ী প্রভৃতিতে বেড়াইতে গিয়া জীবন-নাশিনী কুশিক্ষা অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছে।

গ্রীষ্মের ছুটিতে পুপুন্‌কীর কোন কোন শিক্ষক পশ্চিমবঙ্গের স্থানে স্থানে ছাত্রদের নিয়া প্রগ্রাম করিবেন। আসাম, নওগাঁ জেলায় বক্তৃতার প্রগ্রাম রক্ষা করিবার জন্য শিক্ষক অজয় সেন ইতিমধ্যে রওনা হইয়া গিয়াছেন। গত বৎসর ত' এগরা গ্রামে (মেদিনীপুর) শ্রীমান্ বরেন শাসমল অসাধারণ সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমার দুশ্চিন্তা ছেলেদের সাঁতার ন-জানা লইয়া।

ত্রিপুরা রাজ্যের তরুণ-বক্তা এবং পুপুন্‌কী আশ্রমের তরুণ-বক্তাদের লইয়া দুইটা টীম করিয়া একবার আসাম, বাংলা, উড়িয়া, বিহার প্রগ্রাম করিলে কেমন হয়?

জেলা কুচবিহার খুব ভাল কাজ করিতেছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

(৫৬)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬
(১৮ই মে, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নিজেকে পাপী, পতিত বা অধম বলিয়া ভাবিতে পারা বিনয়-সামর্থ্যের সূচক বটে, কিন্তু অবিরাম ঐরূপ চিন্তা করা উচিৎ নহে। তুমি ভগবানের সন্তান, ভগবান্ পরম-পবিত্র। সুতরাং তুমিও পবিত্র, এই ধারণা অন্তরে রাখা উচিত। নিজেকে কেবল পাপী ভাবিতে থাকিলে অনেক ক্ষেত্রে মন দুর্ব্বলই হয়। কোন ভুল-ত্রুটী করিয়া ফেলিলে সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ-চরণে ক্ষমা চাহিয়া লইয়া তদ্রূপ ভুল কাজ জীবনে আর কখনও যাহাতে করিতে না হয়, তদ্রূপ প্রতিজ্ঞা করিবে। অকপট মনে ভুল-ত্রুটী স্বীকার করিলে, ভগবান্ তোমাকে বলিষ্ঠ পদ-সঞ্চারে চলিবার যোগ্যতা দেন, সুযোগও করিয়া দেন। চোখের উপরে তোমার পুত্রকন্যারা খেলা করিতেছে, তোমার চলিবার দৃষ্টান্ত, বলিবার ভঙ্গী হইতে উহারা যেন সৎ-প্রেরণা লাভ করে, তাহার দিকে খেয়াল রাখিও। ইহাতেই যথেষ্ট হইবে, ইহা তুচ্ছ তপস্যা নহে। পিতামাতার পক্ষে ইহা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দারুণ এক সাধনা। প্রকৃত ভক্তদের লইয়া আনন্দ কর, এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৭)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬
(১৮ই মে, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়া অবাক হই নাই। কারণ, মায়েদের ভক্তি সর্ব্বাদেশেই এই রূপ বিশ্বতোব্যাপী হইয়া থাকে। এবং সদ্‌গুরু চিনিয়া নিয়া ভক্তিরত্ন আহরণ করতঃ পতিপুত্রের আধ্যাত্মিক পরিপুষ্টি ঘটাইয়া থাকে। কিন্তু চমৎকৃত হইয়াছি এই কথা শ্রবণে যে, আমি এই দেহে এইরূপে এই আকৃতিতে তোমাকে স্বপ্ন-যোগে দীক্ষা দিতে গিয়াছিলাম। দীক্ষাদাতা সদ্‌গুরু স্বয়ং ভগবান্ গিয়াছিলেন, আমি নহি। আমি লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে একটী মানুষ, যাহার একমাত্র ঈশ্বরের নামে দোহাই দেওয়া ছাড়া আর কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। আমি নিজেকে গুরু হইবার যোগ্য বলিয়া না বুঝিলেও

নিজেকে একটী সাধারণ মানুষ বলিয়া জ্ঞান করি। আমি বুঝিয়াছি, আমার ভিতরেও ব্রহ্ম বিরাজ করেন, যেমন তিনি বিরাজ করেন, উষ্ট্রে, অশ্বে, ঐরাবতে, পিপীলিকায়, উইপোকায়, কৃমিকীটে, যেমন তিনি বিরাজ করেন, চড়াই পাখীতে, শুকুনিতে, গরুড় পক্ষীতে। যিনি সর্ব্বত্র বিরাজ করেন, তিনি আমাতেও আছেন, এইটুকু আমার পুঁজি, ইহার অধিক সম্বল আমাতে কিছু নাই। কিন্তু তোমরা প্রবল ভাবে আগ্রহান্বিত হইলে আমি যথাকালে গিয়া বা যে কোন সুযোগ বুঝিয়া তোমাদিগকে দীক্ষা দিয়া আসিব। স্বপ্নের কথা বাহিরে প্রচার করিও না মা, মনে মনেই রাখ।

কিন্তু একটী কাজ করিবার আছে। দীক্ষা যে দিনই নাও, এখন হইতেই আমার চিন্তা-জগৎটির সহিত তোমাদের পরিচয় রাখিতে হইবে। দীক্ষা লাভের পরেও আজীবন এই জগৎটির সহিত পরিচয় রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। নিজেরা ঘনিষ্ঠ পরিচয় রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নব-নরনারীর সহিত পরিচয় স্থাপন করিয়া যাইতে হইবে। অর্থাৎ আমাদের চিন্তাকে আমরা দিগন্ত-বিস্তারিণী এবং বহুপ্রজন্মব্যাপিনী করিতে চাহি। আমি নূতন কথা একটাও কহি নাই। সম্ভবতঃ সবই পুরাতন কথা কহিয়াছি। কোথাও কোথাও হয়ত নূতন ঢংয়ে কহিয়াছি। এই নূতনত্বের কৃতিত্ব আমার নহে, এই কৃতিত্ব অতীতের কোটি কোটি ঋষি-জীবন-যাপনকারী দেব-মানবদের । অতীতকে আমি

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ভবিষ্যতে প্রবহমান রাখিতে চাহি। সে কাজ তোমাদের ধরিতে হইবে। মন্ত্র নিলাম আর শিষ্য হইলাম, শিষ্য হইলাম আর মুক্তি লাভ করিলাম, ইহা নহে। শিষ্য হইয়া গুরুর ধ্যান-জগতের ধারণা-সমূহ দিগ্‌বিদিকে প্রসারিত করিয়া দিতে থাকিলাম, এইরূপ হওয়া চাই। আমার একশত খানা ফটো পূজা করিলে তোমাদের যাহা পুণ্য হইবে, ধৃতং প্রেম্নায় ছাপান আমার একখানা চিঠি বা অখণ্ড-সংহিতায় বিধৃত আমার কিছু বাণী পাঠ করিয়া শুনাইলে তাহার সহস্র গুণ পুণ্য তোমাদের লাভ হইবে, তাহার লক্ষ গুণ মঙ্গল জনসাধারণের ঘটিবে। আমার প্রতিচিত্র অপেক্ষা আমার বাণী মহত্তরা। কারণ, আমার চিন্তা আমার প্রতিচিত্র-পূজনের দিকে লোক-রুচি সৃষ্টির কদাচ সহায়তা করে নাই,—রুচি সৃষ্টি করিয়াছে পরার্থে আত্মদানের। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৮)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার নিকটে কোন পত্র প্রত্যাশাও করি নাই, অথচ তুমি এমন বিষয়ে পত্র লিখিয়াছ, যে বিষয় অত্যন্ত জরুরী হইলেও প্রতীকারের কোন রাস্তা আমার জানা-মতে নাই। দেশপ্রাণ মহানুভব ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারও মনে এই বিষয় নিয়া গুরুতর দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগ সৃষ্ট হইয়াছে কিনা, আমি বলিতে পারি না। আজ রামমোহন নাই, বিদ্যাসাগর নাই, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নাই, যাঁহারা মনে কোন একটা কথা জাগিলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতীকার-পন্থা আবিষ্কারে প্রাণ-বিসর্জ্জনেও প্রস্তুত হইয়া যাইতেন। এরূপ মানুষ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। অশ্বিনী কুমার দত্তের সৎশিক্ষা এবং ছোট-বড় নাম না জানা আরও বহু বহু মহাজনের চেষ্টায়, জেলায় জেলায় ত্যাগ-ধর্ম্মী তরুণেরা আত্মবিসর্জ্জনের মন্ত্রে দীক্ষিত হইতেছিল। কিন্তু ১৯৪১ এর মহাযুদ্ধ ভারতবর্ষে নৈতিক অবনতির এমন তরঙ্গ-তাড়না ইউরোপ হইতে ভারতের বুকে আছাড় মারিয়া ফেলিল যে, আমাদের বিবেক-বুদ্ধি সব লোপ পাইল। চরিত্র-বল রসাতলে গেল, নৈতিক মূল্যমানের অকল্পনীয় অধঃপতন হেতু শিল্প, সাহিত্য, সৌন্দর্য্য, সতীত্ব প্রভৃতি সব ধারণার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল, মানুষ গায়ে-কাপড়েই মানুষ রহিয়া গেল। ভিতরের পশু-প্রবৃত্তিকে ঢাকিয়া রাখিল নাচ, গান, নাটক, সাহিত্য, কবিতা কুচরিত্রের সমারোহ। এতবড় আছাড় ভারতবর্ষ পূর্ব্বে কখনও খায় নাই, যাহার ফলে সব

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

চাইতে বড় জুয়াচোরটা অনায়াসে মহামানবের সম্মান পাইয়া থাকে। কুমারী মেয়ে বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, বি, এ, এবং বি, এড পাশ করিয়াছে, চাকুরী পায় নাই, চাকুরীর সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না, ভ্রাতাদের বিবাহ হইলেই হয়ত পিত্রালয় ছাড়িয়া অজ্ঞাত দেশে ঘুরিয়া মরিতে হইবে অনির্দ্দিষ্ট গোলক-ধাঁধায়,—এই সমস্যা ভারতীয় কুমারীর পক্ষে সুকঠিন। তোমার মত মেয়েকে উচ্চাদর্শ থাকা সত্ত্বেও আশ্রম নামধারী বৈরাগ্য-মূলক প্রতিষ্ঠান-সমূহ ছাড়া আর কোথায় আশ্রয় দেওয়া হইতে পারে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বৈরাগ্য-মূলক কোন প্রতিষ্ঠানেই স্ত্রী-পুরুষেরা একত্র বাস করেন না। ফলে স্ত্রীলোকেরা অরক্ষিত অবস্থাতেই থাকিতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় এবং প্রধান বিপত্তি এই যে, বৈরাগ্য-মূলক প্রতিষ্ঠান-সমূহের সংখ্যাবৃদ্ধি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পরিপন্থি। যত সৎ-প্রতিষ্ঠান হইতেছে, সবই চাঁদা তুলিয়া হইতেছে। প্রচুর আয় না থাকিলে গৃহস্থেরা চাঁদা দিবেন কোথা হইতে?

আয়ের ব্যবস্থা করিতে পারি নাই, আইন-ঘটিত বাধা থাকায় ন্যায়ের সঙ্গত-পথগুলি ধরিতে পারিতেছি না। এই জন্য আমি মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠান গড়িতে পারিলাম না, এই ব্যর্থতার কাহিনী তোমাকে শুনাইতে আনন্দ পাইতেছি না।

তোমাকে কিন্তু হতাশ হইলে চলিবে না মা। যে সুযোগটুকু

হাতের মুঠার মধ্যে আছে, তাহাকে শক্ত করিয়া ধর, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ, একটা পথ নিশ্চয়ই হইয়া যাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৮)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৮৬

(১৯শে মে, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রখানা সময়োচিত হইয়াছে।

তুমি তোমার দুর্গাপুরের শিক্ষক মহাশয়ের নির্দ্দেশে এবং সঙ্গে থাকিয়া সুযোগ মত চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের সভাতে বক্তৃতাভ্যাস করিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম। সৎ বিষয়ে বক্তৃতা দিবে, ইহা তো মহাভাগ্যের কথা। বক্তৃতাটা যদি অসৎ বিষয়ে হইত বা অভিনয় হইত, তাহা হইলে আপত্তি করিবার কারণ ছিল। নাটকের অভিনয় করিতে হইলে নায়কেরা সকলেই সৎকাজ করে না, সৎকথা কহে না। যাহারা অসৎ কথা কহে ও অসৎ-পাত্রের অভিনয় করে, তাহারা অনেকে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কর্ম্ম-জীবনে অসৎ হইয়া থাকে। চরিত্র-সাধনা, স্বদেশ-সেবা, ধর্ম্মানুগত-জীবন, প্রভৃতি সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে যাইয়া প্রত্যেককে ভাল ভাল কথাই বলিতে হয়। ইহার ফলে তাহাদের অধিকাংশের জীবন ভাল হয়। যে লোককে বক্তৃতা দিতে হইবে, চুরি করিও না, চুরি করিও না, সে লোকের পক্ষে চুরি করা কঠিন কাজ। সৎ-বিষয়ে বক্তৃতা দিলে চরিত্র সৎ হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। তবে নিজে সৎ হইবার জন্য চেষ্টা করাও প্রয়োজন। সপ্তাহে একটা দিন অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দিতে হইলে পড়াশুনা গোল্লায় যাইবে, ইহা ভুল হিসাব। সপ্তাহে একটা দিন বক্তৃতা দাও বলিয়া খেলাধূলাও ছাড়িয়া দিতে হইবে, ইহাও বাজে কথা। তরুণ বয়সে খেলাধূলা, পড়াশুনা, ব্যায়াম করা, সাঁতার কাটা, ধাবন প্রতিযোগিতায় যোগদান করা, সব কিছুরই প্রয়োজন আছে। বক্তৃতা-দানও তাহাদের মধ্যে অন্যতম। বক্তৃতা-দান একটা বিরাট বিদ্যা, ইহার উপযুক্ত শিক্ষাদাতা পাওয়া সুকঠিন। এই জন্য ভালো ভালো বক্তাদের বক্তৃতা শ্রবণ উত্তম। পুপুন্‌কী আশ্রমে ছাত্রদিগকে আমরা বক্তৃতা শিক্ষার সুযোগ দিয়া থাকি, গান শিখিবার ঢালাও সুযোগ দিতে পারি কিনা, এই বিষয়েও আমরা চিন্তা করিতেছি।

পড়াশুনার ক্ষতি না করিয়া বক্তৃতা অভ্যাস কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬০)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পরিত্যক্ত কাগজপত্রগুলির মধ্যে এক টুকরা কাগজে কতকগুলি বক্তব্য পাইলাম। যাহা তুমি সময়ের অভাবে আলোচনা করিতে পার নাই। নিম্নে তৎবিষয়ে লিখিতেছি।

এক জেলার ভিতরে যতগুলি মণ্ডলী আছে বা হইবে, তাহাদের মধ্যে নিয়মিত কিছু পত্র যোগাযোগ থাকা অত্যাবশ্যক। পত্রগুলি সংক্ষিপ্ত হইবে, সহজবোধ্য হইবে এবং কাগজের এক পিঠে লিখিতে হইবে, অনেক কথা থাকিলে লোকে পড়িবার অবকাশ পায় না, অথচ, প্রত্যেক মণ্ডলীর প্রত্যেক সভ্য-সভ্যা উহা পাঠ করুক, ইহা বাঞ্ছনীয়। পত্র মুদ্রিত হইলে সকলের পক্ষে পড়ারও সুবিধা, ব্যাপক ভাবে প্রচারেরও সুবিধা। ছাপিতে কিছু পয়সা লাগে, ইহা সত্য। কিন্তু দশ, বিশখানা পত্র নকল করা যায়। এক মাস সময় মধ্যে আশি নব্বইখানা নকল তৈরী করা শক্ত কথা। কিছুদিন চিঠিপত্র নিয়মিত পাইবার পরে মনে একটা অভ্যাস হইয়া যায় পত্র পড়িবার। পত্রের সুফল সেই সময় হইতেই আরম্ভ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হয়। পত্র সুদীর্ঘ হইলে ইচ্ছা থাকিলেও শেষ তক্ পড়া হয় না। ফলে সমস্ত মেহনতটাই মাঠে মারা যায়।

কোথাও প্রতিনিধি-সম্মেলন হইলে এক মণ্ডলী হইতে দুই জনের বেশী প্রতিনিধি আসার প্রয়োজন নাই। প্রতিনিধি সংখ্যা-অত্যধিক হইলে আতিথ্য এক সঙ্কটে দাঁড়ায়। ফলে, আলোচনার সময়-নির্ঘণ্ট ঠিক থাকে না এবং কথাবার্ত্তাও জমে না। কাব্য-প্রতিভা বিস্তার করিয়া বক্তৃতায় সাহিত্যিক শৌর্য্য প্রদর্শন করাই এই মিলনের উদ্দেশ্য নহে। পরন্তু গৃহীত কর্ম্ম-পন্থার সংশোধন, বিবর্ধন শবং নবপন্থার উদ্ভাবনই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। অতএব কাজকর্ম্মগুলি ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় হওয়া সঙ্গত।

জেলার একজনের হয়ত বক্তৃতার দাপট এমন, যাহার দ্বারা নীরন্ধ্র অন্ধকারেও প্রবল জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া নূতন কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করা যাইতে পারে। জেলার কোনও কর্ম্মী হয়ত লেখনী-মুখে এমন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে পারেন, যাহাতে লক্ষ লোকের জন্য খেচরান্ন প্রসাদ তৈরী হইতে পারে। কেহ বা হয়ত পিককণ্ঠ-বিহঙ্গম, যাহার গান শুনিলে ঘুম ভাঙ্গিবেই ভাঙ্গিবে। ইঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় ঘটাইয়া কুরুক্ষেত্রের পরিবর্ত্তে রাজসূয়-যজ্ঞ সম্পাদন করা যাইতে পারে কিনা, তাহার পরিকল্পনা ও নির্দ্ধারণা এই সম্মেলনের আসল কাজ।

মণ্ডলী থাকিতে গেলেই কোনটা সবল থাকিবে, কোনটা দুর্ব্বল থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক। দুর্ব্বলকে সবলের সাহায্য করা উচিত। অর্থাৎ কোন অনুষ্ঠান ঘটিলে শূন্যহস্তে যোগদান না করিয়া প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রত্যেকেই সঙ্গে করিয়া নিয়া আসিবে। সবল দুর্ব্বল প্রত্যেক মণ্ডলীরই প্রয়োজন-সময়ে অপর মণ্ডলীর কিছু না কিছু সহায়তা করা উচিত। প্রতিবেশী মণ্ডলীগুলির মধ্যে সহায়তা করিবার মনোভাব না থাকিলে তজ্জন্য দুঃখ করা উচিত নহে। অযাচকের সন্তানেরা কাহার নিকটে কি দাবী করিবে? যাহা হইবার, আপনা আপনি হইবে, এই বিশ্বাস রাখা উচিত।

তোমাদের জেলার কোন কোন মণ্ডলী প্রধানতঃ বৃদ্ধলোকদের লইয়া গঠিত। গিয়াছিলাম আমি এমন সময়ে, যখন পঞ্চাশোর্দ্ধ বৃদ্ধ ব্যতীত কেহই আমার ভাবে অনুপ্রাণিত হয় নাই। ইহাদের মধ্যে কেহ এখন সত্তর, আশি, নব্বই বৎসর অতিক্রম করিতেছে, ইহাদের নিকট তারুণ্য প্রত্যাশা করিবে কিসের ভরসায়? সহিষ্ণুতা সহকারে ধীরে ধীরে কাজ করিয়া যাইতে থাক, আস্তে আস্তে দুইটা একটা তরুণ হৃদয় জাগিবে। হতাশ হইও না।

নিজের মণ্ডলীতে যশস্বী হইবার চেষ্টা মোটেই করিও না। নিজের মণ্ডলীতে নিজে ছোট থাকাই ভাল।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তোমাদের জেলার যে সব ছেলে পুপুন্‌কী আশ্রমে আবাসিক ছাত্ররূপে লেখাপড়া করে, গ্রীষ্ম বা পূজার ছুটির সময়ে চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের সভা হইলে তোমরা নিজ নিজ অঞ্চলে সেই সভাতে তাহাদের দ্বারা বক্তৃতা দেওয়াইতে পার। কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন তাহাদের স্বাস্থ্যের উপরে চোট না পড়ে, নানাস্থানে গমন-হেতু কোন স্থান হইতে গোপনে কোন কুশিক্ষা অর্জ্জন করিয়া নিয়া না আসে, লোকপ্রশংসায় দর্পান্ধ হইয়া বিনয় ও নম্রতা না হারায় এবং বক্তৃতাদান কালেও যথাসাধ্য মিতভাষী থাকে। এই বিষয়ে সতর্ক থাকিও। একটা ছেলে সভাস্থলে দাঁড়াইয়া দুইটী কথা বলিবার সাহস অর্জ্জন করিয়াছে বলিয়াই তাহাকে দিয়া কাজ করাইবার অজুহাতে তাহার কোন নৈতিক অনিষ্ট হইবার কারণ যাহাতে না ঘটাইয়া দেই, ইহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে।

ময়মনসিংহ জেলার কিছু কিছু লোক একদা আমার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিল, দেশ-ব্যবচ্ছেদের পরে তাহাদের মধ্যে কে কোথায় গিয়াছে, ইহা আমি অবগত নহি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬১)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৬ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৮৬
(২১শে মে, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি এখন বড় হইয়াছ, লেখাপড়া শিখিয়াছ, চাকুরী করিয়া দু পয়সার মুখ দেখিতে পাও। আকাশে ডানা ছড়াইয়া উড়িবার সামর্থ্য হইয়াছে। সুতরাং ডিম ফুটাইয়া তা দিয়া যাঁহারা তোমাকে মানুষ করিলেন, তাঁহাদের কথা, তাহাদের ইচ্ছা-অভিলাষের কথা, তাঁহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, তাঁহাদের সাধ-আহ্লাদের কথা, বেমালুম ভুলিয়া গিয়া, মানুষের চক্ষে তাঁহাদিগকে হাস্যাস্পদ ও অবজ্ঞেয় করিবার চেষ্টাই বোধ হয় সভ্যতা। তোমার আচরণে তাহাই প্রতীয়মান হইতেছে। এক লম্পট, যে বিবাহ করিয়া তিনটী সন্তানের জনক হইয়াছে, হঠাৎ আসিয়া তোমার ভাগ্যাকাশে উদিত হইল, স্বীয় গুরুদেবের কতকগুলি অবাস্তব যোগশক্তির কথা বর্ণনা করিয়া তোমার মন মজাইল, তুমি মোহবশে পড়িয়া এক দেবীমন্দিরে নিজ ললাটে তাহার হাতের ভণ্ডামীর সিঁদুর পরিলে, এবং এত বয়সের কুমারী মেয়েটা এক নিমেষে সধবা হইয়া গেল। তোমাকে এই বিবাহ অস্বীকার করিতে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হইবে। ইহা বিবাহ নহে, অপবাহ। ইহা উদ্বাহ নহে, অধঃপতন। যে লোকটা গত চারি পাঁচ বৎসর ধরিয়া স্বগৃহে সমাজ-সম্মত বিবাহিত জীবন-যাপন করিতেছে এবং যাহার নামে নানা সময়ে নানা কুকথা রটিত হওয়ায় আপৎকালে ঐ স্ত্রী এবং তজ্জাত সন্তানদের দেখাইয়া নিজ সচ্চরিত্রতার প্রমাণ দাখিল করিতে হইয়াছে, সেই লম্পট কি করিয়া তোমার ন্যায় দেবীস্বভাবা পূতচরিত্রা নিষ্পাপ মেয়েকে ভোজবাজীর মিথ্যা-গল্প বলিয়া ভেল্কী দেখাইয়া তোমাকে মজাইল, ইহা আশ্চর্য্যের ব্যাপার। ইহার চাকুরী-বাকুরীর যাহারা অভিভাবক, তাহাদিগকে আমি প্রায় আড়াই বৎসর যাবৎ বারংবার সাবধান-বাণী শুনাইয়া আসিতেছি, তৎসত্ত্বেও এই দুর্বৃত্ত তোমাকে কি করিয়া মজাইল, ইহা আশ্চর্য্য ব্যাপার। কিন্তু ক্ষতি যাহা হইবার, তোমারই হইল। এই দুর্বৃত্তকে দুদিন পরেই সমাজ ক্ষমা করিয়া বসিবে, কিন্তু তোমার অঙ্গের কলঙ্কের দাগ কেহই ভুলিতে চাহিবে না। কিন্তু এখনও ফিরিবার পথ আছে। আমি তোমাকে পাপ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিতে চাহি। যাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছ, তাহারই ষড়যন্ত্রে তুমি পরাভূত হইলে কি করিয়া? সঙ্কল্প কর যে, এই পাপিষ্ঠের সংশ্রব তুমি পরিত্যাগ করিবে। তোমার সঙ্কল্প দৃঢ় হইলে ফিরিবার পথ দেখিতে না দেখিতে প্রশস্ত হইয়া যাইবে। কর্ত্তব্য স্থির করিতে দেরী করিও না। তোমরা উভয়ে যদি

কুমার-কুমারী হইতে, তাহা হইলে বর্ণভেদের জন্য আটকাইত না। কিন্তু তুমি কুমারী হইয়াও একটি সধবার অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়াছ, সুতরাং তোমাকে কেহ ক্ষমা করিতে পারে না। কিন্তু সেই সধবাটী বয়সে এখনও তরুণী। তাহা দীর্ঘ নিঃশ্বাস তোমার ভাগ্যকে বিড়ম্বিত করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬২)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এতদিন পরে চাকুরী পাইয়াছ, জানিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু এমন চাকুরী পাইয়াছ, যাহাতে রাজনীতি করিতে হয়। দ্বিধায় পড়িয়াছ। চাকুরীর ফাঁকে ফেলিয়া কেহ তোমাকে দিয়া অধর্ম্ম কার্য্য না করাইয়া লয়, এইটুকুই থাকিবে তোমার লক্ষ্য। গণতন্ত্রের দেশে কয়েক বছর পরে পরেই ক্ষমতাধিকারী দলের পরিবর্ত্তন ঘটে। সুতরাং যাহারা নির্ব্বিচারে দলেরই সেবা করে, তাহাদের কাহারও কাহারও ধর্ম্মের হানি ঘটিয়া থাকে। অনেক নিষ্ঠুর পাপকার্য্য দলের দোহাই দিয়া জগতে অনুষ্ঠিত

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হইয়া থাকে। তাহা হইতে সাধ্যমত বিরত থাকার চেষ্টা সৎ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। ভারতে গণতন্ত্রের পরীক্ষাযুগ চলিতেছে। সুতরাং রাজনীতি সম্পর্কে চূড়ান্ত উপদেশ দিবার সময় আসে নাই। সকলকেই সতর্কতার সহিত কর্ম্মপরিচালনা করিতে হইবে। বিবেকের দিকে তাকাইয়া চলিও। বিবেক-বুদ্ধি অধিকাংশ সময়ই হিতকর পন্থা নির্দ্দেশিত করে। বিবেককে স্বচ্ছ রাখিবার জন্য ভগবন্নামের সেবা অত্যন্ত হিতকর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৩)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৭ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩৮৬

(২২শে মে, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তরুণ বয়সে কুমার-কুমারীদিগকে বিপথে পরিচালিত করা বড় সহজ কাজ। মিছা কথা কহিয়া ইহাদের মন জয় করা যায়, অসত্য প্রতিশ্রুতি দিয়া ইহাদের মুণ্ড ঘুরাইয়া দেওয়া যায়। কৌশলী দুষ্ট লোকের পাল্লায় পড়িলে এই সময়ে সহজেই বালক-বালিকারা কল্পনাতীত ভুল করে। বালকেরা

ভুল করিলে তাড়াতাড়ি শোধরাইতে পারে কিন্তু বালিকারা ভুল করিলে ঐ ভুলটাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখে, লাথি মারিয়া অনিষ্টের গোড়াটাকে দূরে সরাইয়া দিতে পারে না।

তরুণ কিশোর যখন একটী কিশোরীর সহিত হঠাৎ কুৎসিত ব্যবহার করে, তখন অনুতপ্ত মনকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দেয় যে, ভুল তো তরুণ বয়সে জীবনে অনেকেই করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে ইঁহারা আত্ম-সংশোধনও করিয়াছেন। প্রলোভন ইঁহাদেরও জীবনে আসিয়াছিল কিন্তু ইঁহারা শতবার হারিয়া গিয়াও পরাজয় স্বীকার করিতে একেবারেই অনিচ্ছুক ছিলেন বলিয়া পরিণামে জিতিয়াছেন। আমিও নিশ্চয়ই জিতিব। খেলা করিতে করিতে কুজ্ঝটিকা দেবীর সহিত একটা খারাপ ব্যাপার ঘটিয়া গেল বলিয়াই আমি পচিয়া যাই নাই। আমি কুজ্ঝটিকাকে ত্যাগ করিব, আত্মসংশোধন করিবই করিব।

তরুণী কিশোরী মেয়েগুলি যখন হঠাৎ কোনও তরুণ-পুরুষকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যায় এবং ভুল করিয়া নবাগতের সহিত একটা কুকর্ম্ম করিয়া বসে, তখন অনুতাপ তাহাকে আত্মরক্ষার শক্তি দেয় না, অনুতাপ তাহার ঘাড় মটকাইয়া বসে। তখন সে মূল্যহীন মিথ্যা বিতর্ক শুরু করে। সে তখন যুক্তি দেখায় যে, সাবিত্রী সত্যবানে আসক্ত হইয়াছিলেন এবং আমৃত্যু সত্যবানকে পরিত্যাগ করেন নাই। সত্যবান্ চরিত্রবান্ মহাপুরুষ ছিলেন। কিন্তু তুমি যাহার পাল্লায় পড়িয়াছ, সে তাহার প্রথম বিবাহের পূর্ব্বেও অনেক স্থানে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অনেক অপবাদ কুড়াইয়াছে। বিবাহ করিবার পরেও নূতন নূতন অপবাদ সৃষ্টি করিতে সে ভয় পায় নাই। এখন সে তোমার চারিদিকে জাল ফেলিয়াছে। তাহার প্রেরয়িতা প্রেম নহে, তাহার লক্ষ্য তোমার প্রতিমাসের মাহিনার টাকাটা। ইহার জন্য সে তাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে বিসর্জ্জন দিবে এবং তোমার ঘাড় মটকাইবার পরে অন্য কোনও লাভজনক স্বাদুতর হরিণীর মাংস চর্ব্বণ শুরু করিবে। এই চরিত্রের লম্পটেরা এক ঘাটের জল বেশী দিন খায় না। একটার পর একটা করিয়া অসংখ্য অসতর্কা নারীর সতীত্ব লুণ্ঠন করিতে ইহাদের বেজায় আনন্দ। তোমাকে দেবী ভাবিয়া সে তোমার সমীপস্থ হয় নাই। তোমার রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা কতটা সুস্বাদু, সে তাহাই যাচাই করিতে আসিয়াছে। সে তোমাকে চাহে না। সে চাহে তোমার সহায়তায় শুধু ইন্দ্রিয়ের সুখ। তুমি সাবধান হও মা। এখনই তাহার সংস্রব বর্জ্জন কর।

কাহারও প্রতি আক্রোশ বশতঃ আমি কোন কথা লিখি নাই। অসত্য বর্ণনাও করি নাই। সমস্ত জীবন তোমাকে যাহাতে না কাঁদিতে হয়, তাহারই জন্য এই পত্র লিখিলাম। এই ধূমকেতুটি হয়ত আরও অনেকের বুকে চিতাগ্নি জ্বালাইয়া আসিয়াছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৪)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়া ব্যথায় জর্জ্জরিত হইলাম। এক মুঠা অন্ন সৃষ্টি করিয়া উদর পালন করিবে, এতটুকু সুযোগ এই ষাট বৎসর বয়সের ভিতরে করিতে পার নাই জানিয়া, ব্যথিত হইলাম। আসামের দূরতম সীমান্তে পৌছিয়াও আবার স্থান পরিবর্ত্তন করিতে চাহিতেছ জানিয়াও উদ্বিগ্ন হইলাম। এক একবার দাঙ্গা বাঁধে, আর দলে দলে নিরীহ নিরপরাধ নিরাশ্রয় মানুষ নূতনতর গড়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া শূন্যহস্তে নূতনতর জায়গায় ছোটে একটু আশ্রয়-নীড়ের জন্য, এই দৃশ্য আর দেখা যাইতেছে না। তোমাদিগকে নিজ নিজ স্থানে মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহিত মৈত্রী-বন্ধন সৃষ্টি করিতে হইবে। সম্প্রতি দণ্ডকারণ্য-প্রত্যাগত সুন্দর-বনের অন্তর্গত মরিচঝাঁপির নবাগতদের ব্যাপারে যাহা দেখা গেল, তাহাতে মনে হয় বাঙ্গালীর দুঃখ-নিশার অবসান ঘটিতে আরও পঞ্চাশ বৎসর লাগিবে, ততকাল তোমাদিগকে ঈশ্বর-নির্ভর করিয়া যার যার স্থানে থাকিবার চেষ্টা করিতে হইবে। বেআইনী ভাবে পরের জমি দখল করিয়া নহে, দেশপ্রচলিত সদুপায়ে জমি সংগ্রহ করিয়া তাহাতেই মাথা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

গুঁজিতে হইবে। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী। সুতরাং ন্যায় ও ধর্ম্মের উপরে আমার বিশ্বাস আছে। তোমরা যার যার স্থানে ঈশ্বর-বিশ্বাস লইয়া পথ চল। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৫)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কন্যার বিবাহ অখণ্ডমতে হইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। সংসারী জীবনে যতগুলি উৎসব আছে, তন্মধ্যে বিবাহই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী আনন্দ-মুখরিত। সেই আনন্দ যাহাতে পাপের প্রবণতা, কুৎসিত ইঙ্গিতের কলঙ্ক ও তরল আমোদের অপবাদ হইতে মুক্ত হয়, এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই প্রাচীন ঋষিরা বিবাহোৎসবকে পরম উপভোগ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমারও তাহাই লক্ষ্য। তোমরা পুত্রকন্যার বিবাহ দিও সংসারকে আশ্রমের মত শোভা- সৌন্দর্য্য-বিমণ্ডিত করিবার সদুদ্দেশ্যে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৬)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের চরিত্র-আন্দোলনের বক্তৃতাগুলি নববর্ষ উপলক্ষ্যে টেইপের সাহায্যে বাজাইয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। ইহা সুনিশ্চিত যে, তোমাদের এই সকল চেষ্টার শুভফল জাতির জীবনে চিরস্থায়ী হইবে। ভাল কাজ অতি সাধারণ আড়ম্বরেও যদি বারংবার অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে শিশু এবং কিশোরদের চিত্ত তাহা আগে অধিকার করে। সৎ-সংগঠনের ইহাই নির্ভরযোগ্য প্রাথমিক স্তর। তোমরা বারংবার একই রকমের ছোট ছোট অনুষ্ঠান করিতে থাক এবং এক যুগ ধরিয়া তাহার ফলাপেক্ষা কর। সৎচেষ্টা কদাচ বৃথা হয় না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

(৬৭)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস তোমরা প্রত্যেকে নিও। জিলা ব্যাপিয়া নানা স্থানে যে প্রশংসনীয় চরিত্রগঠন-আন্দোলন-সভা পরিচালিত হইতেছে, তাহার পিছনে তোমাদের সবল সক্ষম কর্ম্মব্যস্ত ঐক্যবদ্ধ হস্তগুলির অঙ্গুলীর বিক্রম লক্ষ্য করিতেছি। জেলার মধ্যে কোথাও তোমরা কোনও বিভেদের অস্তিত্ব থাকিতে দিও না। ভ্রম অতীতে যে যাহা করিয়াছে বা করিয়াছ, তাহা সব ভুলিয়া যাও এবং একলক্ষ্য হইয়া কাজ কর। কাজেরই মূল্য। অকাজের বা বাচালতার কোনও মূল্য নাই। অকাজ এবং বাচালতা প্রত্যেকে বর্জ্জন কর।

তোমাদের সাম্প্রতিক প্রচার-পত্রখানার একটী করিয়া ছাপান নকল আসামের প্রতিটি মণ্ডলীতে প্রেরণ কর। সকলে দেখিয়া খুশী হইবে যে, তোমরা সম্পূর্ণ প্রচার-পত্রখানা অসমিয়া ভাষাতে বাণী-সঙ্কলিত করিয়া দিয়াছ। হিন্দী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, তেলেগু, তামিল, মালয়ালাম অঞ্চলে সেই সেই ভাষায় বাণী পরিবেশন সঙ্গত। আস্তে আস্তে তোমাদের সব রাজ্যের সব

ভাষাই শিখিতে হইবে। ইহাতে তোমাদেরও লাভ হইবে, অন্যের ত' হইবেই।

জেলা-মণ্ডলীর সহিত শহর-মণ্ডলীর বিরোধ থাকা উচিত নহে। ক্ষমা, সহিষ্ণুতা এবং ভদ্রতা-জ্ঞানের সহায়তায় বিরোধ দূর করিতে হইবে। উগ্র আত্মসম্মান-জ্ঞান অনেক সময়ে অকারণ বিরোধ সৃষ্টি করে। তোমরা প্রত্যেকে বিনয়ী হও, বিনম্র হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৮)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৮ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৮৬
(২৩শে মে, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

দিন কয়েক হয়, আমাদের চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের কতিপয় কর্ম্মী চব্বিশ পরগণা জেলায় কয়েকটা স্থানে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে কাজ করিতে গিয়াছিল। আসিয়া একটী বিদ্যালয়ের কথা বলিল, যাহার তিনশত বালক ও আড়াই শত বালিকা সারা বৎসর এক সঙ্গে ক্লাস করে, তিনশত পঁয়ষট্টি দিনের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

মধ্যে ছুটির দিনগুলি বাদ দিয়া প্রতিদিনই ইহাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়। একত্রে ইহারা গান গায়, ছবি আঁকে এবং প্রায় প্রতিকার্য্য মিলিয়া মিশিয়া করে। ইহাদের মধ্যে আমাদের কর্ম্মীরা চপলতা দেখিতে পায় নাই। দেখিয়াছে, দায়িত্ব-জ্ঞান-সম্পন্নের ন্যায় ধীরতা এবং আত্মোন্নতির উদগ্র আগ্রহ। শুনিয়া বিস্মিত হইও না যে, এই সকল বালক-বালিকারা আমাদের কর্ম্মীদিগকে আগ্রহ সহকারে পুনঃ পুনঃ আমন্ত্রণ করিয়াছে যেন, তাহারা এই বিদ্যালয়ে উপদেশ দানের জন্য বারংবার শুভাগমন করে।

কৈ, এই সকল বালিকাদের মধ্যে একজনেরও মনে তো একথার উদয় হয় নাই যে, কালীঘাট-মন্দিরে গিয়া কোন এক ছাত্র-বন্ধুর হাত হইতে একটু সিঁদূর নিয়া ললাটে মাখিয়া গুরুজনদেরও গোপনে সধবা হইতে হইবে। কিন্তু নিত্য তুমি সঙ্গীত-শিক্ষকের কাছে যাও নাই। ঘটনাচক্রে তিন চারিদিন মাত্র তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। গান শিখিবার নাম করিয়া কিছুকাল তাহার সঙ্গ করিয়াছ অথবা তাহার বৌটি সুন্দরী না কুৎসিতা দেখিবার জন্য তাহার দেশের বাড়ীতে গিয়া আড্ডা জমাইয়াছ। তোমার নিজের অন্তরেও সম্ভবতঃ পাপ-অভিপ্রায় ছিল। নতুবা তুমি তাহার স্ত্রীর প্রতি অনুচিত ব্যবহারগুলি দেখিয়াও কি করিয়া এই পরম পাপিষ্ঠকে স্বর্গের দেবতা বলিয়া ভাবিতে পারিলে? সে যদি তোমার সরলতার

সুযোগ নিয়া তোমার সতীত্ব হরণও করিয়া থাকে, তথাপি তুমি তাহার প্রতি বশ্যতার দ্বারা নিজ সতীত্বের পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে না। তাহাকে বর্জ্জনের দ্বারাই তোমার সতীত্ব তুমি ফিরিয়া পাইবে। আমি তোমাকে এই পাপ-পঙ্কল হইতে ফিরাইয়া আনিব, ইহা আমার পণ। বিপথ হইতে ফিরিয়া আসিবার জন্য তোমাকে বুকে বল সঞ্চয় করিতে হইবে।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৯)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রে তোমার জিজ্ঞাস্য জানিলাম। দিন কয়েক আগে তোমাদের ওখানকার একজন দুঃখ করিয়া অভিযোগ করিয়াছে,— "আমার কন্যার বিবাহের দিন স্থির করিয়া মণ্ডলীর সম্পাদক মহাশয়কে জানাইয়াছিলাম যে, আমার গৃহে ঐ দিন

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সমবেত উপাসনা হইবে এবং তিনি যেন সকলকে জানাইয়া দেন। কার্য্যকালে কেহই সমবেত উপাসনায় আসিল না, ইহাই এখানকার হাল।"

আমি জবাবে লিখিলাম,—"অনুষ্ঠানটী তোমার কন্যার বিবাহ-উপলক্ষ্যে। এ ক্ষেত্রে সম্পাদকের উপরে নিমন্ত্রণের ভার না দিয়া তোমার নিজের কর্ত্তব্য ছিল ঘরে ঘরে গিয়া যুক্তকরে নিমন্ত্রণ করিয়া আসা। নিজ কর্ত্তব্য নিজে কর নাই, এখন অন্যের উপরে দোষ চাপাইতে চাহিতেছ কেন?"

তোমাদের অনেকের ভিতরে এইরূপ মূর্খতার আদান-প্রদানই চলিতেছে। ইহা দূর হওয়া দরকার। যে যাহাকে যতটা পার ক্ষমা করিয়া পথ চল। বিকলাঙ্গদের নিয়া অভিযান করিতে হইলে বাধ্য হইয়া থামিয়া থামিয়াই চলিতে হয়।

সঙ্ঘের কোনও কাজেই যাহারা আসে না, তাহাদের মুখেই নানা দাবী উচ্চারিত হইতে দেখা যায়। কতক শুনিতে হয়, কতক উপেক্ষা করিতে হয়। একটু আধটু কাজ আদায় করিবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের জিদ্ ছাড়িয়া দিতে হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭০)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কাজ চালু রাখ। কাজের বিজ্ঞাপন ছড়ানই বড় কথা নহে, কাজের পর কাজ কেবল করিয়া যাইতে থাকাই বড় কথা। সত্য কাজ, ফাঁকি-বর্জ্জিত নিঁখুত কাজ সঙ্গে সঙ্গে ফলদান করে। বেশী না হইলেও অত্যল্প মাত্রায়ও তাহা উপলব্ধি করা যায়। সকলের হাতে কাজ দাও, সকলকে একটু আধটু করিয়া কাজ করিতে প্রেরণা যোগাও। একজনকেও বৃথা বসিয়া থাকিতে দিও না।

নিজের ঘরে উপাসনা থাকিলেও যাহারা সেই উপাসনায় যোগ দেয় না, এমন হতভাগ্যও কতক কতক স্থানে দেখা যায়। এমতাবস্থায় পরের বাড়ীতে উপাসনার নিমন্ত্রণ পাইলে যাইবে না, এমন লোকের সংখ্যাধিক্য আশঙ্কা করা চলে। কেহ না আসিলে রাগ-রঙ্গ করিও না কিন্তু আসিলে সুখানুভবকে বাক্যে ও ব্যবহারে প্রকাশ করিও। পঙ্গপালের মত দলে দলে দীক্ষা নিতেছে অথচ সমবেত উপাসনায় যোগদান করে না,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

এমন ছেলেমেয়েরা আমার কলঙ্ক। ইহাদের ভারে আমি নিজেকে বড়ই পীড়িত বোধ করি। ইহাদিগকে ঘৃণা বা বিদ্বেষ করিও না, অনুকম্পা কর। ভগবানের চরণে ইহাদের জন্য সুমতি প্রার্থনা কর।

আশা করি, তোমাদের গৃহের ১০ই মে তারিখের সমবেত উপাসনায় সমস্ত শহরের যাবতীয় সতীর্থ যোগদান করিয়াছিল। একজনের গৃহের অনুষ্ঠানে শত শত গৃহের বাসিন্দারা যোগ দিবে, ইহাই ত' সুশোভন দৃশ্য! নিজ সাধ্য-সীমার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও যাহারা এ কাজটী করে না বা আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও "প্রতিধ্বনি" রাখে না, নিজেদের অবস্থা স্বচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও বিপন্ন ভাইবোনদের বিপদে আপদে ধারকাছ ঘেঁষে না, এমন লোকদিগকে মণ্ডলীর পদাধিকারী করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। কেহ কেহ পদাধিকার করিয়া বসে কিন্তু সারা বৎসরে একটীবারও সাপ্তাহিক উপাসনাতেও আসে না, ইহারা কুলাঙ্গার-স্বরূপ জানিবে। ইহাদিগকে দ্বিতীয় বার পদাধিকার দেওয়া উচিত নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭১)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এক এক জনের মন এক এক রকম। কেহ কহে একাকী স্তোত্রপাঠ করিলে মন বসাইতে সুবিধা বোধ করে। কেহ কহে অন্যের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া স্তোস্ত্রপাঠ করিতে সুবিধা বোধ করে। কিন্তু আসল প্রশ্নটা সুবিধা বা অসুবিধার নহে। আসল প্রশ্নটা হইতেছে সমবেত কণ্ঠে সবাই মিলিয়া উপাসনা করা। রেকর্ড বাজাইয়া তার সঙ্গে তোমাকে গাহিতেই হইবে, এমন কোনও মাথার দিব্যি নাই। কিন্তু সকলের সহিত মিলিত কণ্ঠে তোমাকে গাহিতেই হইবে, এই নির্দ্দেশ পালন না করিয়া তোমার পরিত্রাণ নাই। যাহাকে রমেশ, যোগেশ, পরেশ, জীবেশ, নৃপেশ ও দীনেশের সঙ্গে মিলাইয়া স্তোত্র-পাঠ করিতেই হইবে, সে অপর সকলের (রমেশের, যোগেশের, পরেশের, জীবেশের, নৃপেশের ও দীনেশের) সঙ্গে আমার রেকর্ডস্থ কণ্ঠের সঙ্গে কেন কণ্ঠ মিলাইতে পারিবে না? না পারার প্রকৃত কারণ, আমার কণ্ঠের প্রতি প্রকৃত মর্য্যাদা-দানের অনিচ্ছা। একটু বিচার করিয়া দেখিও, ইহাই প্রকৃত কথা কিনা। সমবেত উপাসনার কালে রেকর্ডে যেখানে আমার কণ্ঠ শ্রুত হইতেছে,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তাহার সঙ্গে প্রত্যেকে যোগ রক্ষা করিতে পার। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা ত' তোমরা কর না। এক এক জনে নিজ নিজ কণ্ঠের বাহার ফুটাইবার জন্য নিজ গলাকে অপর সকলের গলার চেয়ে উঁচু পর্দ্দায় নিয়া যাও, গোলমালের ত' আসল কারণ ইহা।

রেকর্ড তুমি ব্যবহার কর আর না কর, সমবেত উপাসনার কালে সকলের কণ্ঠই একত্র চলিবে, এই শিক্ষাটা তোমাদের প্রয়োজন। এই একটা কথা বহুবার বলিয়াছি, আমৃত্যু বলিয়াই যাইব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭২)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৯ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৬

(২৪শে মে, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অন্যান্য স্থানে তোমাদের চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের সভাগুলি যে ভাবে সফল হইয়াছে, হাওড়াঘাটেও তদ্রূপ

হইবে। আগে হইতে চারিদিকে গণ-সংযোগ সৃষ্টি করিতে হইবে। শুধু কিছু বিজ্ঞাপন ছড়াইলে বা মাইকের গর্জ্জন চালাইলে সভা সফল হয় না। তোমরা যাহারা প্রচার-কর্ম্মে নামিয়াছ, তাহারা যে সত্য সত্যই ন্যায়নিষ্ঠ, সততা-পরায়ণ, চরিত্রবান্ একটী নব-মহাজাতির আবির্ভাব কামনা করিতেছ, এই বিষয়ে মানুষের মনে আস্থা স্থাপন করিতে হইবে। তোমরা যদি ছোটখাট বিষয় নিয়া নিজেদের মধ্যে মনোবিবাদ বা সৌহৃদ্যের অভাব রাখ, তাহা হইলে জনসাধারণের সুপটু চক্ষুকে কদাচ প্রতারণা করিতে পারিবে না, তাহারা তোমাদিগকে মেকী মালে বা কালো বাজারী বলিয়া ধরিয়া ফেলিবে। প্রত্যেকে সৎ হও, সাধু হও, সত্যবাদী হও এবং ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু হও। কে কাহাকে কবে কি ভাবে অপমান করিয়াছিল এবং প্রতিশোধ কতটা নিবার বাকী রহিয়াছে, এই-জাতীয় বিষয় আলোচনা করিয়া নিজেদের মহত্তর কার্য্য ও গরীয়ত্তর আন্দোলন নষ্ট করে বর্ব্বর মূর্খেরা এবং আকাঠ অবিদ্যা-তনয়েরা। সা বিদ্যা যা পরাবিদ্যা। তোমরা আসল বিদ্যার দিকে লক্ষ্য দাও। দুনিয়ায় যাহারা আজ বড়, কাল তাহারা বড় নাও থাকিতে পারে। সুতরাং অহঙ্কার ও গর্ব্বের দশন-বিকাশের অবসর কয়টা মূহূর্ত্তের জন্য মাত্র।

বড় বড় নামী লোকেরা না হইলে কেহ সদান্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারে না, এই সব মিথ্যা যুক্তিতে কর্ণপাতও

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

করিও না। তোমরা সামান্যেরাই অসামান্য কাজ হাসিল করিবে, দুর্ব্বলেরাই পর্ব্বত-বিজয় করিবে, অবজ্ঞাতেরাই সব চেয়ে কুলীন কর্ম্মের সাফল্যটী আহরণ করিবে, এই বিশ্বাস রাখ। আজিকার ছোটরাই আগামী কাল বড় হইয়া দেখা দিবে, যদি চর্চ্চা থাকে সম্প্রীতির, সদ্‌ভাবের, সহযোগিতা-বুদ্ধির। একটা আঙ্গুল ফুলিয়া বড়জোর একটা কলাগাছ হইতে পারে, বটবৃক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু ছোট ছোট তৃণ মিলিত হইলে একশতটী বট-বৃক্ষের আয়তন ও বলকে তুচ্ছ করিয়া দিতে পারে। ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, দয়া, মায়া, মমতা এবং ঈশ্বরানুরাগ ইহা সম্ভব করিয়া দেয়।

সবচেয়ে ছোট্ট মানুষটীকে সব চেয়ে বড় বলিয়া মনে করিও। অর্থাৎ তাহাকে বড় করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিও। দুর্ব্বল জাতি এই ভাবেই সবল হয়।

একই মানুষের কাছে একই মহৎ উদ্দেশ্যে বারংবার এবং পদ্ধতিবদ্ধ-ভাবে যাওয়ার নাম গণ-সংযোগ। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়াও একাজ করিতে পার, সকলে মিলিত হইয়াও একাজ করিতে পার। কিন্তু মূল লক্ষ্য থাকিবে সকলকে সকলের সহিত মিলিত করা। এই মিলন হইবে মনে, প্রাণে, বাক্যে ও কর্ম্মে। এই মিলন হইবে সংগ্রামে, বিশ্রামে, জাগ্রতে ও নিদ্রায় অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থায়। প্রধান উপায় হইবে সংযম, সদাচার, ব্রহ্মচর্য্য ও সত্যনিষ্ঠা।

প্রচার-পত্রগুলি অসমিয়া ভাষায় ছাপাইয়াছ দেখিয়া সুখী হইলাম। যেখানে যখন যে ভাবেই কাজ হউক, স্থানীয় ভাষাকে সম্মান দিলে তোমাদের কর্ম্মক্ষেত্র অনুকূল হইবে। এজন্য অবশ্য মাতৃভাষা ভুলিয়া যাইবার প্রয়োজন হয় না। একদা ভারতের সব ভাষা মিলিয়া একটী ভাষা হইয়া যাইবে বলিয়া আমার মনে আশা আছে। তবে, তাহার জরায়ুটী রহিয়াছে সংস্কৃত ভাষার মণিকোঠায়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৩)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমরা প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমি বিহারের গোটা দশেক শহরে নানা সময়ে গিয়াছি। আমার প্রচারধারা অন্তঃসলিলা বলিয়া আমি কোন স্থানেই শহরবাসীর অন্তরকে স্পর্শ করিতে পারি নাই। শিষ্য-সংগ্রহের অভিসন্ধি আমার নাই বলিয়া নিতান্ত অন্তরঙ্গ জনকেও দীক্ষিত করিতে চেষ্টা পাই নাই। যে দুএকজন নিজ নিজ রাহুর প্রভাব অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছায় আসিয়া আধ্যাত্মিক জীবনের সন্তানত্ব

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যেও পূর্ব্ব-সঞ্চিত কোনও সাংঘিক সদাচারের প্রচলন না থাকায় তাহারা নিজেরাও যেমন পারে নাই মিলিত হইতে, আমাকেও তেমন সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেয় নাই বিচ্ছিন্ন মানুষগুলিকে কাছাকাছি টানিয়া আনিতে। সর্ব্বোপরি, পুপুন্‌কীর হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরে আমার এমন একটুও দম ফেলিবার অবকাশ হয় নাই যে, আমি বিহারের শহরগুলি ঘুরিয়া বেড়াই। নতুবা, যাহা সিলেটে, ঢাকায়, ময়মনসিংহে, রংপুরে, বর্দ্ধমানে, বরিশালে ও চাঁদপুরে সম্ভব হইয়াছে, তাহা বিহারের প্রত্যেকটী শহরে হইতে পারিত। মনে রাখিও, আমি একক কর্ম্মী। মনে রাখিও, আমি একাদিক্রমে তেপ্পান্নটী বৎসর ধরিয়া পুপুন্‌কীর পাথর ভাঙ্গিতেছি। এতকাল তোমরা কেহ চারিদিক হইতে আমাকে ঘিরিয়া আসিয়া কাজ করিবার কোনও তোড়জোড় কর নাই। তোমাদের যে ইহা করা দরকার, তাহা তোমরা ভাবিয়াও দেখ নাই। এখন ভাবিবার সময় আসিয়াছে। এবার সেদিন রাজধানী পাটনায় গিয়াছিলাম আশ্রমের একটা বৈষয়িক প্রয়োজন-সিদ্ধির তাগিদে। তাহাতে ফল লাভ কিছু হইল কিনা বুঝিতে পারিব দশ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পরে। কিন্তু চমৎকার একটী কথা বুঝিয়া আসিলাম যে, তোমাদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য নাই, সম্প্রীতি নাই, দয়া, দরদ, সহানুভূতি নাই। অর্থাৎ তোমরা

সজীব, সচেতন, সতেজ জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ নহ, তোমরা একদল চেতনাহীন স্থাবর-স্বভাব জঙ্গম মাত্র।

এমনটা কিন্তু হইবার কথা ছিল না। কুমিল্লা জেলার বিদ্যাকূট নিবাসী নগেন্দ্র চন্দ্র দে তাহার পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাত লইয়াও পাটনাতে একটা দোকানে টাইপিষ্টের কাজ করিত। সে শত শত প্রতিধ্বনি নিয়া এক সময়ে পাটনার বাঙ্গালীদের পড়াইয়াছে। আমরা তাহা বিনামূল্যে দিতাম। ফরিদপুর জেলার ইদিলপুর-নিবাসী সতীশ চন্দ্র বসু পাটনা হাসপাতালের বিপরীত দিকে একটা বাড়ীতে থাকিত। সে শত শত বিশিষ্ট বাঙ্গালীকে আমার সহিত দেখা করিবার জন্য রাজগৃহে নিয়া যাইত। এই দুইটী দুর্ল্লভ মানুষের একজনও আজ ইহজগতে নাই। তাই, আমাকে তোমাদের বিচ্ছিন্নতার নমুনা দেখিয়া আসিতে হইল। স্বগণে পাটনা যাইতে ও আসিতে আমাদের আট শত টাকা পাথেয় ব্যয় হইয়াছে। তাহা সার্থক হয় নাই।

তোমরা পুরাতন প্রতিধ্বনি দুই এক হাজার করিয়া বারাণসী হইতে আনিবে কি? নিজেদের মধ্যেকার দ্বেষ ভুলিয়া লোককে প্রতিধ্বনি পড়ানোর মত একটী সৎকাজে ঐক্যবদ্ধ হইয়া লাগিবে কি?

ঐক্য কিন্তু মুখের কথায় আসে না। ঐক্য আসে, একসঙ্গে কাজে লাগিয়া গেলে। কথার জাহাজ এক অফুরন্ত ভাণ্ডার,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হাজার বৎসরেও যাহা নিঃশেষিত হইবে না। কারণ, কথার উপরে কোনও ট্যাক্‌স্ নাই। তাই, কথা কহিয়া কহিয়া কেহ কদাপি ঐক্য আনিতে পারে নাই, তোমরাও পারিবে না। কাজে নামিয়াই ঐক্যকে অনুশীলনে আনিতে হয়।

কথাগুলি লিখিব লিখিব বলিয়া এই কয়দিন পঁয়তারা করিতেছিলাম। আজ সুযোগ পাইয়া লিখিয়া দিলাম। তোমাদের কাজ হইতে বুঝিতে পারিব যে, আমার সরল বাংলায় লিখিত পত্রের অর্থ কেহ বুঝিয়াছ কিনা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৪)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১০ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৮৬

(২৫শে মে, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পার্ব্বত্য-ত্রিপুরার নব-কর্ম্ম-কাণ্ডে যাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছ এবং কর নাই, প্রত্যেককে ব্যক্তিগত ভাবে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানাইবে। ইহারা নবযুগের অগ্রদূত, নবীন সৃষ্টির পুরোধা। ইহারা প্রত্যেকে আমার স্নেহ, মমতা,

প্রীতি, শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদের পাত্র। কাজ আরম্ভ হইয়াছে বড়ই সাত্ত্বিক ভাবে। ইহার গতি ও পরিণতিও যাহাতে চিরকাল সাত্ত্বিক থাকে, তাহার দিকে লক্ষ্য দিবে। কাজ আরম্ভ করাই বড় কথা নহে, কাজ চালু রাখা এবং কাজকে নিষ্কলুষ পথে পরিচালিত করাই বড় কথা বা আসল কথা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৫)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১১ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৮৬

(২৬শে মে, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। সম্পূর্ণ অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও তুমি অবাধে মনের গূঢ় জিজ্ঞাসা আমার নিকটে প্রেরণ করিয়াছ। তোমার সরলতা অভিনন্দনযোগ্য।

মানুষ-মাত্রেই কখনো না কখনো স্বপ্ন দেখিয়া থাকে এবং অনেক সময়ে সে-সকল স্বপ্নের অর্থ সুস্পষ্ট ভাবে বোঝাও যায়। কখনো কখনো অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। মনে করিতে হইবে যে, একদা ইহার অর্থ হয়ত সুস্পষ্ট হইবে, কারণ স্বপ্ন

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সাধারণতঃ আমাদের অবচেতন মনের কোনও না কোনও সুপ্ত প্রার্থনার স্থূলাভিষিক্ত একটী প্রতীক। তবে সাধারণ ভাবে জানিয়া রাখ যে, দেবতা, মহাপুরুষ, গুরু বা সর্ব্বজনশ্রদ্ধিত কোনও ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখা নিশ্চয়ই ভাল।

শিব-পার্ব্বতী স্বপ্নে দেখা আর রাধাকৃষ্ণ স্বপ্নে দেখা একার্থ-বোধক নহে। শিব-পার্ব্বতীকে একত্র দেখিলে সন্তান-ভাব বা মাতৃভাবের যেরূপ জাগরণ হয়, রাধাকৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখিলে তদ্রূপ কিছু হয় না কিন্তু অন্য ভাবে অন্য রসের সঞ্চারণা ঘটে। মনের অভ্যাস অনুযায়ী এই দুইটীর মধ্যে কোনও একটা ব্যক্তি-বিশেষের জন্য অধিকতর উপযোগী হইতে পারে। তবে, স্বপ্নে দেবদেবী দর্শনের শুভফল নিশ্চয়ই আছে, এই বিশ্বাসটুকু নিয়া স্বপ্নের অবান্তর বিবরণ হইতে মনকে একেবারে মুক্তি দেওয়া ভাল। মন দেখিতে চাহে, তাই স্বপ্ন দেখিয়াছ। মনকে সাধনার দ্বারা নিস্তরঙ্গ করিতে পারিলে স্বপ্ন-দর্শন কমিয়া যায় বা লোপ পায়।

দীক্ষা নিয়াছ ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্রে এবং সম্ভবতঃ তোমার গুরুদেব নিরাকার উপাসক নহেন। এমন হইয়া থাকিলে তোমার পুনরায় শক্তিমন্ত্রে দীক্ষার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না। গায়ত্রী হইয়া গেলে সবই হইয়া গেল, আমার ইহাই সংস্কার। তথাপি এই বিষয়ে জিজ্ঞাস্য

কিছু থাকিলে নিজ গুরুদেবকেই জিজ্ঞাসা করিয়া নিও। গুরুদেব তোমার সিদ্ধপুরুষ নহেন বলিয়া কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ রাখিও না। গুরু সিদ্ধ না অসিদ্ধ, তাহা শিষ্যেরা জানিবে কি করিয়া? অসিদ্ধ বলিয়া যাঁহাকে মনে করিতেছ, তাঁহাকে হুট্ করিয়া গুরুর আসনে বসাইতে গেলে কেন বল ত'? একবার যখন গুরু বলিয়া একজনকে মানিয়াছ, তখন তাঁহার প্রদত্ত সাধন-পথের শেষটুকু না দেখিয়া ফিরিবে কেন? তোমার অশেষ প্রশ্নের উত্তর তুমি একমাত্র ব্রহ্মগায়ত্রী জপ হইতেই একদা পাইয়া যাইবে। অনেক সাধক আছেন, যাঁহারা কালী-দুর্গা, রাধা-কৃষ্ণ, সীতা-রাম বা শিব-পার্ব্বতী, মনসা-শীতলা, লক্ষ্মী-সরস্বতী, প্রভৃতি কিছুই মানেন না কিন্তু একমাত্র ব্রহ্মগায়ত্রীই জপ করেন। তাঁহারা যে ভ্রান্ত বা পাপিষ্ঠ, একথা বলিবারও উপায় নাই, কারণ, তাঁহাদের মধ্যেও দিব্যদর্শী অনুভবী মহাপুরুষ নিশ্চয়ই আছেন। একনিষ্ঠ-প্রযত্নে কেবল সাধন করিয়া যাও, মতামতের জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া লাভ নাই।

নিয়মিত সময়ে স্নানাহার, সঙ্গত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ ও বিশ্রাম করিবে, বাক্-সংযমী হইয়া মিত কথায় জীবের হিত-সম্পাদন করিতে চেষ্টিত হইবে, নানা জনের নানা রহস্যময় সাধন-কল্পের গূঢ় বর্ণনা শ্রবণের বা অবগত হইবার

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

লালসা পরিত্যাগ করিবে। ধীরে পথ চল এবং নিয়ত চলিতেই থাক, থামিয়া যাইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৬)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি ব্রাহ্মণের কন্যা এবং ব্রাহ্মণের পুত্রবধূ। তোমার কন্যা এক সূত্রধর-জাতীয় তোমার গুরুভ্রাতার পুত্রকে বিবাহ করিয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, তুমি তোমার কন্যাকে এই ব্যাপারে ক্ষমা করিয়াছ। তদবস্থায় তাহার হাতে খাইতে তোমার বাধা কোথায়, বুঝিলাম না। প্রচলিত সামাজিক বিধিতে কন্যার অনুলোম বিবাহটী নিতান্তই গর্হিত হওয়া সত্ত্বেও কন্যার প্রতি উদারতা-বশতঃ বা জামাতার প্রতি স্নেহ-নিবন্ধন তুমি সামাজিক শাসনকে অগ্রাহ্য করিয়া সূত্রধরের পুত্রের সহিত যখন কন্যার বিবাহ অনুমোদন করিয়াছ, তখন আহারীয়ের আদান-প্রদানের

ব্যাপারে বয়কট চালাইবার কোন্ সার্থকতা আছে? তবে বস্তু-বিচার ছাড়িয়া দিও না। ব্রাহ্মণের বিধবা পেঁয়াজ, রসুন, ডিম্ব, মৎস্য, মাংস সেবন করিলে একটা অতীব দৃষ্টিকটু ব্যাপার ঘটিয়া যাইবে।

অম্বুবাচীতে তিন দিন ব্যাপিয়া উপবাস করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া দেখি না। বর্ত্তমানের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে একদিনের নিরম্ব উপবাসই যথেষ্ট মনে করি। অম্বুবাচীর কালে আকাশ-বাতাস আর্দ্রতায় সিক্ত থাকে। ঐ সময়ে শরীরকে উপবাসের দ্বারা টাইট রাখা নিশ্চয়ই ভাল। কৃষক ঐ সময়ে জমি চাষ করে না, অতি-বৃষ্টিতে কৃষি নিষ্ফল হইবে আশঙ্কায়।

ষষ্টিবর্ষ বয়সেও কন্যাদের ঘানি তোমাকে টানিতে হইতেছে। অন্তরভরা তোমার মাতৃস্নেহ আছে। সেই স্নেহের শুল্ক দিবে না? তবে দুঃখের বিষয় এই যে, এই যুগের পুত্র-কন্যারা পিতামাতার প্রতি অকৃতজ্ঞ। অর্থাৎ আমরা এখনও বন-মানুষই রহিয়া গিয়াছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

(৭৭)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১১ই মাঘ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অখণ্ড-সংহিতার পাঠ-প্রকল্প নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে শ্রোতা ও পাঠকের মনের উপরে চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। যে-কোনও একটী স্থানে সাত দিন ধারাবাহিক ভাবে সুনির্দ্দিষ্ট একটী সময়ে পাঠ-কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে এই অল্প সময়টুকুর মধ্যেই তোমরা এ কথার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবে। তোমরা কাজটীর দিকে মন দিয়াছ দেখিয়া সুখী হইলাম। একদা আমার আশ্রমগুলির একটাও হয়ত থাকিবে না বা টিকিবে না কিন্তু অখণ্ড-সংহিতা থাকিবে, টিকিবে এবং এভাবে নিজ কাজ করিয়া যাইবে। একদা আমার শিষ্যকুলও হয়ত থাকিবে না বা টিকিবে না, কিন্তু অখণ্ড-সংহিতা থাকিবে, টিকিবে এবং এভাবে নিজ কাজ করিয়া যাইবে। কিন্তু তখনও তোমাদের অপরিচিত মানব-কুলের মনের প্রেরণা অখণ্ড-সংহিতা পাঠ-প্রকল্প চালাইয়া যাইবে। নিঃস্বার্থ জনহিত-কামনা হইতে যাহার সৃষ্টি এবং অভিসন্ধি-বর্জ্জিত স্বতঃপ্রয়াস হইতে যাহার পুষ্টি, তাহা সহজে বাতাসে মিলাইয়া যায় না।

বক্তৃতাগুলিকেও সফল করিবার জন্য তোমরা অখণ্ড-সংহিতার স্বাধ্যায়কে একটী প্রধান সহায় বলিয়া জ্ঞান করিও। মনোরঞ্জন, সুদর্শন, মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতির বক্তৃতাগুলি কিন্তু এই একটী মাত্র প্রধান কারণে শ্রোতাদের দ্বারা ধ্রুপদী ভাষণ বলিয়া অভিনন্দিত হইতেছে। যতদিন না এই সকল প্রখ্যাত বক্তারা নিজ নিজ অন্তরঙ্গ অধ্যয়নের দ্বারা অখণ্ড-সংহিতার বাণীর সহিত নিজেদের পরিচয় প্রগাঢ় করিতেছিল, ততদিন তাহাদের ভাষণগুলি এই সম্ভ্রম, এই কৌলীন্য, এই শ্রেষ্ঠতা আহরণ করিতে পারে নাই। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭৮)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রে তোমার অসুখের কথা জানিয়া দুঃখিত হইলাম।

আশীর্ব্বাদ করি, দ্রুত সুস্থ হও।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

পল্লীবাসী সরল-বিশ্বাসী অশিক্ষিত লোকেরা এই হিসাবে ভাগ্যবান্ যে, অসুখে পড়িলে তাহারা ঈশ্বর-স্মরণ করে। ঈশ্বর-স্মরণ করিতে করিতে তাহাদের ক্লেশ সহিবার ক্ষমতা বাড়ে, রোগারোগ্যেরও সহায়তা হয়। শহরের অবিশ্বাসী লোকদের তুলনায় তাহারা এই হিসাবে অধিকতর ভাগ্যধর। তুমিও নিরন্তর ঈশ্বর-স্মরণ করিয়া যাও।

যে যেই স্থানে দীক্ষা নিয়াছে, সেই স্থান তাহার পক্ষে তীর্থতুল্য। যে যেই দিনটীতে দীক্ষা নিয়াছে, তাহার পক্ষে সেই দিনটী সমগ্র জীবন ভরিয়া সাদরে স্মরণীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, লোকে হুড়াহুড়ি করিয়া দীক্ষা নেয় অথচ পরে সাধন করে না। দীক্ষার কথা যখন তোমার মনে আছে, তখন সাধন-কার্য্য হইতে এক দিনের তরেও বিরত হইও না।

তোমার সমদীক্ষিত সতীর্থদিগকে খুঁজিয়া বাহির কর। তাহাদের সহিত নিঃস্বার্থ আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৯)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। নিজেকে নরাধম বলিতেছ কেন? তুমি আমার কণ্ঠে ব্রহ্মমন্ত্র শুনিয়াছ, তুমি দেবোত্তম, তুমি দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তুমি বিশ্বের গৌরব। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন,—"আমি পাপী, আমি পাপী বলিতে বলিতে অনেক দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তি শেষ পর্য্যন্ত পাপীই হইয়া যায়।" স্বামীজীর এই কথাটি অনেক মানুষের ক্ষেত্রেই সত্য। অতএব "আমি পাপী" "আমি পাপী" এইরূপ চিন্তা সহজে করিও না। "আমি ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত", "আমি নিঃস্বার্থ গুরুর আশ্রিত", "আমি জগৎ-কল্যাণে উৎসর্গীকৃত, অতএব আমার পদস্খলন কেন হইবে"—নিয়ত এইরূপ ভাবিবে। আর সঙ্গে সঙ্গে নামের সাধন করিয়া যাইতে থাকিবে। তোমার জন্য ইহাই সরল পথ।

সুযোগ-দুর্য্যোগ ভুলিয়া যাও, বাধা-বিঘ্নকে অগ্রাহ্য কর, সর্ব্বশক্তি লইয়া সাধ্যমত পরোপকার কর, নারী মাত্রেরই প্রতি পুরুষদের শ্রদ্ধাবুদ্ধি জাগ্রত কর এবং নিজ পরিবারস্থ প্রত্যেকটী স্ত্রীপুরুষ বা বালক-বালিকাদিগকে সমাজ-কল্যাণ-কর্ম্মে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ব্রতী করিতে চেষ্টা কর। জনসেবার মধ্যে লাভলোভ-বুদ্ধি যেন না প্রবেশ করে, অপর কীর্ত্তিমান্ সৎলোকের যশোবৃদ্ধি দেখিয়া অন্তরে যেন অসূয়া না জন্মে, কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভয় ও কনিষ্ঠ বলিয়া অবহেলা করিবার রুচি যাহাতে না আসে, তদ্রূপ-ভাবে মনকে শাসন করিয়া চল। ধনে সুখ নাই, মানে সুখ নাই, যশে সুখ নাই, প্রশংসায় সুখ নাই, সুখ মাত্র নিঃস্বার্থ জনসেবায়। স্বরূপানন্দের বাচ্চারা প্রত্যেকে এই কথাটী নিঃসংশয়িত-রূপে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও। হৃদ্‌যন্ত্রে যতকাল এই কথাটী বাজিবে, ততকাল তোমাদের মত ভাগ্যবান্ আর কে আছে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮০)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার অসুস্থতার সংবাদে অত্যন্ত চিন্তিত হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, দ্রুত পূর্ণ সুস্থতা লাভ কর এবং জীবকল্যাণে

জগন্মঙ্গলে নিজেকে লগ্ন রাখিয়া সুদীর্ঘকালব্যাপী বিমল আত্মপ্রসাদের আস্বাদন-গ্রহণে সমর্থ হও। দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রত্যেক দ্রষ্টাকে বুঝাইয়া দাও যে, সাংসারিক হাজার কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের কাজ সারা যায়। বুঝাইয়া দাও যে, দুর্ব্বার শক্তির আধার একটী ব্যায়ামপুষ্ট দেহের অধিকারী না হইয়াও জগদ্বাসীর মহৎ দুঃখ বিদূরণ করা যায়। তোমরা ত' শুধু দৃষ্টান্ত দেখাইতে আসিয়াছ, আসল ভারতবর্ষ ত' স-রূপে এবং স্ব-রূপে আত্মপ্রকাশ করিবে নয়টী প্রজন্ম-কাল অর্থাৎ তিনশত বৎসর ধরিয়া তপস্যা করিবার পরে।

রোগের চিন্তা ছাড়িয়া দাও। মনে মনে কেবল জপ করিতে থাক,—ওঁ জগন্মঙ্গলোঽহং ভবামি। দিনে রাত্রে সর্ব্ব সময়ে জগৎ-কল্যাণের ধ্যান চালাও। আরোগ্য লাভ করিবে ইহার ফলে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮১)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। * * *

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তার্কিক, প্রজল্পী, বহুভাষী দাম্ভিক ব্যক্তিরা কোনও রুগ্ন ব্যক্তির সহিত দেখা না করিতে গেলেই ভাল। মিতভাষী সৎলোকেরা যে সমাজের কত বড় বান্ধব, তাহা বলিবার নহে। তাহারা সত্যই সকলের হিতকারী। এমন লোকদের সঙ্গ তোমরা করিও।

তোমাদের ওখানে প্রবীণেরা সমবেত উপাসনায় আসে না, নবীনদের নাই অবসর, একমাত্র মেয়েরাই সময় মত আসেন এবং মণ্ডলীর ইজ্জৎ রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, এ সংবাদে হৃষ্ট হইলাম। তবে, সকল স্থানেই কিন্তু ব্যাপার এক রকম নহে। কোথাও কোথাও যুবকেরা মণ্ডলীর প্রাণ-স্বরূপ। কোথাও কোথাও বয়স্কেরা একজনেও সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় অবহেলা করে না। তোমাদের ওখানে মায়েরা মণ্ডলীর মান রাখিতেছেন, নবীন ও প্রবীণ পুরুষদের শৈথিল্যে বা অবহেলায় রুষ্ট না হইয়া বারংবার তাহাদিগকে যোগদানের জন্য অনুরোধ করিতে থাক। একদিন না একদিন কঠিন-পাষাণ প্রাণ গলিবেই গলিবে। আর, নাও যদি গলে, তুমি ত' তোমার কর্ত্তব্য ঠিক ভাবেই করিয়াছ ; এই আত্মপ্রসাদের তুমি চিরাধিকারী থাকিবে।

সমবেত উপাসনার সময় রাত্রিকালে পড়িলে অনেক স্থানেই

মহিলাদের পক্ষে অসুবিধা হয়। এই কথাটী মনে রাখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮২)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের মণ্ডলীর অধিকাংশ সদস্যেরই একটা মানসিক রোগ হইয়াছে। তাহা এই যে, সরল ভাষায় লিখিত পত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিয়াও তাহাকে মল্লিনাথের টীকার দ্বারা এমন বিভূষিত কর যে, জনে জনে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়া কেবল কলহ-কচায়নে সারাটী বৎসর বিতাইয়া দাও, ফলে, সারা বৎসর তোমাদের কোন কাজই করা হয় না। সরল কথাকে সরল ভাবে গ্রহণ করিতে না পারা, বুঝিয়া না বুঝিয়া তাহাতে বক্রতা আরোপ করা এমন এক মারাত্মক দোষ যে, তাহার অনুশীলনের দ্বারা তোমাদের মধ্যে অনেক সম্মানিত ব্যক্তি ইতিমধ্যে জনান্তিকে উপহসিত হইতেছে। তোমাদের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

নিজেদের কর্ত্তৃত্ব-স্পৃহার সহিত বা ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার সহিত খাপ খাইল না বলিয়া তোমরা নানা বিতর্ক ও কুতর্ক তোল এবং মহাসৌষ্ঠবপূর্ণ অনেক সুশৃঙ্খলিত অনুষ্ঠানকেও বানচাল কর। অথচ, ভারতে এমন স্থানও আছে, যেখানে একটী মাত্র মণ্ডলীর নেতৃত্বে সমগ্র শহরে ছয়টি কেন্দ্রে নিয়মিত অনুষ্ঠান বিনা বিপর্য্যয়ে চলিতেছে, লোকের শ্রদ্ধা বাড়িতেছে, অবিশ্বাসীর ভিতরে বিশ্বাস আসিতেছে। তোমাদের ওখানে বিশ্বাসীরাও অবিশ্বাসী হইতেছে, শ্রদ্ধাবানেরাও উপহাসের হাসি শুরু করিয়াছে। ইহা আমারই সাধন-জীবনের কোন ত্রুটীর ফল কিনা, ইহা আমি বিহ্বল মনে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। আমার তো পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার দিন আসিয়াছে, তারিখটাকে একটু ত্বরান্বিত করিবার জন্য কি তোমরা এই সব করিতেছ? এই শরীরটা নিয়া তোমাদের সহিত আরও কিছুদিন থাকিয়া যাই, ইহা কি তোমরা পছন্দ কর না?

মান-যশ পাইতে হইলে অপরকে মান-যশ দিতে হয়। সভাস্থলে গিয়া মঞ্চের উপরে প্রতিষ্ঠিত উঁচু চেয়ারখানায় বসিয়া পড়িলেই কেহ সভাপতি হয় না। ঐ পদটি অধিকার করিতে হইলে ত্যাগ, তপস্যা, বিদ্যা, বিনয়, চরিত্র ও সদাচারের কিছু সম্বল চাই। তোমরা গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিতেছ কেন? আসল সম্বল তোমাদের কাহার কি আছে, তাহার

একটু হিসাব-নিকাশ নাও। ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা, বাক্‌চাতুরী, মহাযুদ্ধের পঁয়তারা, প্রলোভন দেখাইয়া লোক-বশীকরণের অপচেষ্টা, মিথ্যা খোশামোদ, চোখ-রাঙ্গানী প্রভৃতি কোন কিছুই কাজে আসিবে না। মাঝখান হইতে সুপ্রচুর পরিমাণে লোকের মুখে শুধু বিদ্রূপের হাসি দেখিয়াই লজ্জিত হইতে হইবে।

তোমাদের ওখানকার একজন উন্নত-মস্তক নেতা, গতকল্য এখানে আসিয়া আহ্লাদ-সহকারে বর্ণনা করিতেছিলেন যে, একদল যুবক, যাহারা আগে কখনও সংঘের কাজ করে নাই, হঠাৎ অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া শহরের মধ্যে নূতন একটী মণ্ডলী গড়িয়া ফেলিল এবং কি অপরিসীম উৎসাহে তাহারা কাজ করিতেছে! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আর একদল যুবক হঠাৎ উৎসাহী হইয়া যদি শহরের মধ্যেই নূতনতর আরও একটা মণ্ডলী করে, তাহা হইলে তুমি আনন্দ সহকারে তাহাদিগকে অভিনন্দন দিবে কি? নেতা মহাশয় চুপ মারিয়া গেলেন, কথা কহিলেন না। অদ্য তোমাদের ওখানকার একজনের পত্রে জানিলাম যে, চমৎকার এই নূতন মণ্ডলীটির যুবক কর্ম্মীরা নিজেদের অভিনন্দনকারীদের প্ররোচনায় পুরাতন মণ্ডলীর কর্ম্মীদিগকে মণ্ডলীর রসদ-সংগ্রহ কার্য্যে বাধা দিতেছে। শিবাজীর স্বপ্ন সফল হইল না—তোমরা বর্গীর হ্যাঙ্গামা শুরু করিয়া দিলে। আমি স্থির করিয়াছি, তোমাদের শহরে পত্রলেখা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বন্ধ করিয়া দিব। এমন সুন্দর স্থানটা মগের মুল্লুকে পরিণত হইয়া গেল। আচ্ছা ম্যাজিক তোমরা দেখাইতেছ। তোমাদের ভক্তি মিথ্যা, ভাণই তোমাদের সত্য, তোমরা কাচকে কাঞ্চন বলিয়া ভুল করিতেছ।

কলহই যখন করিবে, তখন মণ্ডলী দিয়া তোমাদের প্রয়োজন কি? মণ্ডলীকে কলহের অজুহাত করা ঠিক নহে। অন্য হাজার রকমের অজুহাত দিয়া যত ইচ্ছা কলহ কর, খুনাখুনি, মারামরি সব চলিবে, উপাসনার নামে উহা আমি করিতে দিব না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮৩)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মনকে উচ্চ-আদর্শে লগ্ন রাখ, কর্ম্মকে উচ্চ ও নিষ্কলঙ্ক-নীতিতে নিবদ্ধ রাখ এবং সেই আদর্শের বাণী, সেই সন্নীতির কথা দিকে দিকে প্রচারিত, প্রসারিত, প্রধাবিত ও

প্রতিষ্ঠিত কর। নিজে তুমি দরিদ্র বা দুর্ব্বল বলিয়া তোমার আদর্শের বাণী নানা স্থানে পৌছিবে না বলিয়া বৃথা সংশয় পোষণ করিও না। মুখে যদি উচ্চারণ নাও কর, শুধু যদি মনে মনে উচ্চ, উন্নত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শের ধ্যানটুকু জমাইতে পার, তবে তাহাই সকলের অজ্ঞাতসারে চুয়াইয়া চুয়াইয়া দিগ্‌দিগন্তরে ছড়াইয়া পড়িবে। ইহার শত শত দৃষ্টান্ত আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি বলিয়াই এত নিঃসঙ্কোচে মন্তব্যটী প্রকাশ করিতেছি। ঢাকার বাসা-বাড়ীতে বসিয়া রাত্রিযোগে মনে মনে নির্দ্দেশ প্রেরণ করিয়াছি,—"অমুক ব্যক্তি, তুমি মদ্যপান পরিহার কর,"—আর কয়েক দিন পরে দেখা গিয়াছে যে, সে আমার আদেশ পালন করিতেছে। ইহা আমার কোনও অলৌকিকত্ব নহে, ইহা মানব-মনের স্বাভাবিক সম্পদ। ইচ্ছা করিলে, চেষ্টা থাকিলে, যত্ন লইলে এই সম্পদকে মানুষ বাড়াইতে পারে। ইহা ঈশ্বরের বিধান। সূর্য্যোদয় ঘটিলে জগতের অন্ধকার দূর হইয়া যাওয়ার মতনই ইহা একটী স্বাভাবিক সত্য। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

(৮৪)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সর্ব্বদা ছোট-খাট সৎকার্য্য করিবার ভার মণ্ডলীর শিশুকর্ম্মী এবং মহিলাদের উপরে রাখিবে। নিত্য নূতন ছোট ছোট ভাল কাজ করিতে করিতে সৎকর্ম্মীর জীবন-গঠন আরম্ভ হউক। ভাল ভাল সৎকর্ম্মের কথা ও কাহিনী আগে যত্ন করিয়া শুনাইতে থাক। ইহা শুনিতে শুনিতে সৎকর্ম্মে রুচি আসিবে, প্রবৃত্তি জন্মিবে, আগ্রহ বাড়িবে। তখন আত্মপ্রসাদের স্বাদ লইবার উপযুক্ত করিয়া নিয়া ছোট ছোট কাজের ভারার্পণ করিবে। তোমরা যে সমুদ্রে মন্দার-পর্ব্বতকে নিক্ষেপ করিয়াছ, তাহা মন্থন করিতে করিতে জীবনের শ্লাঘ্যতম শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য-সমূহকে অর্জ্জন করিতে হইবে,—এই সার কথাটী মনে রাখিয়া চলিও।

মহিলারা প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতেছি বিশেষ কর্ম্মতৎপরা। মহিলারা যাহাতে লোক-নিন্দার ঊর্দ্ধে থাকিয়া কাজ করেন, এই দিকে লক্ষ্য রাখিবে। কাজ একটু সতর্কতার সহিত করিলে অনায়াসে লোক-নিন্দার হাত এড়ান যায়। নিন্দাকে ভয় করিবার

কারণ নাই, কিন্তু নিন্দা শুরু হইবার পূর্ব্বেই কাজ সুচারু-রূপে নির্ব্বাহ হইয়া গেলে নিন্দার বীজ আর অঙ্কুর উদ্‌গত করিতে পারে না। অনিন্দ্য কর্ম্মই নিরাপদ কর্ম্ম।

অন্যান্য কর্ম্মীরাও যেন চরিত্রগত ও অর্থ-ঘটিত ব্যাপারে অনিন্দনীয় থাকেন, তদ্বিষয়ে অবহিত থাকিও। সম্প্রতি কোনও এক স্থানে আমাদের এক কর্ম্মী চরিত্র-গঠন শিখাইবার নাম করিয়া জীবন্ত প্রেমের রিহার্সাল শিখাইতে শুরু করিয়াছিলেন। সংবাদ কর্ণগোচর হওয়া মাত্র তাহাকে কুলার বাতাস দিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছি। কারণ, একটী মাত্র ক্ষতিকর ব্যক্তির জন্য শত শত বাঞ্ছিত কর্ম্মীর কর্ম্মজীবনের পথে নিন্দার কণ্টকিনী রোপণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নহে। "কি করিবে লোক-নিন্দায়, আমি আমার গোয়ার্ত্তুমি লইয়া চলিবই চলিব," —এইরূপ জিদ্ লইয়া যাহারা চলে, তাহাদিগকে সমগ্র জীবন ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াই ক্লান্ত হইতে হয়, তাহাদের কায়কল্প কোনও অমরত্ব আনয়ন করিতে পারে না।

লোক-নিন্দাকে ভয় করিতে কোনও কর্ম্মীকে শিক্ষাদান করিও না। কিন্তু লোক-নিন্দা যাহাতে না আসিতে পারে, সর্ব্বকর্ম্মে এমন সতর্কতা লইয়া চলিতে উপদেশ দিও। লোকে অকারণ তোমাকে কলঙ্কিত ভাবিলে তোমার সৎপ্রয়াসের সহিত তাহাদের সহানুভূতি কদাচ সুযুক্ত হইবে না, মানুষ তোমাদের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আপন হইবে না। চরিত্রের পবিত্রতা, আচরণের সংযম, দৃষ্টান্তের পুণ্যময়তা, আত্মপ্রসাদের বিশুদ্ধতা তোমাদের প্রতিজনের প্রতিটি কর্ম্মের বিশেষ লক্ষণে পরিণত হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮৫)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। অভাবের সংসারে স্ত্রী-পুত্রকন্যা প্রভৃতিকে শান্ত রাখা সত্যই অসম্ভব। কিন্তু ইশ্বর-বিশ্বাসের সবলতা দিয়া নিজের ভিতরে অসম্ভবকে সম্ভব করিবার সামর্থ্য সৃষ্টি করিয়া লও। বিশ্ববিধাতা নিজে একজন বিচিত্র স্রষ্টা, তিনি তোমাকেও সৃষ্টির ক্ষমতা, যোগ্যতা, রুচি ও প্রবৃত্তি দিয়াছেন। তাহার প্রকৃষ্ট সদ্ব্যবহার কর। তিনি তোমাকে সৃষ্টির ক্ষমতা দিয়াছেন বলিয়াই তুমি গান লেখ, সুর-সংযোজন কর, ছবি আঁক, নানা রকমের প্রচার-কর্ম্ম করিয়া সতীর্থ বা সমশ্রেণীর জীবদের উপরে নানা প্রভাব

বিস্তার কর। এই সকল ক্ষমতা ঈশ্বরদত্ত। তুমি তাহাদের সহায়তায় অন্তরের হতাশ-ভাবকে বিদূরিত কর। সৃষ্টি করিয়া লও তুমি জলদ-জাল-বেষ্টিত শ্যামল গগন-তল, যেখানে এতদিন বিরাজ করিতেছে তৃষ্ণাতুর রুক্ষ মরুভূমি। বিশ্বাস কর, এ সকল তুমি করিতে পার। সংসারের প্রত্যেকটী জীবকে নিয়ত শিক্ষা দিতে থাক যে, বর্ত্তমান দুরবস্থার বিদূরণ সৎপথে থাকিয়াই একদা আমরা দূর করিব, আমাদের অসৎ পথ আশ্রয় করিতে হইবে না। এখন সবাই মিলিয়া একত্র প্রায় নিত্য দিন-দুর্ভিক্ষের আস্বাদন লইতেছ, সেদিন সকলে মিলিয়া একত্র খাইয়া খাওয়াইয়া ত্রিভুবন তৃপ্ত করিতে পারিবে। পেট ক্ষুধায় জ্বলিতেছে, তথাপি বিশ্বাস কর যে, এদিনের পরিবর্ত্তন ঘটিবেই ঘটিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮৬)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সংসারের দারুণ ঝঞ্ঝাটে পড়িয়াও দিশাহারা হইও না। লক্ষ্য স্থির রাখ শ্রীভগবানের চরণ-কমলের পানে। আবাল্য-সহ্যকরা যাবতীয় ক্লেশ, দুঃখ, অপমান ও ক্লান্তি একদা সফল হইবেই হইবে। দুঃখকে, দৈন্যকে, দুর্গতিকে, অপমান-অসম্মান-বিপর্য্যয়কে অনাবশ্যক জ্ঞান করিও না। জীবন একটী শিল্পকর্ম্ম। জীবন গড়িতে সূচীসূক্ষ্ম তুলিকাও যেমন লাগে, নিদারুণ নির্দ্দয় দুরমুজও তেমন লাগে। পরিমাণে দুঃখই বেশী বলিয়া জীবনকে দুঃখের হাতে পরাজয়-স্বীকার করিতেই হইবে, এমন কোনও কথা নাই। তোমাকে দুঃখজয়ী হইতে হইবে। হতাশ হইও না। আশায় কোমর বাঁধ। দুঃখ সহিয়া সহিয়াই তুমি দুঃখকে জয় করিবে। জীবনযুদ্ধে পরাজয় তুমি স্বীকার করিবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮৭)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৬

(৩১শে মে, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

প্রায় একাকিনী, ছোট একটী সহোদরকে লইয়া কুকী ও নাগাদের অঞ্চলে রহিয়াছ শিক্ষাদান-ব্রত লইয়া, এই মহত্ত্বের তুলনা নাই। সহ-শিক্ষিকারা সম্পূর্ণ ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বিনী বলিয়া তোমার যে অসুবিধাগুলি হইতেছে, তাহা আমি অনুমান করিতে পারি। কিন্তু তোমার আচরণ ও চিন্তা যেন ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বিনী শিক্ষিকাদের আপত্তিজনক কোনও দৃষ্টান্তের অনুসরণ না করে। একদা পৃথিবীর সকল ধর্ম্মাবলম্বীরা এক সঙ্গে মিলিয়া মানব-সভ্যতাকে নূতন গতিপথ প্রদর্শন করিবে, এই বিশ্বাস আমি রাখি। বিধর্ম্মীর প্রতি হিন্দুদের সহিষ্ণুতা ও উদারতা পৃথিবী-প্রখ্যাত। খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে তদ্রূপ না ঘটিবার কোনও কারণ নাই। নিজ নিজ ধর্ম্মে অটল থাকিয়া ভিন্ন ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে, ইচ্ছা করিলেই সুসম্ভব। তুমি নিজ ধর্ম্ম অটুটু রাখিয়া পরধর্ম্মে উদার হইও।

তোমার অসুবিধাগুলি দূর হইয়া যাউক, এই আশীর্ব্বাদ করি। নাগা, কুকী আদি জাতির ভিতরে আমাদের অনেক কাজ করিবার আছে। ধীরে ধীরে প্রেমের বলে অগ্রসর হও। পাহাড়ীদের ভাষা যতটা পার আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিও। প্রেম সহকারে উহাদের ভাষা শিখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

(৮৮)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি আমার দীক্ষিত শিষ্য নহ, তথাপি তুমি প্রায় আড়াই শত সমবেত উপাসনায় যোগ দিয়াছ, চরিত্র-গঠন-আন্দোলন-সভা প্রায় পঞ্চাশটী করিয়াছ, গ্রামে গ্রামে গিয়া রেকর্ডের সাহায্যে সমবেত উপাসনার সুর শিখাইবার চেষ্টা করিতেছ,—ইহা ত' চমৎকার কথা। আমি ত' বাবা শিষ্য বাড়াইবার জন্য চেষ্টিত নহি। প্রকৃত কর্ম্মী, প্রকৃত সাধক বাড়িলেই আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল।

তবে, দীক্ষিত না হইয়াও নিজেকে দীক্ষিত বলিয়া পরিচিত করা একটী মিথ্যাচার। একদা কুমিল্লা জেলার গ—নিবাসী একটী কর্ম্মোজ্জ্বল ছেলে ঐ জেলায় অসাধারণ কর্ম্মোদ্যম প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহার অনুরোধে তাহাকে পরে আমি গোপনে দীক্ষা দিয়া দেই। ফল ভাল হয় নাই।

তুমি যদি কখনও আমার নিকটে প্রকাশ্য ভাবে দীক্ষা নাও, তাহা হইলে তাহার পর হইতে আমার দীক্ষিত শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেওয়া ঠিক হইবে।

আনুষ্ঠানিক ভাবে দীক্ষিত না হইয়াও আমার শিষ্য হওয়া যায়। তদবস্থায় "আমি শিষ্য" এই কথাটী জোর গলায় বলিয়া লোকের চোখে ধাঁধাঁ লাগাইয়া দেওয়া সঙ্গত নহে।

যাহা হউক, পরমেশ্বরের ইচ্ছা হইলে তোমার মনের অভিলাষ আমি সুযোগমত পূর্ণ করিব, জানিও। ধৈর্য্য সহকারে প্রতীক্ষা কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৮৯)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার কার্ডখানা পাইয়া যুগপৎ বিষাদে ও হর্ষে নিমগ্ন হইলাম। নামী নামী মহাপুরুষদের সঙ্গে আসিয়া জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের জবাব পাও নাই, ইহা আমার দুঃখের কারণ। কিন্তু এতৎ-সত্ত্বেও তুমি আমার ন্যায় সাধারণ একটী লোকের কাছে তোমার প্রত্যাশার থালি সাজাইয়া ধরিয়াছ, দেখিয়া হর্ষাপ্লুত

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হইলাম। আমার ন্যায় সাধারণ মানুষের কাছে যাহা আছে, হয়ত তোমার ন্যায় ব্যাকুল প্রার্থীর প্রার্থনীয় বস্তু তাহারই মধ্যে পড়িয়া যাইবে। নতুবা তুমি সস্ত্রীক এমন সাধনে ব্রতী হইতে না, যাহা আমার আগামী তিনশত বৎসরের মানব-সভ্যতার নক্‌শার সহিত অবিকল বনে। আমার সহিত সাক্ষাৎকার হইবার পূর্ব্বেই তুমি এমন জিনিষ পাইয়াছ, যাহা আমি সকলকে দিব বলিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রয়াসে লাগিয়া রহিয়াছি।

বিবেক তোমাকে যে পথে পরিচালন করিতেছে, তাহা সত্য পথ, ধ্রুব পথ, সুনিশ্চিত শুভ পথ। লাগিয়া থাক এবং কালক্রমে ধন্য হও। কল্যাণীয়া মাকেও এই পত্রে আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯০)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা যে চরিত্র আন্দোলন করিতেছ, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য আত্মসংশোধন। নিজেরা সৎ, বিবেকবান্, ধর্ম্মনিষ্ঠ, পরোপকারী ও অনাসক্ত হইতে পারিলে জগতের অন্য মানুষগুলিকে চরিত্রবান্ করা সহজ হয়। এই কথাগুলি প্রত্যেক গুরুভাই ও গুরুভগিনীকে পাঠ করিয়া করিয়া শুনাও।

তোমরা জেলার নেতৃস্থানে রহিয়াছ। কিন্তু দৃপ্ত অহঙ্কার নিয়া নেতৃত্ব রক্ষা চলে না। ঘটনার চক্রে অহঙ্কারের দুর্গ খণ্ডিত ও চূর্ণিত হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া থাকে। তোমাদের কোন্ বাক্যের বা কোন্ আচরণের কি প্রতিক্রিয়া সাধারণের মনে পড়িতেছে, তাহা তোমরা জানিতে পারিবে ত' জল অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়াইয়া গেলে। সভাস্থলে দাঁড়াইয়া প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, নিজ চরিত্র-সংশোধনের জন্যই দাঁড়াইয়াছ, জগদুদ্ধার করিবার জন্য নহে।

* * * সভাস্থলে যাহারা ভাষণ-দানের জন্য এবং গান গাহিবার জন্য দাঁড়াও, তাহাদের প্রত্যেকের মনে রাখা উচিত যে, তোমরা জনে জনে আমার প্রতিনিধি। তোমাদের কণ্ঠ ও বাক্য সর্ব্বসাধারণের নিকটে আমাকে নিয়া উপস্থাপিত করিতেছে। তোমরা যদি ভুল কাজ কর, তোমরা যদি গুণাংশে হীন হইয়াও শ্রেষ্ঠাধিকারীর অভিনয় কর, তবে তোমরা আমার কাণ কাটিবার ব্যবস্থা করিলে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

প্রত্যেকটী সহকর্ম্মীকে এই কথাগুলি বুঝাইয়া বল।

দর্প, দম্ভ, অহঙ্কার, গর্ব্ব, বিদ্বেষ, ঈর্ষ্যা, অসত্য বাক্য, অশুচি আচরণ, অপবিত্র অভিপ্রায় যেন কদাচ তোমাদের কর্ম্ম-গতিকে ব্যাহত ও বিপন্ন করিতে সমর্থ না হয়। চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের বক্তৃতা দিতে বা গান গাহিতে গাহিতে যদি তোমরা কখনও কোনও জনপদের একটী পুরুষ বা একটী নারীরও নৈতিক, সামাজিক বা আর্থিক কোনও ক্ষতি সাধন কর, তবে জানিও যে, ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ তোমরা করিয়াছ। কতকগুলি অপরাধ ত' গোপনতার এত গভীরে করা হইয়া থাকে, যাহার অস্তিত্ব দীর্ঘকাল পার না হইতে ধরা পড়ে না। তবে, নেতৃস্থানীয়দের অহংকার প্রায় স্থানেই তাহাদের হিটলারী মেজাজ বা নেপোলিয়ানিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে প্রকট করিয়া কাজের ক্ষতি করিতেছে। বৈষ্ণবদের মত মনে-প্রাণে তোমরা বিনয়ী হইতে পার না? বিনয়ে কাহারও সম্পদ নাশ হয় না, সম্পদ বাড়ে। বিনয়ে কাহারও সম্মান কমে না, বরং বর্দ্ধিত হয়। মুখের বিনয়েই সদ্যঃ সদ্যঃ ফল দেখা যায়। প্রাণের বিনয় হইলে ত' কথাই নাই।

কর্ম্মী তোমাদের কম। অর্থবল তোমাদের বলিতে গেলে নাই। পত্রিকা-সম্পাদকেরা তোমাদের প্রতি অতি অল্প স্থানেই সদয়। কাজ ত' করিতেছ প্রাণ জ্বালাইয়া, বুকের হাড় বেচিয়া, হৃৎপিণ্ডের রক্তমোক্ষণ করিয়া। এমতাবস্থায় আত্মকলহের দ্বারা

আত্মশক্তির অবক্ষয় কদাচ বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯১)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৮৬

(১লা জুন, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কুচবিহার জেলায় বক্‌শিরহাট গ্রামে তোমরা চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের সভা-সম্পর্কিত যে বিজ্ঞাপনটী ছাপিয়াছ, তাহাতে কিছু নূতন ঢং আছে। তাহা লক্ষ্য করিয়া খুশী হইলাম। খুব সম্প্রতি নগাঁও জেলার দুই এক স্থানের প্রচার-পত্রেও অন্য রকমের নূতনত্ব দেখিলাম। বিজ্ঞাপনও একটা শিল্প। বাগ্মিতা-শিল্পের ন্যায় ইহার বৈচিত্র্যও চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে। সুতরাং তোমরা যে যে স্থান হইতে বিভিন্ন জেলার চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের নির্দ্দেশ-সমূহ প্রেরণ করিয়া থাক, সেই সব স্থানে মুদ্রিত নূতন নূতন ঢংয়ের বিজ্ঞাপনগুলির দুই

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

এক কপি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জেলার বিজ্ঞাপন-বিভাগের সাহিত্যিকদের নিকট যাওয়া দরকার। বক্‌শিরহাটের বিজ্ঞাপনের নমুনা খড়্গপুর, কৃষ্ণনগর, রসুলপুর, আসানসোল, দুর্গাপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, মালদহ, শিলিগুড়ি, ধুবড়ী, গৌহাটি, লামডিং, নগাঁও, শিবসাগর, ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, শিলচর, করিমগঞ্জ, আগরতলা যাওয়া উচিত।

জনসভা ছোট হইলে হউক, তবু বারংবার হইতে থাকুক। সৎকাজ বারংবার করিতে করিতে অসাধারণ প্রভাব-শক্তির সৃষ্টি করে।

আমি কর্ম্মযোগের মধ্যে অভিনব অযাচকত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলাম একথা শুনিলে যদি সম্প্রদায়-বিশেষের মনে কষ্ট হয়, আমি বিগত ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর ধরিয়া একক প্রচেষ্টায় চরিত্র-গঠন-সম্পর্কে উপদেশ দান চালাইতে চালাইতে ইহাকে একটা আন্দোলনের রূপদান করিলাম, এইসব প্রচারণে যদি অন্যান্য সম্প্রদায়ের মনে কষ্ট আসে, তবে তাহা প্রচার করিও না। যে কথাগুলি এতকাল ধরিয়া আমি কহিয়াছি, সেই কথাগুলি তোমাদের কণ্ঠে বারংবার ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতে থাকুক। ছাপার হরফে সেই কথাগুলি জীবন্ত দলিলরূপে বিরাজ করিতেছে। আমার নাম বরং উচ্চারণ নাই করিলে,

—আমার কথাগুলি সকলকে শুনাও। বলিও না যে উহা স্বরূপানন্দ-বাণী। স্বরূপানন্দ নাম-প্রচার চাহেন না, কারণ, তাহাতে তাঁহার লাভ নাই, বরং ক্ষতিরই সম্ভাবনা অধিক।

চরিত্র-গঠন-আন্দোলনকে স্থায়িত্ব দিবার জন্য তরুণ-সম্প্রদায়কে বক্তা, গায়ক, কর্ম্মী, সংগঠক প্রভৃতির কাজে লাগাইয়া দিতে হইবে। দুই তিন বৎসর আন্দোলনের সহিত যুক্ত থাকিতে থাকিতে উহাদের ভিতরে অনেক চিত্তাকর্ষক গুণাবলির আভা সম্পাত ঘটিবে। এই সময়টা ইহারা কর্ম্মে দুর্জ্জয় এবং উৎসাহে অপরাজেয় হইবে। তখন প্রয়োজন হইবে ইহাদের চরিত্রের নিষ্কলঙ্কতা রক্ষার যোগ্য পরিবেশ। অত্যহঙ্কার, অতিরিক্ত আত্মশ্রদ্ধা অনেক সময়ে বেপরোয়া পাপকে অন্ধকারে ঢাকা গুপ্তদ্বার খুলিয়া দিতে বাধ্য করে, —এই সময়ে কর্ম্মীর সর্ব্বনাশ ঘটে। এই সময়ে কর্ম্মীকে চোখে চোখে রাখিতে হয়। তুমি যে তরুণ কর্ম্মি-সমাবেশ করিতে চাহিতেছ, তাহা আমি অন্তরের সহিত অনুমোদন করি। কিন্তু তোমার কর্ম্মীদের চরিত্র সুগঠিত হইবে তবে ত' কাজের মত কাজ হইল। গলিত কুষ্ঠ রোগীর দ্বারা ঠাকুর-ঘর লেপাইও না, তাহার রোগারোগ্য আগে প্রয়োজন। সন্দিগ্ধ-চরিত্র কিশোর-কিশোরীদিগকে কর্ম্মাঙ্গনে নামাইয়া দিও না,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad
Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তবে আত্মশোধনের উপায়-স্বরূপে কর্ম্মায়োজন নিন্দনীয় নহে।

তরুণদিগকে ডাকিয়া বল, তোমরা জাতির দর্পণ। তোমাদিগকে দেখিয়া লোকে জাতিকে চিনিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(সমাপ্ত)

"আত্মাবজ্ঞাই আত্মবিনাশের
প্রথম সোপান।"

—শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ—

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আবাল্য সাধনা
তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযমের
সাধনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।
কারণ,
ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত "সরল ব্রহ্মচর্য্য", "সংযম সাধনা", "জীবনের প্রথম প্রভাত", "অসংযমের মূলোচ্ছেদ" প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত 'কুমারীর পবিত্রতা" প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত "বিধবার জীবনযজ্ঞ" প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত "সধবার সংযম", "বিবাহিতের জীবন সাধনা" ও "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের
শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ
"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

অযাচক আশ্রম, ডি-৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
বারাণসী - ২২১০১০

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অখণ্ড-সংহিতা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

অষ্টাত্রিংশতম খণ্ড

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad